খৃষ্ট ও তাঁর দূতগণ
এবং
শয়তান ও তার দূতগণের মধ্যে

মহা বিবাদ

(সুভাষ চন্দ্র হালদার দ্বারা অনূদিত)

মূল ইংরেজী রচনা প্রকাশনঃ
এলেন জী. হোয়াইট
ব্যাট্‌ল্ ক্রীক, মিশিগান,
১৮৫৮

First Edition - 10,000 Copies

Original Title : The Great Controversy Between Christ and His Angles and Satan and His Angels.

By Ellen G. White (1858)

Published by : Bro. Daniel Winters
Seventh - Day Adventist Church
Darjeeling Gorkha Autonomous Hill
Darjeeling - INDIA

© 2004 : Praveen Kishore Tamsang
pktamsang@hotmail.com
Sikkim - Darjeeling Hill
Principal / Church Pastor

For your own free copy & questions or comments of this book, please download it at : http://www.earlysda.com

সংি প্ত জীবনী

এলেন জী. হোয়াইট

(১৮২৭ - ১৯১৫)

যীশু খৃষ্টের একজন অনুরাগী শিষ্য, সতের বছর বয়স পর্যন্ত এলেন এক মেথডিষ্ট ছিলেন। খৃষ্টের আশু আগমনের সম্বন্ধে কথা বলার জন্যে ও তাতে বিশ্বাস করায় ১৮৪৩ সালে তাকে মন্ডলীচ্যুত করা হয়। শুধু অন্য দুজন লোক সে ভার প্রত্যাখ্যান করার পরে, জগতের উদ্দেশে বহন করতে ঈশ্বর তাকে দর্শনসমূহ ও এক বার্তা প্রদান করেন। ভর্ৎসনা ও উপদেশ দিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন। স্বাস্থ বার্তার ওপরে আলোক প্রাপ্ত হবার পরে, এক জোরালো, স্বাস্থ প্রবক্তা হয়ে তিনি এদোন উদ্যানে আদিম খাদ্যসামগ্রীর অনুরূপ পানাহার, হানিকর বস্তুসমূহ থেকে সংযম, ও সকল বিষয়ে মিতাচার দাবি করেন।

শ্রীমতি হোয়াইট নিজেকে কখনো একজন "ভাববাদী" বলেন নি, যদিও যারা তাকে তা বলে তাদের সঙ্গে তার কোনো সমস্যা ছিল না, তবে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, আপনাকে তিনি একজন 'বার্তাবহ' উল্লেখ করেন। সে জবাবটি দেওয়ায় তিনি দেখান যে স্বাস্থ-সংস্কার পাপ থেকে অনুতাপের আহ্বান এবং "ভগ্নস্থান সংস্কারের" উদ্দেশে সমর্থনে এক আন্দোলনে তার কাজ, অন্তর্ভূক্ত করে তার চেয়ে বেশী যা একজন ভাববাদী করে বলে বিবেচনা করা হয় — ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন থেকে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর বিষয়ে বলা। "স্টেপ্স্ টু ত্রাইষ্ট" যা তার সবচেয়ে জনপ্রিয়গুলির মধ্যে, তা সহ তিনি কতিপয় সর্বজনসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উৎপাদন করেন। তবে তিনি "খৃষ্ট ও তাঁর দূতগন এবং শয়তান ও তার দূতগনের মধ্যে মহাবিবাদ" এই পুস্তকখানি তার সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন।

পাঠকের উদ্দেশে

"খৃষ্ট ও তাঁর দূতগণ এবং শয়তান ও তার দূতগণের মধ্যে মহা বিবাদ" শীর্ষক পুস্তকখানি ভগ্নি এলেন জী, হোয়াইটের দ্বারা রচিত। সেই সব পাঠকের কাছে যারা খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রতী(া করছেন এই পুস্তকখানি এক মহা আর্শীবাদ(যেমন পাঠক এই পুস্তক খানি সম্পূর্ণ রূপে পাঠ করবেন ঈ(রের অমূল্য বাকসমূহ বোধগম্য হবে ও প্রচুর আর্শীবাদ লাভ হবে।

জগতে যেমন আমরা চারিদিকে দৃষ্টি দেই, অনেক সমস্যা—স্বদেশীয় ও অন্তর্দেশীয় দৃষ্টিগোচর হয়, এগুলি তাঁর শীঘ্র আগমনের ল(ণ। আমরা যেন নিরাশ ও ভীত না হই(পরিবর্তে আমরা যেন প্রভুতে উৎসাহী হই ও ভাবী সময়ের বিষয়ে তিনি যা শি(া দিয়েছেন পরস্পরের সঙ্গে আমরা তা জ্ঞাত করি।

ধন্য তারা যারা তাঁর আজ্ঞাসমূহ পালন করে যাতে জীবন বৃ(তে তাদের অধিকার থাকে আর দ্বারসমূহ দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পায়। অবশেষে একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, এক প্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও। প্রতিযোগীতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না। বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাণ কর। যে ব্যক্তি(জীবনে প্রীত হয় মঙ্গল দেখিবার জন্য দীর্ঘায়ু ভালবাসে, সে হিংসা হইতে তাহার জিহ্বাকে, ছলনা-বাক্য হইতে তাহার ওষ্ঠকে সাবধানে রাখুক। মন্দ হইতে সে যেন দূরে যায়, যাহা ভাল তাহাই করে(শান্তির অন্বেষণ ও অনুধাবন করে। ধার্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি আছে। তাহাদের আর্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণ আছে। সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল।

কালিম্পং দার্জিলিং হিল সেভেন্থ-ডে এড্ভোন্টিষ্ট মন্ডলীর প(আমি ভ্রাতা ড্যানিয়েল ও, উইন্টার্সকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক খানিকে প্রবর্তিত করতে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিতে চাই যা প্রচুররূপে দাবি করা হয় ও এই সময়-কালে তাঁর বাক্য জ্ঞাত করার উদ্দেশে প্রয়োজন ছিল। একই সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অগ্রজ এডভোন্টষ্ট কর্মচারী বয়োজ্যেষ্ঠ সুভাষ চন্দ্র হালদারকে এই পুস্তকখানিকে মূল ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদ করার জন্যে যা প্রত্যেক গৃহের জন্যে প্রভুর নিকটতর হবার উদ্দেশে এক মহা আর্শীবাদ। নিম্নে প্রদত্ত ঠিকানায় এই পুস্তকের সম্পর্কে যে কোনো প্রস্তাব ও মন্তব্য-সমালোচনা অত্যধিক পরিমাণে মর্যাদা দেয়া হবে। আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টের অনুগ্রহ আপনাদের সবার উপরে বর্তুক। আমেন।

প্রভীন কিশোর তামসাং
চার্চ পাষ্টর

দার্জিলিং গোর্খা হিল এন্ড সিক্কিম
ষ্টেট সেভেন্থ-ডে এড্ভোন্টষ্ট চার্চ
কালিম্পং দার্জিলিং ডি.জি. এ. এইচ. সি

ই-মেইল : sdasikkim@rediffimail.com
sda_darjeeling@rediffmail.com

NOTE FROM THE COMPOSER, DESIGNERS & PRINTERS :

Please note that the PDF Generated from the final corrected file has a mistake that is a particular character in Benagli is substituted by the character.

Please ignore this, this won't be a problem when the book is printed. To Have your query cleared you can ask and we will send you a printed copy of the same.

Please email your doubts & queries to

pktamsang@hotmail.com

—ঃ মুখবন্ধ ঃ—

ব্যবস্থার কাছে ও সা(্যের কাছে (অন্বেষনকর)(ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে তবে তাহাদের প(ে অ(নোদয় নাই। যিশাইয় ৮ঃ২০।

বর্তমান অবস্থায় ২১শ শতাব্দীর প্রারম্ভেতে, প্রত্যেকেই এক ভাববাদী হয়ে পড়েছি বলে মনে হয়। 'ইন্টারনেটের' ওপরে এমন কি ভবিষ্যদ্বক্তা-সম্বন্ধীয় 'ওয়েব রিং' রয়েছে। তবে সেসব কতগুলি এমন সব বিষয় বলে যা একটু অদ্ভুত মনে হয়। তারা যা বলে সেগুলি ব্যবস্থা ও সা(্যের সঙ্গে তুলনার দ্বারা, নিশ্চিতরূপে কি করে আমরা জানব যে তারা যা বলে জাহির করে — ঈশ্বরের বাক্য সকলের তত্বাবধায়ক — তারা সত্যিই তাই? নিশ্চিত রূপে সেই একই ঈশ্বর যিনি অতীতে লোকদের কাছে তাঁর বাক্যসমূহ প্রদান করেন ও যেগুলি লিপিবদ্ধ করান (যা পরে বাইবেলে কতিপয় পুস্তকে পরিণত হয়) নিজের বি(দ্ধাচারী হবেন না।

এটা জেনে যে শেষের দিনগুলিতে বাস করা লোকদের জন্যে ভাববানীর বিচার্য বিষয় এক বড় পরী(া হবে, যীশু এই বিষয়ে প্রত্য(ভাববানীর করেনঃ "অনেক ভাক্ত(ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে।" মথি ২৪ঃ১১। বাড়তি ভাবে জোরালো করার জন্যে, যোহনকে ঈশ্বর এই বাক্যগুলি প্রদান করেনঃ "প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরী(া করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না(কারণ অনেক ভাক্ত(ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে।" ১ যোহন ৪ঃ১। স্বভাবতঃ এলেন হোয়াইট ব্যতিত্র(ম নন, এই পুস্তকখানি নিন ও পবিত্র শাস্তলিপির সঙ্গে তুলনা ক(ন(তা কি কষ্টিপাথরে যাচাই হয় না? স্বর্গে আমাদের ক(ণাময় পিতার কাছে প্রার্থণা ক(ন, আর আমাদেরকে সকল সত্যে পথপ্রদর্শন করতে তিনি তাঁর আত্মা প্রেরণ করবেন।

এ(ণে তা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ যুগ্ম (কতিপয়) বছর পর্যন্ত, প্রায় সকলে যারা আপনাকে 'খৃষ্টান' বলে অভিহিত করে তারা তেমন যে কোনো ব্যক্তি(র বি(দ্ধে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় থাকে যারা ঈশ্বর হতে প্রত্যাদেশসমূহ ধারণ করে বলে দাবি করে। তাদের বিবেচ্য বিষয়টি প্রমাণ করতে সচরাচর প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১৮-১৯ উদ্ধৃত করেঃ "যাহারা এই গ্রন্থের ভাববানীর বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সা(্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তি(কে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন(আর যদি কেহ এই ভাববানী গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন বৃ(হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন"।

তবে এটা কেমন উক্তি(যে যোহনের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর হতে আর কোনো ভাববাদী হবে না? যদি তা হয়, তাহলে যীশু কেন চাইবেন যে আমারা ভাক্ত(ভাববাদিগণ থেকে সাবধান হই? কেন পবিত্র আত্মা যোহনের মাধ্যমে বলবেন আত্মাসমূহ যাচাই করতে? এ সমস্ত কি অনেক বেশী সহজতর হবে না যদি আমরা জানি তাদের সবাইকে উপে(া করতে হবে যোহনের পরে যারা ঈশ্বর হতে বাক্যকলাপ প্রাপ্ত হয় বলে দাবি করে? কিন্তু সেটা ঈশ্বরের পরিকল্পনা নয়। যখন প্রয়োজন হয় তিনি নতুন সত্য প্রদান করেন, এবং তাঁর ইচ্ছে জ্ঞাত করেন, আর হৃদয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তি(তা সত্য কিনা তা দেখতে পরী(া করবে, ও পরে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ ও অনুসরণ করবে। অবশ্য শয়তানকেও কাজ করতে দেয়া হবে। তাকে তা করতে না দিলে ঈশ্বরকে সে নিরপে(নয় বলে অভিযুক্ত(করতে পারে।

পৌলের মাধ্যমে ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে পবিত্র আত্মা কিছু অতি গু(ত্বপূর্ণ এবং প্রায়শঃ উপে(া করা প্র্ন জিজ্ঞেস করেন। সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই কি পরাত্র(ম-কার্যকারী? সকলেই কি আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান পাইয়াছে? সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে? তারপরে তিনি বিবৃত করেন যে তিনি আমাদের প্রতি এক "আরও উৎকৃষ্ট পথ" দেখাবেন, এই বলে যে যদি আমাদের প্রেম না থাকে তাহলে অনুগ্রহ-দানসমূহ আমাদের কাছে লাভহীন। ১৪ অধ্যায়ে আমাদেরকে তিনি এই বলে এক ধাপ আগে যান "তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, আবার আত্মিক বর সকলের জন্য উদ্যোগী হও, বিশেষতঃ যেন ভাববাদী বলিতে পার।" অতএব হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা কহিতে বারণ করিও না। আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না। ভাববানী তুচ্ছ করিও না। সর্ব্ববিষয়ে পরী(া কর, যাহা ভাল তাহা ধরিয়া রাখ। ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৯-২১।

১৮৫৮ সালের বসন্ত কালে মার্কিন-যুক্ত(রাষ্ট্রের ওহায়োর লভেটস্ গ্রোভেতে এলেন হোয়াইটকে গ্রেট কন্ট্রোভার্সির (মহাবিবাদ) দর্শন দেয়া হয়। ১১ বছর পূর্বে এর অধিকাংশ তিনি দর্শনে দেখেছিলেন, তবে এবার তাকে তা লিখতে নির্দেশ দেয়া হয় যদিও তাকে বাধা দিতে শয়তান জোরালো প্রচেষ্টাসমূহ চালাবে। কিছু কিছু অংশ, বিশেষতঃ ৩০শ অধ্যায়, ১৮৪৭ সালে "লিটিল ফ্লক"এ, ১৮৫১ সালে "ত্রি(শ্চিয়ান এক্সপেরিয়েন্স এ্যন্ড ভিউস"এ ও ১৮৫৪ সালে "সাপ্লি-মেন্ট" পুস্তিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়। এর সমস্তটুকু পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত, এক দুর্বল অথচ ঈশ্বরভক্ত(নারীর দ্বারা লিখিত, ও ১৮৫৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। শয়তানও, যে জগৎকে বাইবেল-মুক্ত(

করার ও পরে তাকে বিকৃত সংস্করণগুলির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, এই পুস্তকখানিকে নষ্ট ও বিকৃত করার চেষ্টায় কার্যরত রয়েছে যেমন এটি ঈশ্বরের সন্তানের জন্যে সমগ্র জগতে দ্বিতীয় সবচেয়ে মূল্যবান পুস্তক। তবে ঈশ্বর তাঁর বাক্য রক্ষা করেছেন।

তেমন ব্যক্তিরা রয়েছে যারা প্রশ্ন করে যুদ্ধ, অপরাধ, অপবিত্র যৌনতা নিয়ে, আর হা, ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ নিয়ে কেন এত অধিক সমস্যাবলি। এসব প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তি পাওয়া যেতে পারে খৃষ্ট ও শয়তানের মধ্যে সেই মহা বিবাদ বুঝতে পারায় যা আমাদের মন মানবগণের কখনো কারো অস্তিত্ব থাকার পূর্ব হতে চলে আসছে।

পাঠক, আপনার ওপরে সদাপ্রভু তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট বরসমূহ প্রদান করণে যেমন আপনি সর্ব্ববিষয়ে পরীক্ষা করেন যা ঈশ্বরের বাক্য — বাইবেল দ্বারা এই পুস্তকে লিখিত হয়েছে।

---

* সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ঃ- সংক্ষিপ্ত জীবনী, মুখবন্ধ, শব্দ তালিকা ও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বাইবেল পদোল্লেখগুলি মূল পুস্তকে এলেন হোয়াইটের দ্বারা লিখিত হয় নি।

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	শয়তানের পতন	১
২য় অধ্যায়	মানবের পতন	৪
৩য় অধ্যায়	পরিত্রাণ পরিকল্পনা	৭
৪র্থ অধ্যায়	খৃষ্টের প্রথম আগমন	১২
৫র্ম অধ্যায়	খৃষ্টের পরিচর্যাকার্য	১৮
৬ষ্ট অধ্যায়	রূপান্তর	২২
৭ম অধ্যায়	খৃষ্টের সাথে বি(াসঘাতকতা	২৬
৮ম অধ্যায়	খৃষ্টের বিচার	৩১
৯ম অধ্যায়	খৃষ্টের ক্রু(শারোপণ	৩৯
১০ম অধ্যায়	খৃষ্টের পুন(থান	৪৭
১১তম অধ্যায়	খৃষ্টের স্বর্গারোহণ	৫৮
১২শ অধ্যায়	খৃষ্টের শিষ্যগণ	৬০
১৩শ অধ্যায়	স্তিফানের মৃত্যু	৬৭
১৪শ অধ্যায়	শৌলের মনপরিবর্তন	৭০
১৫শ অধ্যায়	যিহূদীরা পৌলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়	৭৩
১৬শ অধ্যায়	পৌল যিরূশালেম পরিদর্শন করেন	৭৮
১৭শ অধ্যায়	মহা ধর্মভ্রষ্টতা	৭৩
১৮শ অধ্যায়	অধর্মের নিগূঢ়তত্ব	৮৮
১৯শ অধ্যায়	দুর্দশায় অনন্ত জীবন নয়, মৃত্যু	৯৩
২০শ অধ্যায়	ধর্মসংস্কার	৯৯
২১শ অধ্যায়	মন্ডলী ও জগৎ মিলিত হয়	১০৪
২২শ অধ্যায়	উইলিয়াম মিলার	১০৮
২৩শ অধ্যায	প্রথম দূতের বার্তা	১১২
২৪শ অধ্যায়	দ্বিতীয় দূতের বার্তা	১১৯
২৫শ অধ্যায়	আগমনের আন্দোলন চিত্রিত হয়	১২২
২৬শ অধ্যায়	আরেকটি দৃষ্টান্ত	১২৯
২৭শ অধ্যায়	ধর্মধাম	১৩৫
২৮শ অধ্যায়	তৃতীয় দূতের বার্তা	১৩৯
২৯শ অধ্যায়	এক দৃঢ় মঞ্চ	১৪৫
৩০শ অধ্যায়	প্রেততত্ব	১৪৯
৩১শ অধ্যায়	লোভ	১৫৫
৩২শ অধ্যায়	বিচলিত হওন	১৫৯
৩৩শ অধ্যায়	বাবিলের পাপরাশি	১৬৫
৩৪শ অধ্যায়	উচ্চ রব (ঘোষণা)	১৬৯
৩৫শ অধ্যায়	তৃতীয় বার্তাটির সমাপ্তি	১৭২
৩৬শ অধ্যায়	যাকোবের সঙ্কটসময়	১৭৬
৩৭শ অধ্যায়	ধার্মিকগণের উদ্ধার	১৮০
৩৮শ অধ্যায়	সাধুগণের পুরস্কার	১৮৪
৩৯শ অধ্যায়	পৃথিবী জনশূন্য হয়	১৮৬
৪০শ অধ্যায়	দ্বিতীয় পুন(থান	১৮৯
৪১শ অধ্যায়	দ্বিতীয় মৃত্যু	১৯৩

শব্দ তালিকা

শব্দ	অর্থ	প্রথম প্রকাশ
যীশু খৃষ্ট	সেই তিন ব্যক্তি(র একজন যারা ঈশ্বর। জগতে ও বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন। ২০০০ বছরের কাছাকাছি পূর্বে তিনি এক মানব রূপে জন্মগ্রহণ করেন, যখন ৩৩ বছর বয়স ছিল তখন তাকে মেরে ফেলা হয়, পুন(খিত হন, ও এ(ণে আমাদের পরিত্রাণের জন্যে স্বর্গে কাজ করছেন। শীঘ্রই তিনি পৃথিবীতে আসবেন, এবং অনন্ত অনন্তকাল ধরে বিশ্বে সমস্ত কিছুর বিষয়ে তাকে প্রভুত্ব অর্পণ করা হবে।	পুস্তকের নাম
শয়তান	দিয়াবল। সে হচ্ছে সমস্ত মন্দের পিতা। তাকে সৃষ্টি করা হয় কখনো সৃষ্ট সবচেয়ে সুন্দর, সিদ্ধ অস্তিত্ব রূপে, কিন্তু সে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বর্তমানে মন্দ করা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে ঈশ্বরের দ্বারা অবশেষে বিনষ্ট হবে।	পুস্তকের নাম
সদাপ্রভু (প্রভু)	পিতা ঈশ্বর (যীশু খ্রীষ্ট)	
আমি দেখলাম, আমাকে দেখানো হয়	যখন গ্রন্থকার - এলেন হোয়াইট - এই দর্শনটি দেখেন, তার পাশ থেকে একজন দূত তাকে বিষয়সমূহ বলেন ও দেখান। তিনি লিপিবদ্ধ করেন বাস্তবে যা তিনি তার আপন চোখ দিয়ে দেখেন।	১ম অধ্যায়
ঈশ্বর	পিতা, পুত্র (যীশু খৃষ্ট), ও পবিত্র আত্মা। তিনজন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর।	১ম অধ্যায়
ঈশ্বরের পুত্র	যীশু খৃষ্ট	১ম অধ্যায়
ঈশ্বরের বাক্য	১। ঈশ্বর যে কিছু বলেন। ২। বাইবেল	২র অধ্যায় ১৮শ অধ্যায়
উদ্ধার করা	মানবজাতি প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত(ছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের পূর্বপু(ষেরা পাপ করে, এ(ণে আমরা সবাই শয়তানের অধিকারভুক্ত(। শয়তানের কাছ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে যীশুর কার্যের নাম।	৩র অধ্যায়
দূত	এলেন হোয়াইট যখন এই দর্শনটি দেখেন কার্যতঃ তার সঙ্গে থাকতে প্রেরিত দূত।	৩র অধ্যায়
বন্দিত্ব মোচন আগমন করা (মুক্তি(পণ)	পদাধিকার বলে এই পৃথিবীর উদ্দেশে যীশুর আগমন।প্রথমবারটি ছিল ২০০০ বছরের কাছাকাছি পূর্বে, আর দ্বিতীয়টি শীঘ্রই হবে।	৪র্থ অধ্যায়
ঈশ্বরের মেষশাবক	যীশু খৃষ্ট	৪র্থ অধ্যায়
যোহন	একজন ভাববাদী, যীশুর তুতো ভাই	৪র্থ অধ্যায়
অবগাহক	(মাসতুতো)। তিনি অনুতাপ ও অবগাহনের আহ্বান করেন।	
অবগাহন	একজন খৃষ্টান হতে জলের উপবিভাগের নীচে সম্পূর্ণ দেহের নিমজ্জন।	৪র্থ অধ্যায়
এলিয়	একজন ভাববাদী যাকে মৃত্যুবরণ ছাড়াই স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।	৪র্থ অধ্যায়
বলিদান	ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রদত্ত এক পশু নৈবেদ্য। তা ছাড়া, স্বয়ং যীশু খৃষ্ট।	৫ম অধ্যায়
তাঁর জাতি, ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ	১। প্রাচীন সময়কালে, ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেরা ২। বর্তমানে, যারা যীশুতেবিশ্বাস করে ও তাঁর ইচ্ছে পালন করে তাদের সবাই।	৫ম অধ্যায় ২১শে অধ্যায়
ঈশ্বরের পুস্তক	১। স্বর্গে 'জীবন-পুস্তক' যারা চিরকাল বেঁচে থাকবে তাদের সকলের নাম সেখানে লিখিত আছে। ২। বাইবেল	৬ষ্ঠ অধ্যায়
মীখায়েল	স্বর্গে সমস্ত দূতগণের নেতা।	৬ঠঅধ্যায়
রূ	মধ্যপ্রাচ্যে জন্মে তেমন এক বৃ(। পত্রসমূহ ঔষধের জন্যে ব্যবহৃত হয়।	৭ম অধ্যায়
ভ্রাতা, ভগ্নি	তাদের সবাই যারা যীশুতে বিশ্বাস করে ও তাঁর ইচ্ছে পালন করে!	৭ম অধ্যায়

শব্দ	অর্থ	প্রথম প্রকাশ
হোশান্না	ঈশ্বরের প্রশংসা কর।	৮ম অধ্যায়
শাব্বাত	বিশ্রামের দিন যা শুক্র(বার সূর্যাস্তে আরম্ভ হয় (বিশ্রামদিন) ও শনিবার সূর্যাস্তে শেষ হয়। আদিপুস্তক ২ঃ২,৩ দেখুন।	১০ম অধ্যায়
বার্তা	ঈশ্বরের কাছ থেকে যে বাক্যসমূহ আসে। তা ছাড়া ঐসব বাক্য প্রচার করার গতিবিধি।	১০ম অধ্যায়
স্বর্গারোহণ	স্বর্গে উত্থিত হওয়া। মৃত্যু বোঝায় না।	১১শ অধ্যায়
প্রেরিত	সমস্ত সময়ের বৃত্তির জন্যে যে লোকেরা সুসমাচার প্রচার করে। বিশেষতঃ যীশুর শিষ্যদের ও পৌলের প্রতি নির্দেশ করে।	১২শ অধ্যায়
মনুষ্যপুত্র	যীশু খৃষ্ট।	১৩শ অধ্যায়
পরজাতিগণ	যিহূদীদের চেয়ে অন্যান্যরা।	১৪শ অধ্যায়
পৌল	তার মনপরিবর্তনের পূর্বে তিনি 'শৌল্'রূপে জ্ঞাত ছিলেন। প্রেরিত ১৩ঃ৯ দেখুন।	১৫শ অধ্যায়
১৮৪৩,১৮৪৪	যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও জগতের শেষ এই বছরে শেষে হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, দানিয়েল ৮ঃ১৪ পদের সময়-বিষয়ক ভাববানী এ বছরেই সম্পূর্ণ হয়।	২৩শ অধ্যায়
মেষপালক	১। মন্ডলীসমূহে নেতাগণ, পালকগণ ও যাজকগণ। ২। যীশু খৃষ্ট।	
সাধুগণ (ধার্মিকেরা)	যেসব লোকেরা যথার্থতঃ অন্তর থেকে ঈশ্বরকে প্রেম করে ও তিনি যা বলেন তা পালন করে।	২৪শ অধ্যায়
ধর্মধাম	স্বর্গে সেই স্থানটির নাম যেখানে এক্ষণে যীশু আমাদের পরিত্রাণের জন্যে কাজ করছেন। তার এক প্রাঙ্গণ, পবিত্র স্থান (১ম ক্ষ) ও অতি পবিত্র স্থান (২য় ক্ষ) রয়েছে। মোশি যেটি তৈরী করেন তা স্বর্গেরাটির আদর্শে করা হয়। তাকে 'তাম্বু' ও 'মন্দির' ও বলা হয়।	২৫শ অধ্যায়
প্রায়শ্চিত্ত করা	তাঁর আপন রক্তের গুণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবগণেকে যোগ্য করার এই কাজটি সম্পাদন করেন।	২৫শ অধ্যায়
সিয়োন	১। এক্ষণে স্বর্গে নগরীটির জন্যে এক নাম। ২। যারা ঈশ্বরের অনুসরণ করে সেই লোক দলের নাম।	২৬শ অধ্যায়
নতুন যিরূশালেম	এক্ষণে স্বর্গে থাকা সেই নগরীটির নাম যা ঈশ্বর ও দূতগণের আবাস। এই নগরীটি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবে ও এখানে চিরকাল থাকবে।	২৭শ অধ্যায়
করূব	দূতগণের উচ্চপদস্থ শ্রেণী।	২৭শ অধ্যায়
মধ্যস্থতা	যীশু অপরাধী পাপীগণ ও সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের মাঝে দাঁড়ান। একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি রূপে আমাদের পরিত্রাণের জন্যে যীশু এই কার্য সম্পাদন করেন।	২৭শ অধ্যায়
পশু	এক বৃহৎ লোকসমষ্টির জন্যে নাম যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। প্রকাশিত বাক্য ১৩ দেখুন।	২৮শ অধ্যায়
যিহোবা	পিতা ঈশ্বরের একটি নাম। সদাপ্রভু	২৮শ অধ্যায়
কনান	সেই দেশটির নাম যা ইস্রায়েলদের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত হয়। স্বর্গ চিত্রিত করে। আদিপুস্তক ১২ঃ ৫ দেখুন।	২৮শ অধ্যায়
পঞ্চাশেত্তমীর দিন	ইস্রায়েলের জন্যে ঈশ্বরের এক ধর্মোৎসব। লেবীয় ২৩ঃ১৫,১৬ এবং প্রেরিত ২য় অধ্যায় দেখুন।	২৯শ অধ্যায়
'এ্যাড্ভেন্টিষ্ট'	সেই লোকদের নাম যারা বিশ্বাস করে যে যীশু আবার পৃথিবীতে আসছেন। তাছাড়া সেই দলটির নাম।	২৯শ অধ্যায়
লায়দিকেয়া	প্রকাশিত বাক্য ২ ও ৩ অধ্যায়ে সাতটি মন্ডলীর তালিকায় শেষটির নাম। এই দলটি মনে করে তারা ধনবান্ ও আধ্যাত্মিকভাবে কোনো কিছুর অভাব তাদের নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত।	৩২শ অধ্যায়
উত্তর বর্ষা	তাঁর পৃথিবীতে ফিরে আসার ঠিক পূর্বে যীশুর জন্যে লোকদেরকে প্রস্তুত করতে প্রচুররূপে পবিত্র আত্মার বর্ষণ। যোয়েল ২ঃ২৩ ও প্রেরিত ৩ঃ১৯ দেখুন।	৩২শ অধ্যায়
যোবেল	মুক্তির বছর। প্রত্যেক্ক ৫০ বছরে ইস্রায়েল আসল মালিককে সবকিছু ফিরিয়ে দেয়। এই বছরে কোনো কৃষিকার্যও সম্পাদিত হয় না। লেবীয় ২৫ঃ১০ দেখুন।	৩১শ অধ্যায়

১ম অধ্যায়

শয়তানের পতন

সদাপ্রভু আমাকে দেখিয়েছেন যে স্বর্গে শয়তান একদা এক সম্মান্বিত দূত ছিলেন, মর্যাদায় যিনি যীশু খৃষ্টের অব্যবহিত পরে ছিলেন। তার মুখমন্ডল ছিল কোমল, অন্যান্য দূতগণের মতন সন্তোষ-প্রকাশক। তার ললাট ছিল উন্নত ও প্রশস্ত, ও তা মহান জ্ঞান দর্শায়। তার বাহ্যিক অবয়ব ছিল নিখুঁত। তার আদর্শোচিত, গরিমা-প্রকাশক আচরণ ছিল। আর আমি দেখি যে যখন ঈশ্বের তাঁর পুত্রের উদ্দেশে বলেন, আইস আমাদের প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য নির্মাণ করি, শয়তান যীশুর বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়। মনুষ্যের নির্মাণ সম্পর্কে তার পরামর্শ নেয়া হোক সেটা সে চায়। সে হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হয়, স্বর্গে সে সর্বোচ্চ, ঈশ্বে রের ঠিক পরেই হতে, এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা-সম্মান পেতে ইচ্ছে করে। এ সময় পর্যন্ত সমগ্র স্বর্গ শৃঙ্খলাপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ ও ঈশ্বেরের শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ অধীনতায় ছিল।

ঈশ্বেরের শাসনব্যবস্থার ও ঈশ্বেরের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করা ছিল সর্বোচ্চ পাপ। সমগ্র স্বর্গ উত্তেজনায় মনে হয়। তাদের নেতৃত্বে সর্বোচ্চ (মতাসম্পন্ন এক দূত নিয়ে দূতগণ দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ হয়। সমস্ত দূতগণ উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। শয়তান ঈশ্বেরের শাসনের বি(দ্ধে পরো(ভাবে ইঙ্গিত করে, আপনাকে উন্নত করতে উচ্চাকাঙ্খী, এবং যীশুর কর্তৃত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে অনিচ্ছুক হয়। দূতগণের কতকজন শয়তানের সঙ্গে তার বিদ্রোহে সহানুভূতিশীল হয়, আর অন্যেরা তাঁর পুত্রের উদ্দেশে কর্তৃত্ব প্রদানে ঈশ্বেরের মর্যাদা ও বিজ্ঞতার জন্যে জোরালোভাবে প্রতিযোগিতা করে। আর দূতগণের মধ্যে বিবাদ হয়। শয়তান ও তার অভিভূতেরা, যারা ঈশ্বেরের শাসনব্যবস্থা সংস্কার করার প্রতিযোগিতা করছিল, যীশুকে উন্নত করায় ও তাঁকে এরূপ অসীম (মতা ও কর্তৃত্ব দ্বারা ভূষিত করায় তাঁর অভিপ্রায় নির্ণয় করতে তাঁর অগাধ জ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করার ইচ্ছে করে। তারা ঈশ্বেরের পুত্রের কর্তৃত্বের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করে। আর তাদের (তদন্তের) বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হতে সমস্ত দূতগণকে পিতার সা(াতে আবির্ভূত হতে ডেকে পাঠানো হয়, আর এটা নিষ্পত্তি হয় যে শয়তানকে স্বর্গ হতে বহিস্কৃত করা হবে আর যে দুতগণ যারা শয়তানের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দেয় তাদের সকলকে, তার সঙ্গে বহিস্কার করা হবে। তখন স্বর্গে যুদ্ধ হয়। দূতগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, শয়তান ঈশ্বেরের পুত্রকে এবং যারা তাঁর ইচ্ছের প্রতি বাধ্য ছিলেন তাদেরকে জয় করার ইচ্ছে করে। তবে ধার্মিক ও বিশ্বস্ত দূতগণ জয়ী হন, আর শয়তান, তার অনুগামীদের সঙ্গে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়।

তার সঙ্গে যারা পতিত হয় তাদের নিয়ে শয়তানের স্বর্গ হতে বহির্ভূত হবার পরে, সে বুঝতে পারে যে সে চিরকালের জন্যে স্বর্গের সকল নির্মলতা ও গৌরব হারিয়েছিল। তখন সে অনুতাপ করে এবং পুনরায় স্বর্গে পূর্বপদে বহাল হতে চান। সে তার আপনার স্থান, যে কোনো স্থান নিতে ইচ্ছুক ছিল যা তাকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু না, স্বর্গকে অবশ্যই বিপদে স্থাপন করা হবে না। তাকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয় সমগ্র স্বর্গ বিকৃত হতে পারে, কারণ তার সঙ্গে পাপের উৎপত্তি হয়, আর বিদ্রোহের বীজ তার মধ্যে ছিল। শয়তান অনুগামীগণ প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা যারা তার বিদ্রোহে তার সঙ্গে সহানুভূতি করে। সে ও তার অনুগামীরা অনুতাপ করে, রোদন করে এবং ঈশ্বেরের অনুগ্রহেতে ফিরিয়ে নিতে মিনতি করে। কিন্তু না, তাদের পাপ, তাদের বিদ্বেষ, তাদের হিংসা ও ঈর্ষা, এতই প্রবল ছিল যে যা ঈশ্বের মুছে ফেলতে পারতেন না। তার অন্তিম শাস্তি প্রাপ্ত হতে তাকে অবশ্যই থাকতে হবে।

যখন শয়তান সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয় যে ঈশ্বেরের সঙ্গে অনুগ্রহে পুনরায় তাকে আনবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন তার দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তার দূতগণের সঙ্গে সে পরামর্শ করে। আর তখন ঈশ্বেরের শাসনের বি(দ্ধে কাজ নিশ্চল করতে এক পরিকল্পনা রাখা হয়। যখন আদম ও হবাকে সুন্দর উদ্যানে স্থাপন করা হয়, তাদের বিনষ্ট করতে শয়তান পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত করছিল। এবং দুষ্ট দূতগণের সঙ্গে এক মন্ত্রণা চালানো হয়। কোনো উপায়ে এই সুখী দম্পতিকে তাদের সুখ থেকে বঞ্চিত করা যেত না যদি তারা ঈশ্বেরের বাধ্য থাকতেন। শয়তান তাদের উপরে তার (মতা প্রয়োগ করতে পারতো না যদি না প্রথমে তারা ঈশ্বেরের অবাধ্য হন, ও তাঁর অনুগ্রহ হারান। তাদের কিছু পরিকল্পনা আবিস্কার করতে হবে তাদেরকে অবাধ্যতায় চালিত করতে যাতে তারা ঈশ্বেরের ভ্রুকুটি নিজের উপরে আনতে পারে আর শয়তান ও তার দূতগণের আরো প্রত্য(প্রভাবের অধীনে আনা যেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে শয়তান আরেক আকার গ্রহণ করবে, ও মানবের জন্য এক হিত প্রকাশ করবে। তাকে অবশ্যই ঈশ্বেরের সত্যবাদিতার বি(দ্ধে পরো(ইঙ্গিত করতে হবে, সন্দেহ সৃষ্টি করতে হবে, ঈশ্বের ঠিক তাই সংকল্প করেন কি না যা তিনি বলেন, পরে, তাদের কৌতুহল উত্তেজিত করতে হবে, ঈশ্বেরের সেই অগাধ পরিকল্পনাসমুহে উঁকি মারতে, যার বিষয়ে শয়তান দোষী ছিল, এবং জ্ঞানদায়ক বৃ(ের সম্পর্কে তাঁর সীমাবন্ধনগুলির কারণের উদ্দ্যেশে তর্ক করতে তাদেরকে চালিত করতে হবে।

যিশাইয় ১৪ঃ ১২-২০(যিহিস্কেল ২৮ঃ ১-১৯(প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ ৭-৯ দেখুন।

২য় অধ্যায়

মানবের পতন

আমি দেখি যে পবিত্র দূতগণ প্রায়শঃ উদ্যানটি পরিদর্শন করেন এবং তাদের নিয়মিত কাজ সম্পর্কে আদম ও হবাকে নির্দেশ দেন, আর শয়তানের বিদ্রোহ ও তার পতন সম্পর্কেও তাদেরকে শেখান। দূতগণ তাদেরকে শয়তানের বিষয়ে সতর্ক করেন, এবং তাদের নিয়মিত কার্যে একজন অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হতে তাদেরকে সাবধান করেন। কারণ তারা পতিত শত্রুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসতে পারেন। ঈশ্বের তাদেরকে যে উপদেশাদি দিয়েছিলেন সেগুলি মনোযোগের সঙ্গে পালন করতে দূতগণ তাদের ওপরে নির্দেশ দেন। কারণ সম্পূর্ণ আনুগত্যে তারা নিরাপদ থাকবেন। আর যদি তারা আজ্ঞাবহ থাকেন, এই পতিত শত্রু তাদের ওপরে কোনো (মতা রাখতে পারবে না।

তাকে আজ্ঞালঙ্ঘন, অবাধ্য করাতে হবাকে নিয়ে শয়তান তার কাজ আরম্ভ করে। সে প্রথমে ভুল করে তার স্বামীর কাছ থেকে বিপথে যাওয়ায় পরে, নিষিদ্ধ বৃ(র চারপাশে বিলম্ব করায়, আর পরে প্রলোভনকারীর কণ্ঠের প্রতি শ্রবণ করায়, আর এমন কি ঈশ্বের যা বলেছিলেন তাতে সন্দেহ করতে সাহস করায় — যেদিন তুমি তা খাবে তুমি অবশ্যই মরবে। তিনি ভাবেন, সদাপ্রভু ঠিক যেমনটি বলেছিলেন হয়তো তেমনটি বোঝায় না তিনি অবাধ্য হবার ঝুঁকি নেন। তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, ফলটি নেন, ও খান। দৃষ্টির উদ্দেশে তা প্রীতিকর ছিল, ও স্বাদেতে মনোরম ছিল। তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ঈশ্বের তাদের কাছ থেকে তা ধরে রেখেছিলেন যা প্রকৃতপ(তাদের ভালর জন্যে ছিল। তিনি তার স্বামীর উদ্দেশে তা দিতে চেয়ে, তদ্বারা তাকে প্রলোভিত করেন। সর্প যা বলেছিল তিনি আদমের কাছে সবটুকু বর্ণনা করেন ও তার বিস্ময় ব্যক্ত(করেন যে তার কথা বলার (মতা ছিল।

আমি দেখি আদমের মুখমন্ডলে এক বিষন্নতা আসে। তাকে ভীত ও বিস্মিত দেখায়। তার মনে এক দ্বন্দ্ব চলছিল বলে মনে হয়। তার নিশ্চিতরূপে মনে হয় যে এই সেই শত্রু যার বি(দ্ধে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল ও যে তার স্ত্রীকে অবশ্যই মরতে হবে। তাদের অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হতে হবে। হবার জন্যে তার ভালবাসা প্রবল ছিল। আর অত্যন্ত নিরাশায় তিনি তার ভাগ্যের অংশী হতে সংকল্প নেন। তিনি ফলটি ধরেন আর তাড়াতাড়ি তা খেয়ে ফেলেন। তখন শয়তান উল্লসিত হয়। সে স্বর্গে বিদ্রোহ করেছিল ও যারা তাকে ভালবাসে তাদের সহানুভূতি পায়, যারা তার বিদ্রোহে তার অনুগামী হয়। সে পতিত হয়, ও তার সঙ্গে অন্যদের পতন ঘটায়। আর এ(ণে সে ঈশ্বেরে অবিশ্বাস করতে, তাঁর বিজ্ঞতায় প্র(করতে, এবং তাঁর সর্বজ্ঞানী পরিকল্পনাসমূহের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে, নারীকে প্রলোভিত করে। শয়তান জানতো নারী একাকী পতিত হবে না। আদম, হবার প্রতি তার ভালবাসার মাধ্যমে ঈশ্বেরের আজ্ঞার অবাধ্য হন ও তার সঙ্গে পতিত হন।

মানবের পতনের সংবাদ স্বর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক বীণা নিস্তব্ধ হয়, দুঃখে দূতগণ তাদের মস্তক থেকে মুকুট নি(প করেন। সমগ্র স্বর্গ উদ্বেগময় হয়। দোষী দম্পতির প্রতি অবশ্যই কি করা যায় তা স্থির করতে এক মন্ত্রণাসভা করা হয়। দূতগণের ভয় হয় যে তারা হাত বাড়াবে, ও জীবন-বৃ(র ফল খাবে ও অমর পাপী হবে। কিন্তু ঈশ্বের বলেন যে তিনি আজ্ঞালঙ্ঘনকারীদেরকে উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেবেন। জীবন-বৃ(র রাস্তা পাহারা দিতে তৎ(ণাৎ দূতগণকে নিয়োগ করা হয়। শয়তানের সুচিন্তিত পরিকল্পনা চলে এসেছিল যে আদম ও হবা ঈশ্বেরের অবাধ্য হবে, তাঁর ভ্রূকুটি প্রাপ্ত হবে, আর তারপরে জীবন-বৃ(র ফল খেতে চালিত হবে, যেন তারা চিরকাল পাপে ও অবাধ্যতায় বেঁচে থাকতে পারে। আর এভাবে পাপ অমরত্ব লাভ করবে। কিন্তু উদ্যান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে পবিত্র দূতগণকে প্রেরণ করা হয়, যখন আরেক দূতের দলকে জীবন-বৃ(র পথ চৌকি দিতে নিয়োগ করা হয়। এই প্রবলপ্রতাপ দূতগনের প্রত্যেকের হাতে কিছু আছে বলে মনে হয়, যা এক উজ্জ্বল তরবারির মতন দেখায়।

অতঃপর শয়তান বিজয়ী হয়। তার পতনের দ্বারা অন্যদেরকে সে দুর্দশাভোগী করায়। তাকে স্বর্গ থেকে বহির্ভূত করা হয়। তাদেরকে নন্দনকানন থেকে।

আদিপুস্ত ৩ অধ্যায় দেখুন।

৩য় অধ্যায়

পরিত্রাণ পরিকল্পনা

দুঃখ স্বর্গ পূর্ণ করে, যেন এটা উপলব্ধি হয় যে মানব অধিকারভ্রষ্ট হয়েছে, আর যে জগৎ ঈ(ের সৃষ্টি করেন তা সেই মনুষ্যদের দ্বারা পূর্ণ হবে যারা দূর্বিপাক, ব্যাধি ও মৃত্যুর দ্বারা দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, আর অপরাধীর জন্যে কোনো পলায়ন করার পথ নেই। আদমের সমগ্র পরিবারকে অবশ্যই মরতে হবে। আমি লাবন্যময় যীশুকে দেখলাম ও তাঁর মুখমন্ডলে এক সহানুভূতি ও দুঃখের ভাব দেখলাম। শীঘ্রই আমি তাঁকে সেই অতিশয় উজ্জ্বল আলোকের নিকটে আসতে দেখি যা পিতার সিংহাসন আচ্ছাদন করে। আমায় সঙ্গ দেয়া দূত বলেন, তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে মনোযোগী কথোপকথনে রত। দূতগণের উৎকণ্ঠা প্রগাঢ় মনে হয় যখন যীশু তাঁর পিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করছিলেন। তিন তিন বার তিনি পিতার চতুর্দিকের মহিমাময় আলোকের দ্বারা আচ্ছাদিত হন। আর তৃতীয় বার তিনি পিতার কাছ থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর চেহারাটি দেখা যেত। তাঁর মুখমন্ডল প্রশান্ত, সকল হতবুদ্ধিতা ও অসুবিধে থেকে মুক্ত(ছিল, ও এমন বদান্যতা ও লাবন্যে ঝিকমিক করে, যার কারণ প্রকাশ করা যায় না। তিনি তখন দূতসম্পর্কিত বাহিনীকে জ্ঞাত করেন যে অধিকারভ্রষ্ট মানবের জন্যে বিপদ অতিত্র(মের এক উপায় করা হয়েছে। তিনি তাদেরকে বলেন যে তিনি তাঁর পিতার সাথে প(সর্মথনে বাদানুবাদ করে আসছিলেন, আর এক মুক্তি(পণরূপে আপনাকে দেবার ও আপনার উপরে মৃত্যুর দন্ডাদেশ নেবার প্রস্তাব করেছিলেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে মনুষ্য (মা পেতে পারে। যেন তাঁর রক্তে(র গুণের ও ঈ(রের ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতার মাধ্যমে, তারা ঈ(রের অনুগ্রহ পেতে পারে, এবং সুন্দর উদ্যানে আনিত হতে, ও জীবন-বৃ(র ফল খেতে পারে।

প্রথমে দূতগণ আনন্দ বোধ করতে পারেন না, কারণ তাদের অধিনায়ক তাদের কাছে থেকে কিছুই লুকোন নি, কিন্তু তাদের সা(াতে পরিত্রাণ পরিকল্পনা উন্মুক্ত(করেন। যীশু তাদেরকে বলেন যে তিনি তাঁর পিতার রোষ ও অপরাধী মনুষ্যের মধ্যে দাঁড়াবেন, যাতে তিনি অপরাধ ও অবজ্ঞা বহন করবেন, আর কেবল অল্পজনেই তাঁকে ঈ(রের পুত্ররূপে গ্রহণ করবে। প্রায় সবাই তাঁকে ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি তাঁর সমস্ত মহিমা স্বর্গে পরিত্যাগ করবেন ও এক মনুষ্য রূপে পৃথিবীর ওপরে আবির্ভূত হবেন, এক মনুষ্যের ন্যায় আপনাকে অবনত করবেন, তাঁর আপন অভিজ্ঞতা দ্বারা সেই বিবিধ প্রলোভনের সঙ্গে পরিচিত হবেন যদ্বারা মানব বেষ্টিত হবে, যাতে তিনি জানতে পারেন কি করে তাদেরকে উদ্ধার (সাহায্য) করা যায় যারা প্রলোভিত হবে, আর যাতে অবশেষে এক শি(করূপে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদিত হবার পরে তিনি মানুষ্যদের হাতে সমর্পিত হবেন, ও প্রায় প্রতিটি নিষ্ঠুরতা ও দুঃখকষ্ট সহ্য করবেন যা শয়তান ও তার দূতেরা আরোপ করতে দুষ্ট লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করবে(যে তিনি মৃত্যুসমূহের নিষ্ঠুরতমটি মরবেন, এক দোষী পাপী রূপে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলবেন(যে তিনি মৃত্যু যন্ত্রণার ভীষণ প্রহরগুলি ভোগ করবেন, যার উপরে এমনকি দূতগণও তাকাতে পারতেন না, কিন্তু সে দৃশ্য থেকে তাদের মুখ আচ্ছাদন করবেন। শুধু দেহের যন্ত্রণাই তিনি ভোগ করবেন না(কিন্তু যে মানসিক যন্ত্রনা, যার সঙ্গে দৈহিক কষ্টভোগ কোনোভাবে তুলনা করা যেত না। সমগ্র জগতের পাপরাশির ভার তাঁর ওপরে হবে। তিনি তাদেরকে বলেন তিনি মরবেন ও তৃতীয় দিনে আবার উত্থিত হবেন, ও একগুঁয়ে, অপরাধী মনুষ্যের জন্যে মধ্যস্থতা করতে তাঁর পিতার কাছে স্বর্গারোহণ করবেন।

দূতগণ নিজেরা তাঁর সা(াতে প্রণিপাত করেন। তারা তাদের জীবন দেবার প্রস্তাব করেন। যীশু তাদের উদ্দেশে বলেন যে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা তিনি অনেকজনকে র(া করবেন(যে কোনো দূতের জীবন ঋণ (পাপ) পরিশোধ করতে পারে না। মনুষ্যের মুক্তি(পণের জন্যে শুধু তাঁর জীবনই তাঁর পিতার সম্বন্ধে মান্যতা পেতে পারে।

তাদেরকে যীশু এও বলেন যে তাদের এক ভূমিকা পালন করার রয়েছে, তাঁর সঙ্গে থাকার, ও বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সবল করার। এ নিমিত্ত যে তিনি মানবের পতিত প্রকৃতি গ্রহণ করবেন, আর তাঁর সামর্থ এমন কি তাদের সমরূপ হবে না। আর তাদেরকে তাঁর অবমাননার ও মহা দুঃখভোগসমূহের সা(ী হতে হবে। আর যেমন তারা তার দুঃখকষ্ট এবং তাঁর প্রতি মনুষ্যদের ঘৃণা প্রত্য(করবেন, তারা গভীরতম আবেগ-উচ্ছাসের দ্বারা উত্তেজিত হবেন, আর তাঁর জন্যে তাদের ভালবাসার মাধ্যমে তাঁর হত্যাকারীদের থেকে তাঁকে র(া, ও উদ্ধার করার ইচ্ছে করবেন(কিন্তু তারা যা দেখবেন তার কিছু নিবারণ করতে অবশ্যই তারা বাধাসরূপ হবেন না(আর যে তাঁর পুন(খানে তারা এক ভূমিকা পালন করবেন(যে পরিত্রাণের পরিকল্পনার অভিসন্ধি হয়েছিল, আর তাঁর পিতা পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছিলেন।

এক পবিত্র বিষন্নতা নিয়ে যীশু দূতগণকে সান্তনা ও উৎসাহ দেন, এবং তাদেরকে জ্ঞাত করেন যে এরপরে যাদেরকে তিনি মুক্ত(করবেন তারা তাঁর সঙ্গে হবে, আর সদা তাঁর সঙ্গে বাস করবে(এবং যে তাঁর মৃত্যুর দ্বারা তিনি অনেককে বন্দিদশা থেকে মুক্ত(করবেন, ও তাকে বিনষ্ট করবেন যার মৃত্যুর (মতা ছিল। আর তাঁর পিতা তাঁকে রাজ্য, ও সমগ্র আকাশের নীচে রাজ্যের মহানতা দেবেন, আর অনন্ত অনন্ত কাল ধরে তিনি তা অধিকারে রাখবেন। শয়তান ও পাপীগণ বিনষ্ট হবে, আর কখনো স্বর্গ কিম্বা বিশুদ্ধিকৃত নতুন পৃথিবীকে বিরক্ত(করবে না। যীশু স্বর্গীয় বাহিনীকে সেই পরিকল্পায় সন্তুষ্ট হতে নির্দেশ দেন যা পিতা গ্রহণ করেন, ও আনন্দ প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন যে পতিত মানব তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে ঈ(রের সঙ্গে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে ও স্বর্গ উপভোগ করতে আবার উন্নত হতে পারতো।

তখন আনন্দ, অব্যক্ত(আনন্দ, স্বর্গ পূর্ণ করে আর স্বর্গীয় বাহিনী প্রশংসা ও ভক্তি(-আরাধনার এক গীত গান করেন। তারা তাদের বীণা স্পর্শ করেন ও পূর্বে যেমন করেছিলেন তার চেয়ে উচ্চতর এক সুরে গান করেন, এক বিদ্রোহীদের জাতির জন্যে মরতে তাঁর অতি

প্রিয়পাত্রকে উৎসর্গ করতে ঈশ্বরের মহা ক(ণা ও অধস্তন ব্যক্তি(দের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ ভাবের জন্যে। প্রশংসা ও ভক্তি(-আরাধনা যীশুর আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের জন্যে নিঃশেষ করা হয়, যে তিনি তাঁর পিতার ব(ছাড়তে সম্মতি প্রকাশ করবেন, ও এমন এক জীবন বেছে নেবেন যা হচ্ছে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রনাময়, ও অপরকে জীবন দিতে এক অসম্মানজনক মৃত্যু বরণ করবেন।

দূত বলেন, তোমরা কি ভাব যে কোনো দ্বন্দ্ব ছাড়াই পিতা তাঁর অতি প্রিয় পুত্রকে অর্পণ করেছেন? না, না। এমন কি স্বর্গের ঈশ্বরের সঙ্গে এটা এক দ্বন্দ্ব ছিল, দোষী মানবকে বিনষ্ট হতে দেয়া হবে, কিম্বা তাদের জন্যে তাঁর প্রিয় পুত্রকে মরতে দেয়া হবে কি না। দূতগণ মানবের পরিত্রাণে এতই সং(-ষ্ট ছিলেন যে তাদের মধ্যে তারা ছিলেন যারা তাদের গৌরব বির্সজন দেবেন, এবং বিনাশোদ্যত মনুষ্যের জন্যে তাদের জীবন দেবেন। তবে, আমার সহচর হওয়া দূত বলেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। সত্য- লঙ্ঘন এতই গু(ত্বপূর্ণ ছিল যে কোনো দূতের জীবন ঋণ শোধ করবে না। কিছু নয় শুধু তাঁর পুত্রের মৃত্যু ও মধ্যস্থতা ঋণ পরিশোধ করবে, ও অধিকারভ্রষ্ট মানবকে আশাহীন দুঃখ ও দুর্দশা থেকে র(া করবে।

তবে মহিমা থেকে সবলকারী মলম নিয়ে ওঠা ও নামা করতে, তাঁর দুর্দশাভোগে ঈশ্বরের পুত্রকে যন্ত্রণার উপশম দিতে, ও তাঁর প্রতি প্রয়োগ করতে দূতগণের কার্য তাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়। তা ছাড়া, তাদের কাজ হবে অনুগ্রহের প্রজাগণকে মন্দ দূতগণ থেকে এবং শয়তানের দ্বারা তাদের চর্তুদিকে নি(প করা অন্ধকার থেকে র(া করা ও তত্ত্বাবধান করা। আমি দেখি যে হারিয়ে যাওয়া, বিনষ্ট হতে উদ্যত মনুষ্যকে র(া করতে তাঁর ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা ঈশ্বরের প(অসম্ভব ছিল(তাই তিনি মনুষ্যের সত্যলঙঘনের জন্যে তাঁর প্রিয় পুত্রকে মরতে অনুমতি দেন।

শয়তান আবার তার দূতগণ নিয়ে আনন্দিত হয় যে সে মানবের পতন ঘটিয়ে ঈশ্বরের পুত্রকে তাঁর উন্নত পদ থেকে উৎপাটন করতে পারতো। তার দূতগণের উদ্দেশে সে বলে যে যখন যীশু পতিত মানবের প্রকৃতি গ্রহণ করবেন, সে তাকে পরাভূত করবে এবং পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পাদন করতে বাধা দিতে পারবে।

তখন আমাকে দেখানো হয় শয়তানকে যেমনটি সে ছিল, এক সুখী, উন্নত দূত। তারপর আমাকে দেখানো হয় সে এ(ণে যেমনটি রয়েছে। সে এখনো এক রাজোচিত বাহ্যিক অবয়ব ধারণ করে। তার মুখাবয়ব এখনো মর্যাদাসম্পন্ন, কারণ সে একজন দূত যে পতিত। তবে তার মুখমন্ডল দ্বেষ, ঘৃণা, দুষ্টতা, প্রতারণা ও মন্দে পূর্ণ। একদা সম্ভ্রান্ত সেই ভ্রূ আমি বিশেষভাবে ল(্য করি। তার কপাল তার চোখদুটি থেকে আরম্ভ হয়ে পেছনে হটে গেছে। আমি দেখি যে সে আপনাকে এমন দীর্ঘকাল হেয় করেছিল যে প্রতিটি উত্তম বৈশিষ্ট অবনত হয়, ও প্রতিটি মন্দ বৈশিষ্ট বিকশিত হয়। তার চোখদুটি ছিল চতুর, শঠ ও তা মহা বিচ(ণতা দর্শায়। তার গঠন ছিল দীর্ঘ তবে তার হস্তদ্বয় ও মুখের চতুর্দিকে মাংস শিথিলভাবে ঝুলছিল। যেমন আমি তাকে দেখি, তার বাম হস্তের ওপরে তার চিবুক অবলম্বন করছিল। তাকে গভীর চিন্তায় মনে হয়। এক মৃদু হাসি, তার মুখমন্ডলের ওপরে ছিল তা এতই মন্দ ও পৈচাশিক শঠতার পূর্ণ, যা আমাকে কম্পমান করেছিল। এই মুচকি হাসিটি হচ্ছে তা যা সে ধারণ করে ঠিক তার পূর্বে যখন সে তার বলি নিশ্চিত করে ও যেমন সে বলিকে তার ফাঁদে আবদ্ধ করে এই মৃদু হাসিটি ভয়ানক হয়ে ওঠে।

যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় দেখুন।

৪র্থ অধ্যায়

খৃষ্টের প্রথম আগমন

তারপরে আমি নীত হই সময় ধরে সেই (ণে যখন যীশু আপনার ওপরে মানবের প্রকৃতি ধারণ করেন, আপনাকে এক মানবের ন্যায় অবনত করেন, ও শয়তানের প্রলোভনগুলি বরদাস্ত করেন।

তাঁর জন্ম ছিল জাগতিক আড়ম্বরহীন। তিনি এক পশুশালায় জন্মান, এক যাবপাত্রে শায়িত হন(তথাপি তাঁর জন্ম মনুষ্যদের কোনো সন্তানদের কারো চেয়ে অনেক অধিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ হয়। স্বর্গ থেকে দূতগণেরা মেষপালকদের কাছে যীশুর জন্ম প্রকাশ করেন, যখন ঈশ্বের হতে আলোক ও মহিমা তাঁদের সা(্যের সঙ্গে থাকে। স্বর্গীয় বাহিনী তাদের বীণা স্পর্শ করেন ও ঈশ্বেরের গৌরব করেন। মুক্তি(র কার্য সম্পাদন করতে এক পতিত জগতে ঈশ্বেরের পুত্রের আগমন আর তাঁর মৃত্যুর দ্বারা মনুষ্যের প্রতি শান্তি, সুখ ও চিরস্থায়ী জীবন আনয়ন, তারা আনন্দপ্রকাশের সঙ্গে ঘোষণা করেন। ঈশ্বের তাঁর পুত্রের আগমন সম্মানিত করেন। দূতগণ তাঁর আরাধনা করেন।

স্বর্গের দূতগণ তাঁর অবগাহনের দৃশ্যের ওপরে ঘোরাফেরা করেন, আর পবিত্র আত্মা এক কপোতের আকারের অবরোহণ করেন, ও তাঁর ওপরে অবতরণ করেন, আর লোকেরা যেমন ভীষনভাবে বিস্মিত হয়ে, তাঁর ওপরে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই বলে স্বর্গ থেকে পিতার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।

যোহন নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি ছিলেন ত্রাণকর্তা যিনি তার দ্বারা অবগাহিত হতে আসেন। তবে ঈশ্বের তাকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদ্বারা তিনি ঈশ্বেরের মেষশাবককে চিনবেন। চিহ্(টি দেয়া হয় যেমন স্বর্গীয় কপোতটি যীশুর ওপরে স্থিতি করে, এবং তাঁর চতুর্দিকে ঈশ্বেরের মহিমা প্রকাশিত হয়। যোহন তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে যীশুর প্রতি নির্দেশ করেন আর এক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এই দেখ ঈশ্বেরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপভার নিয়ে যান।

যোহন তার শিষ্যদেরকে জ্ঞাত করেন যে যীশু ছিলেন প্রতিজ্ঞাত মশীহ, জগতের ত্রাণকর্তা। যেমন তার কার্য শেষ হচ্ছিল, যীশুর ওপরে নির্ভর করতে ও তাঁকে মহান শি(াগু(রূপে অনুসরণ করতে তিনি তার শিষ্যদেরকে শেখান। যোহনের জীবন ছিল আমোদ-আনন্দহীন। তা ছিল দুঃখপূর্ণ ও আত্মত্যাগের। তিনি খৃষ্টের প্রথম আগমন ঘোষণা করেন, আর তদপশ্চাৎ চিহ্(কার্যগুলি স্বচ(ে দেখতে ও তার দ্বারা প্রকাশ করা (মতার আনন্দ অনুভব করতে অনুমতি পান নি। তিনি জানতেন যে যীশু যখন একজন শি(ক রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাকে অবশ্যই মরতে হবে। প্রান্তরে ছাড়া তার কণ্ঠ কদাচিৎ শোনা যেত। তার জীবন ছিল নিঃসঙ্গ। তাদের সংসর্গ উপভোগ করতে পিতার পরিবারের প্রতি তিনি দৃঢ়-সংলগ্ন ছিলেন না(কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার অভিপ্রায়ে তাদেরকে ত্যাগ করেন। অদ্ভুত, অসাধারণ ভাববাদীর বাক্যসমুহ শুনতে অপার জনতা কর্মময় নগর ও গ্রামগুলির ছাড়ে, ও প্রান্তরে একত্রিত হয়। যোহন বৃ(র মূলে কুঠার বসান। পরিণামসমুহে ভয়শূন্য হয়ে তিনি পাপ ভর্ৎসনা করেন, ও ঈশ্বেরের মেষশাবকের জন্যে পথ প্রস্তুত করেন।

হেরোদ অভিভূত হয় যেমন সে যোহনের প্রগাঢ়, প্রত্য(সা(্যসমূহ শ্রবণ করে। তার শিষ্য হতে কি করতে হবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে জানতে চায়। যোহন এ বিষয়ে অবগত ছিলেন যে সে তার ভ্রাতার স্ত্রীকে বিয়ে করতে উদ্যত ছিল, যখন তার স্বামী তখনো জীবিত ছিল, আর বি(শ্বস্তভাবে হেরোদকে বলেন যে তা বিধিসঙ্গত ছিল না। হেরোদ কোনো স্বার্থত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। সে তার ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ করে ও তার প্রভাবের মাধ্যমে, যোহনকে গ্রেফতার করে ও তাকে কারাগারে রাখে। তবে হেরোদ তাকে আবার ছেড়ে দেবার অভিপ্রায় করে। সেখানে অব(দ্ধ থাকাকালে যোহন, তার শিষ্যদের মাধ্যমে যীশুর পরাত্র(মী কার্যসমূহের বিষয় শোনেন। তিনি অনুগ্রহশীল বাক্যসমূহ শুনতে পারেন নি। তবে তাঁরা যা শুনেছিলেন তাদ্বারা তার শিষ্যরা তাকে জ্ঞাত করেন ও সান্তনা দেন। শ্রীঘ্রই হেরোদের স্ত্রীর প্রভাবের মাধ্যমে যোহনের শিরচ্ছেদ হয়। আমি দেখি যে নগণ্যতম শিষ্য যে যীশুর অনুগামী হয়, তাঁর আশ্চর্য কার্যসমূহ স্বচ(ে দেখে, ও তাঁর ওষ্ঠদ্বয় থেকে পতিত শান্তনাময় বাক্যসমূহ শ্রবণ করে, সে যোহন অবগাহকের চেয়ে মহানতর ছিল। তা হচ্ছে, তারা ছিল অধিকতর মর্যাদাপ্রাপ্ত, সম্মানিত ও তাদের জীবনে অধিকতর আনন্দ ছিল।

যীশুর প্রথম আগমন ঘোষণা করতে যোহন এলিয়ের আত্মা ও (মতায় আসেন। আমি নির্দেশিত হই সময় ধরে শেষের দিনগুলিতে, আর দেখি যোহনকে প্রতিনিধিত্ব করতে সেই লোকদের যারা রোষের দিন, ও যীশুর দ্বিতীয় আগমন ঘোষণা করতে, এলিয়ের আত্মা ও (মতায় এগিয়ে যাবে।

জর্ডনে যীশুর অবগাহনের পরে দিয়াবলের দ্বারা প্রলোভিত (পরি(ত) হতে, আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি প্রান্তরে যান। প্রচন্ড পরী(া-সমূহের সেই বিশেষ ঘটনার জন্য পবিত্র আত্মা তাঁকে উপযুক্ত(করেছিলেন। চল্লিশ দিন তিনি দিয়াবলের দ্বারা পরী(ত হন, আর ঐ দিনগুলিতে তিনি কিছুই আহার করেন নি। যীশুর চারিপাশে প্রতিটি বিষয় ছিল বিরক্তি(জনক, যা থেকে মানবপ্রকৃতি (ভয়াদিতে) সরে আসতে চালিত হবে। তিনি বন্য পশুদের আর দিয়াবলের সঙ্গে এক ম(ভূমিসম নির্জন স্থানে ছিলেন। আমি দেখি ঈশ্বেরের পুত্র উপবাস ও মানসিক দুর্দশার মাধ্যমে পান্ডুর ও দুর্বল ছিলেন। কিন্তু তার কার্যধারা চিহ্(ত হয়েছিল, আর তাঁর করতে আসা কাজ তাকে অবশ্যই পুর্ণ করতে হবে।

শয়তান ঈশ্বেরের পুত্রের কষ্টভোগের সুযোগ নেয়, আর বহুবিধ পরী(ায় তাঁকে বেষ্টিত করতে প্রস্তুত হয়ে, আশা করে যে তাঁর ওপরে জয়লাভ করবে, কারণ এক মনুষ্যরূপে তিনি আপনাকে অবনত করেছিলেন। শয়তান এই পরী(াটি নিয়ে আসে, তুমি যদি ঈশ্বেরের পুত্র

হও, আদেশ কর যাতে এই প্রস্তরটি (টি হয়ে যায়। তার কাছে অবনত হতে, এবং তাঁর ঐ(রিক (মতা প্রয়োগ করার দ্বারা তাঁর মশীহ হবার প্রমাণ দিতে সে যীশুকে প্রলোভিত করে। যীশু মৃদুভাবে তাকে উত্তর দেন, এরূপ লেখা আছে, মনুষ্য কেবল (টিতে নয় কিন্তু ঈ(রের মুখ-নির্গত প্রতিটি বাক্যের দ্বারা বাঁচবে।

তাঁর ঈ(রের পুত্র হবার সম্পর্কে শয়তান যীশুর সঙ্গে এক বিতর্ক খুঁজছিল। সে তাঁর দুর্বল, দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার প্রতি উল্লেখ করে ও গর্বের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বলে সে যীশুর চেয়ে অধিকতর স(ম ছিল। কিন্তু স্বর্গ হতে বলা বাক্য, তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত, তাঁর সকল দুর্দশাভোগের মধ্য দিয়ে যীশুকে ধরে রাখতে যথেষ্ট ছিল। আমি দেখি যে তাঁর সমস্ত জীবনোদ্দেশ্যে তাঁর (মতার, ও তাঁর জগতের ত্রাণকর্তা হবার বিষয়ে শয়তানের বি(াস অর্জন করতে, তার কিছুই করার ছিল না। তাঁর উন্নত পদ ও কর্তৃত্বের বিষয়ে শয়তানের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। যীশুর কর্তৃত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে তার অনিচ্ছা তাকে স্বর্গ থেকে বহির্ভূত রাখে।

শয়তান তার শক্তি(প্রকাশ করতে যীশুকে যিরূশালেমে বহন করে, ও তাঁকে মন্দিরের এক চুড়ায় স্থাপন করে, পূনরায় তাঁকে প্রলোভিত করে যে, আর যদি তিনি ঈ(রের পুত্র হন, যে স্থানে তিনি সে তাঁকে স্থাপন করেছিল সেই হতবুদ্ধি করা উচ্চতা থেকে আপনাকে নীচে নি(প করার দ্বারা তার কাছে তার প্রমাণ দিন। শয়তান প্রত্যাদেশের বাক্যসমূহ নিয়ে উপনীত হয়। কারণ লেখা আছে, তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, তাহারা তোমাকে হস্তে করিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে। যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বলেন, বলা হয়েছে, আপন ঈ(রের সদাপ্রভুর পরী(া করিও না। শয়তানের ইচ্ছে ছিল যীশুকে তাঁর পিতার ক(ণার ওপরে স্পর্দ্ধা করানো ও তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার পূর্বে তাঁর জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ঘটানো। সে আশা করেছিল যে পরিত্রাণের পরিকল্পনা বিফল হবে, কিন্তু আমি দেখি যে শয়তানের দ্বারা এভাবে পরাজিত হবার ও বিকৃত হবার প(পরিকল্পনাটি খুবই গভীরভাবে স্থাপিত হয়।

আমি দেখি যে যখন প্রলোভিত হয়, কিম্বা তাদের অধিকার বিতর্কিত হয়, খৃষ্ট ছিলেন সকল খৃষ্টানের আদর্শ। তা তাদের ধৈর্যের সঙ্গে বহন করা উচিত। তাদের উপলব্ধি করা উচিত নয় যে তাঁর (মতা প্রদর্শন করতে ঈ(রের কাছে প্রার্থনা করা তাদের অধিকার নেই। যাতে তাদের শত্রুদের ওপরে তারা এক বিজয় লাভ করতে পারে, যদি না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য (অভিপ্রায়) না থাকে, যাতে তদ্বারা ঈ(র প্রত্য(ভাবে সম্মানিত ও গৌরাবান্বিত হতে পারেন। আমি দেখি যে, যদি যীশু চূড়া থেকে আপনাকে নি(প করতেন, তা তাঁর পিতাকে গৌরাবান্বিত করতো না(কারণ শয়তান ও ঈ(রের দূতগণ কেউই কার্য টির সা(ী হতো না। আর তা হতো তাঁর সবচেয়ে ঘৃনাপূর্ণ শত্রুর উদ্দেশে তার (মতার প্রদর্শন করতে সদাপ্রভুকে পরখ করা। তা হতো তার প্রতি অবনত হওয়া যীশু যাকে জয় করতে আসেন।

"আবার দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া গেল, এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সকলই আমি তোমাকে দিব। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান, কেননা লেখা আছে, 'তোমার ঈ(র প্রভুকেই প্রণাম করিবে। কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে'।"

এখানে শয়তান যীশুকে জগতের রাজ্যসমূহ দেখায়। সেগুলিকে উপস্থাপন করা হয় সবচেয়ে আকর্ষণীয় দর্শনশক্তি(তে (আলোকে)। সেগুলি সে যীশুকে দেবার প্রস্তাব দেয় যদি তিনি তথায় ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম করেন। সে যীশুকে বলে সে পৃথিবীর অধিকারসমূহের দাবি ছেড়ে দেবে। শয়তান জানে যে তার (মতা অবশ্যই সীমিত হবে, ও অবশেষে নিয়ে নেয়া হবে, যদি পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পাদিত হয়। সে জানতো যে মনুষ্যকে উদ্ধার করতে যীশু যদি মরেন, এক বিশেষ সময়ের পরে তার (মতা শেষ হবে, আর সে বিনষ্ট হবে। তাই, যদি সম্ভব হয়, ঈ(রের পুত্রের দ্বারা যে মহান কার্য আরম্ভ হয়েছিল তার সমাপ্তি নিবারণ করা তার অভিপ্রেত পরিকল্পনা ছিল। যদি মানবের মুক্তি(র পরিকল্পনা বিফল হয়, সে সেই রাজ্যটি ধরে রাখবে যা সে তৎকালে দাবি করে। আর সে যদি সফল হয়, সে আপনাকে মিথ্যে আশায় সন্তুষ্ট করে যে সে স্বর্গের ঈ(রের বিপ(রাজত্ব করবে।

শয়তান উল্লাসিত হয় যখন যীশু স্বর্গ ত্যাগ করেন, ও সেখানে তাঁর (মতা ও মহিমা পরিত্যাগ করেন। সে ভাবে যে ঈ(রের পুত্র তার প্রভাবের স্থাপিত হন। এদোনে পবিত্র দম্পতির ভেতরে প্রলোভন এত সহজে বিমোহিত করে, যে সে আশা করে যে তার পৈশাচিক ধূর্ততার ও (মতার দ্বারা এমন কি ঈ(রের পুত্রকে পরাজিত করবে, ও তদ্বারা তার জীবন ও রাজ্য র(া করবে। তাঁর পিতার ইচ্ছে থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যীশুকে যদি সে প্রলুব্ধ করতে পারে, তাহলে তার অভিপ্রায় অর্জিত হবে। শয়তানকে তাঁর পেছনে যেতে যীশু আদেশ দেন। তিনি শুধু তার পিতার প্রতি প্রণত হবেন। সময় আসছে যখন তাঁর আপন প্রাণ দ্বারা তিনি শয়তানের অধিকারসমূহ উদ্ধার করবেন। আর এক নির্দিষ্ট সময়ের পরে সকলে স্বর্গ ও মর্ত্যে তাঁর কাছে সমর্পণ করবে। পৃথিবীর রাজ্যসমূহ শয়তান তার বলে দাবি করে, আর সে যীশুর উদ্দেশে পরো(ঈঙ্গিত করে যে তার সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ মুক্ত(হতে পারে। এই জগতের রাজ্যগুলি লাভ করতে তাঁর মরার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি পৃথিবীর সম্পূর্ণ অধিকার ও সেগুলির ওপরে রাজত্ব করার গৌরব পেতে পারেন, যদি তিনি তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। যীশু স্থিরসংকল্প ছিলেন। তিনি তার দুঃখভোগের জীবন, তাঁর ভয়ানক মৃত্যু, ও তাঁর পিতার দ্বারা নির্ধারিত সেই উপায়ে, তা বেছে নেন, পৃথিবীর রাজ্যসমূহের নায্য উত্তরাধিকারী হতে, ও এক চিরস্থায়ী অধিকার রূপে তাঁর হস্তে সেগুলি প্রদত্ত হতে। মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হতে, যীশুকে, কিম্বা গৌরবে সাধুগনকে কখনো উতত্ত(না করতে শয়তানকেও তার হস্তে প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ১৬(৮ঃ৩(২ রাজাবলি ১৭ঃ৩৫, ৩৬(
গীতসংহিতা ৯১ঃ১১, ১২(লূক ২-৪ অধ্যায় দেখুন।

৫ম অধ্যায়

খৃষ্টের পরিচর্যাকার্য

শয়তান তার পরী(াগুলি শেষ করার পরে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে যীশুর কাছ থেকে প্রস্থান করে, আর দূতগণ তার জন্যে প্রান্তরে খাদ্য প্রস্তুত করেন, ও তাকে সবল করেন, আর তাঁর পিতার আশীর্বাদ তাঁর উপরে থাকে। শয়তান তার প্রচন্ডতম প্রলোভনগুলিতে বিফল হয়েছিল। তথাপি সে যীশুর পরিচর্যার কালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে, যখন সে বিভিন্ন সময়েতে তাঁর বি(দ্ধে তার চাতুরী পরী(া করবে। সে তখনো তাঁর বি(দ্ধে জয়ী হবার আশা করে, তাদেরকে উত্তেজিত করার দ্বারা যারা তাঁকে গ্রহন করবে না, তাকে ঘৃনা করবে ও তাকে বিনাশ করার চেষ্টা করবে। তার দূতগণের সঙ্গে শয়তান এক বিশেষ মন্ত্রণাসভা করে। তারা নিরাশ ও ক্রু(দ্ধ ছিল যে ঈশ্বরের পুত্রের বি(দ্ধে তারা কিছুই প্রচলিত করতে পারে নি। তারা স্থির করে যে তাদেরকে আরো চতুর হতে হবে ও তাঁর জগতের ত্রাণকর্তা হবার উদ্দেশে তাঁর আপন জাতির মনে অবিশ্বাস অনুপ্রাণিত করতে তাদের (মতার চরম প্রচেষ্টা ব্যবহার করতে হবে, আর এ উপায়ে যীশুকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিরাশ করবে। তাদের ক্রি(য়া-কর্ম ও যাগ-যজ্ঞে যিহূদীরা যত নিয়মনিষ্ঠ হোক না কেন, তারা যদি ভাববাণীসমূহের প্রতি তাদের দৃষ্টি অন্ধ রাখে, ও তাদের বিশ্বাস করায় যা হবে এক পরাক্র(মী জাগতিক রাজা যে এই ভাববণীসমূহ পূর্ণ করবে, তারা এক ভাবী মশীহের জন্যে তাদের মন প্রসারিত রাখবে।

আমাকে অতঃপর দেখানো হয় যে শয়তান ও তার দূতগণ খৃষ্টের পরিচর্যা ব্যাপী বড়ই ব্যস্ত থেকে, মনুষ্যদেরকে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা দ্বারা উৎসাহিত করে। প্রায়শঃ যীশু যখন তাদের পাপরাশি নিন্দা করে কিছু উগ্র সত্য উচ্চারণ করেন, তারা ক্রু(দ্ধ হতো। শয়তান ও তার দূতেরা ঈশ্বরের পুত্রের জীবন নিতে তাদেরকে উত্তেজিত করে। একবার তাঁর প্রতি নি(ে প করতে তারা পাথরাদি তুলে নেয়, পরন্তু দূতগণ তাকে বিপদ থেকে র(া করেন, ও ক্রু(দ্ধ জনতা থেকে তাঁকে এক নিরাপদ স্থানে বহন করে নিয়ে যান। আবার যেমন সুস্পষ্ট সত্য তাঁর পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় থেকে নির্গতহয়, জনতা তাঁকে ধরে ফেলে ও তাঁকে এক পাহাড়ের খাড়া কিনারে চালিত করে। আপনাদের মধ্যে এক বিবাদ ওঠে, তাঁকে নিয়ে কি করা উচিত, যখন আবার দূতেরা তাঁকে জনতার দৃষ্টি থেকে লুকোন, আর তিনি তাদের মধ্য দিয়ে বিচরণ করে তাঁর পথে চলে যান।

শয়তান তবুও আশা করে পরিত্রাণের মহান পরিকল্পনা বিফল হবে । যীশুর বি(দ্ধে সমস্ত লোকের হৃদয় কঠিন করতে ও তাদের আবেগ নির্মম করতে সে তার সমস্ত (মতা বিস্তৃত করে। সে আশা করে যে ঈশ্বরের পুত্র রূপে তাঁকে যারা গ্রহণ করবে তাদের সংখ্যা এত অল্প হবে যে যীশু এত ছোট্ট এক দলের জন্যে তাঁর দুঃখভোগ ও বলিদান অতীব গু(ত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবেন না। কিন্তু আমি দেখি যে যদি কেবল দু জন থাকতো যারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে গ্রহণ করেছে, তাদের আত্মা র(া করার উদ্দেশে তিনি তাঁর পরিকল্পনা সম্পাদন করতেন।

যীশু তাঁর কার্য আরম্ভ করেন সেই (মতা ভেঙ্গে দেবার দ্বারা যা শয়তান দুর্দশাগ্রস্তদের ওপরে চালিয়ে গেছে। তিনি তাদের সুস্থ করেন যারা তার মন্দ (মতার দ্বারা কষ্টভোগ করেছিল। অসুস্থদেরকে তিনি স্বাস্থে পুন(দ্ধার করেন, খঞ্জদেরকে সুস্থ করেন, এবং তাদের হৃদয়ের আনন্দে, ও ঈশ্বরের গৌরবে তাদেরকে লম্ফ দেয়া ঘটান। অন্ধদের প্রতি তিনি দৃষ্টি প্রদান করেন। তাদের স্বাস্থ ফিরিয়ে দেন যারা বহু বছর শয়তানের নিষ্ঠুর (মতার দ্বারা হীনবল ও আবদ্ধ হয়ে এসেছিল। দুর্বল, উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হওয়াদেরকে তিনি সদয় বাক্যসমূহে সান্তনা দেন। মৃতগণকে তিনি জীবনে উত্থিত করেন, আর তারা তাঁর (মতার পরাক্র(মী প্রদর্শনে ঈশ্বরের গৌরব করে যারা তাঁর ওপরে বিশ্বাস করেছিল তিনি তাদের জন্য পরাক্র(মের সঙ্গে শ্রমসিদ্ধ করেন। আর দুর্বল, দুর্দশাভোগকারীদেরকে যাদের শয়তান বিজয়ে ধরে রেখেছিল, যীশু তার হস্তমুষ্ঠি থেকে ছিনিয়ে আনেন, আর তাঁর (মতার দ্বারা তাদের উদ্দেশে দেহের সুস্থতা, ও মনের আনন্দ ও সন্তোষ আনেন।

খৃষ্টের জীবন ছিল উপচিকীর্ষা, সহানুভূতি ও প্রেমে পূর্ণ। যারা তাঁর কাছে আসে তাদের দুঃখ -কষ্ট শুনতে ও লাঘব করতে তিনি সদাই মনোযোগী ছিলেন। জনসমূহ তাদের আপন আপন দেহে তাঁর ঐশ্বরিক (মতার প্রমাণগুলি বহন করে। তথাপি তাদের অনেকে কার্যটি সংঘটিত হবার মুহূর্ত পরেই বিনীত, অথচ পরাক্র(মী শি(কের বিষয়ে লজ্জিত ছিল। যেহেতু অধ্য(রা তাঁর ওপরে বিশ্বাস করে নি, তারা যীশুর সঙ্গে দুঃখভোগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তিনি ছিলেন এক ব্যথার পাত্র ও যাতনার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু অল্পজনই তাঁর শান্ত-সংগত, আত্মত্যাগী জীবনের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সহ্য করতে পারতো। জগতের প্রদান করা সম্মান তারা উপভোগ করার ইচ্ছে করে। অনেকেই ঈশ্বরের পুত্রের অনুসরণ করে, ও তাঁর শি(া-অনুজ্ঞা শ্রবণ করে। সেই বাক্যসমূহের সম্বন্ধে পরিতৃপ্ত হয় যা এমন ক(ণার সঙ্গে তাঁর ওষ্ঠ হতে পতিত হয়। তাঁর বাক্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তথাপি এতই সরল ছিল যে দুর্বলতমেরাও বুঝতে পারতো।

শয়তান ও তার দূতেরা ব্যস্ত ছিল। তারা যিহূদীদের চোখ অন্ধ করে ও বোধশক্তি(আচ্ছন্ন করে। তাঁর জীবন নিতে শয়তান লোকদের প্রধান ও অধ্য(দেরকে উত্তেজিত করে। তাদের কাছে যীশুকে আনতে তারা আধিকারিকদেরকে প্রেরণ করে, আর যেখানে তিনি ছিলেন যেমন তারা তার কাছে আসে, তারা প্রচুররূপে বিস্মিত হয়। তারা দেখে যেমন তিনি মানব দুঃখ-কষ্ট স্বচ(দেখেন যীশু উত্তেজিত হন। তারা দেখে তিনি দুর্বল ও মনোব্যথায় পীড়িতদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহশীলতায় উৎসাহভরে কথা বলেন। তারা তাঁকে এও বলতে শোনে, এক কতৃত্বের কণ্ঠে শয়তানের (মতাকে ভর্ৎসনা করতে, ও তাঁর দ্বারা ধরে রাখা বন্দিদের মুক্ত(হয়ে চলে যাবার জন্য আদেশ করতে। তাঁর ওষ্ঠ থেকে পতিত জ্ঞানের বাক্যসমূহ তারা শ্রবণ করে। আর তারা মুগ্ধ হয়। তারা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। যীশু বিনেই তারা যাজক ও প্রাচীনদের কাছে ফিরে যায়। তরা আধিকারিকদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত, তাঁকে তোমরা কেন আন নি? তাঁর চিহ্(কার্যসমূহ যা তারা স্বচ(দেখেছিল ও প্রেম ও জ্ঞানের

পবিত্র বাক্যসমূহ যা তারা শুনেছিল তার বিষয়ে তারা বর্ণনা করে, ও এই বলে (ান্ত হয়, এ ব্যক্তি(যেরূপ কথা বলেন, কোন মানুষে কখনও এরূপ কথা কহে নাই। তারাও প্রতারিত হয়েছে বলে প্রধান যাজকেরা তাদেরকে অভিযুক্ত(করে। কেউ কেউ লজ্জিত হয় যে তারা তাঁকে আনে নি। প্রধান যাজকেরা এক বিদ্রূপের ধারায় জিজ্ঞেস করে অধ্য(দের কেউ তাঁর সম্বন্ধে বি(্বাস করেছিল কি না। আমি দেখি যে অনেক শাসক ও প্রাচীনবর্গ যীশুর ওপরে বি(্বাস করে বই কি। কিন্তু তা মেনে নিতে শয়তান তাদেরকে ধরে রাখে। ঈ(্বরকে ভয় করার চেয়ে তারা লোকদের নিন্দা-ভর্ৎসনা বেশী ভয় করে।

এ পর্যন্ত শয়তানের চতুরতা ও বিদ্বেষ পরিত্রাণের পরিকল্পনা ভাঙ্গে নি। যে জন্যে যীশু জগতের মাঝে আসেন তা সম্পাদনের জন্যে সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল। শয়তান ও তার দূতেরা একত্রে পরামর্শ করে, তাঁর রক্তে(র জন্য, সাগ্রহে প্রচার করতে ও নিষ্ঠুরতা উদ্ভাবন করতে, ও তাঁর ওপরে অবজ্ঞা- উপহাসি স্তূপীকৃত করতে তাঁর আপন জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে স্থির করে। সে আশা করে যে যীশু তেমন ব্যবহারে বিরক্ত(হবেন, তাঁর নম্রতা ও মৃদুতা বজায় রাখবেন না।

যখন শয়তান তার পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করে, যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে মনোযোগের সঙ্গে উন্মুক্ত(করছিলেন যে দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে তাঁকে অবশ্যই যেতে হবে। যে তিনি ক্রু(শারোপিত হবেন, ও যে তিনি আবার তৃতীয় দিনে উত্থিত হবেন। কিন্তু তাদের বোধশক্তি(ভোঁতা বলে মনে হয়। তিনি তাদেরকে যা বলেন তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

লূক ৪ঃ১৯(যোহন ৭ঃ ৪৫-৪৮(৮ঃ৫৯ দেখুন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

রূপান্তর

আমি দেখি যে রূপান্তরেতে শিষ্যদের বিশ্বাস প্রচুররূপে সবল হয়। ঈশ্বর যীশুর অনুগামীদেরকে জোরালো প্রমাণ দিতে ইচ্ছে করেন যে তিনি প্রতিজ্ঞাত মশীহ ছিলেন, যে তাদের নির্মম দুঃখ ও হতাশায় তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প করা উচিত হবে না। রূপান্তরের ঘটনাকে তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর সম্পর্কে যীশুর সঙ্গে কথাবার্তা করতে সদাপ্রভু মোশি ও এলয়কে প্রেরণ করেন। তাঁর পুত্রের সঙ্গে কথোপকথন করতে দূতগণকে মনোনয়ন করার পরিবর্তে ঈশ্বর তাদেরকে মনোনয়ন করেন জগতের দুঃখ-ক্লেশের সঙ্গে যাদের এক অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর অনুগামীদের অল্প কয়েক জনকে তাঁর সঙ্গে থাকতে ও ঐশ্বরিক প্রতাপের দ্বারা তাঁর চেহারা দীপ্ত হওয়া দেখতে, ও তাঁর বস্ত্র শুভ্র ও জ্বলজ্বল করা স্বচে দেখতে, ও ভয়াবহ মহিমায়, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহার কথা শুন, বলতে ঈশ্বরের, কণ্ঠ শুনতে অনুমতি দেয়া হয়।

এলিয় ঈশ্বরের সঙ্গে বিচরণ করেন। তাঁর কার্যটি সুখকর ছিল না। ঈশ্বর তার মাধ্যমে, পাপের ভৎর্সনা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন, ও তার জীবন র া করতে স্থান থেকে স্থানান্তরে পলায়ন করতে হয়েছিল। তাকে বন্য পশুর মত অনুসরণ করা হয় যাতে তারা তাকে বিনষ্ট করতে পারে। ঈশ্বর এলিয়কে রূপান্তরিত করেন, দূতগণ তাকে মহিমা ও সাফল্যের আনন্দে স্বর্গে বহন করে নিয়ে যান।

মোশি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে সম্মানিত ছিলেন। তার পূর্বে যারা জীবিত ছিলেন তাদের যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনি মহত্তর ছিলেন । কোনো ব্যক্তি যেমন এক বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি কথা বলতে তেমনি বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত ছিলেন। পিতাকে আচ্ছাদিত করে রাখা উজ্জ্বল আলোক ও চমৎকার মহিমা তাকে দেখতে দেয়া হয়। মোশির মাধ্যমে সদাপ্রভু ইস্রায়েল সন্তানগণকে মিস্রীয় দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেন। ইস্রায়েল সন্তানদের জন্যে মোশি এক মধ্যস্থ ছিলেন। তিনি প্রায়শঃ তাদের ও ঈশ্বরের রোষের মাঝে দাঁড়ান। তাদের অবিশ্বাস, তাদের বচসা, ও নিদা ণে পাপরাশির জন্যে যখন ঈশ্বরের ক্রোধ প্রচুর পরিমাণে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাদের জন্যে মোশির ভালবাসা পরীি ত হয়। ঈশ্বর তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে যদি তিনি ইস্রায়েলকে যেতে দেন, তাদের বিনষ্ট হতে দেন, তিনি তার চেয়ে এক শক্তি শালী জাতি উৎপন্ন করবেন। তার অকপট অনুনয়ের দ্বারা ইস্রায়েলের জন্যে তিনি তার প্রেম দর্শান। তার অত্যন্ত ক্লেশে তাঁর ভয়ানক ক্রোধ হতে ফিরতে ও ইস্রায়েলকে মা করতে নতুবা তাঁর পুস্তক থেকে তার নাম মুছে ফেলতে ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা জানান।

যখন ইস্রায়েল ঈশ্বরের বি দ্ধে ও মোশির বি দ্ধে বচসা করে, কারণ তাদের কোনো জল ছিল না, তাদেরকে ও তাদের সন্তানদেরকে মেরে ফেলতে তিনি তাদেরকে বের করে নিয়ে আসেন বলে তার বি দ্ধে অভিযোগ করে। ঈশ্বর তাদের বচসা শুনতে পান, ও পর্বতে আঘাত করতে মোশীকে আদেশ করেন, যাতে ইস্রায়েল সন্তানেরা জল পেতে পারে। মোশি ক্রোধে পর্বতে আঘাত করেন, ও আপনার উদ্দেশে গৌরব গ্রহণ করেন। অবিরত একগুঁয়েমি ও বচসা তার তীব্রতম দুঃখ ঘটায় আর ণেকের জন্যে তিনি ভুলে যান তাদের সঙ্গে ঈশ্বর কতখানি সহ্য করেছিলেন, আর যে, তাদের বচসা মোশির বি দ্ধে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বি দ্ধে ছিল। তিনি শুধু আপনার বিষয়ে ভাবেন, কেমন গভীরভাবে তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করা হয়, আর তাদের জন্যে তার গভীর ভালবাসার জন্যে প্রতিদানে কত সামান্য কৃতজ্ঞতা তারা প্রকাশ করে।

যেমন মোশি পর্বতে আঘাত করেন, ঈশ্বরকে মর্যাদা দিতে এবং তারা যেন ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে পারে, তজ্জন্যে ইস্রায়েল সন্তানদের সা াতে তাঁকে প্রশংসিত করতে তিনি বিফল হন। আর সদাপ্রভু মোশির প্রতি অসন্তুষ্ট হন, ও বলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পাবেন না। তাদেরকে ক্লেশের স্থানে আনয়ন করা ও পরে তাদের মহা প্রয়োজনে তাঁর মতা প্রদর্শনের দ্বারা প্রায়শঃ ইস্রায়েলকে পরী া করা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল, যাতে তিনি তাদের স্মৃতিতে থাকতে পারেন ও তারা তাঁর গৌরব করে।

যখন মোশি দুখানি প্রস্তর ফলক নিয়ে পর্বত থেকে নেমে আসেন, দেখেন ইস্রায়েল স্বর্ণ গোবৎসের পূজো করছে, তার ক্রোধ প্রচুররূপে প্রজ্বলিত হয়, আর তিনি প্রস্তর ফলকগুলি নীচে নিয়ে প করেন, ও সেগুলি ভেঙ্গে ফেলেন। আমি দেখি যে মোশি এতে পাপ করেন নি। তিনি ঈশ্বরের নিমিত্তে ষ্ট হন, তাঁর গৌরবের জন্য শঙ্কিত হন। কিন্তু যখন তিনি হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিসমূহের প্রতি বশীভূত হন, ও আপনার উদ্দেশে সেই গৌরব নেন, যা ঈশ্বরের প্রাপ্য ছিল, তিনি পাপ করেন, আর সেই পাপের জন্যে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে ঈশ্বর তাকে অনুমতি দেবেন না।

দূতগণের সা াতে মোশিকে দোষারোপ করার উদ্দেশে শয়তান কিছু একটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে আসছিল। শয়তান এই মর্মে জয়ী হয় যে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে সে তাকে ঘটায়। আর সে উল্লসিত হয় আর দূতগণকে বলে যে যখন জগতের ত্রাণকর্তা মনুষ্যকে উদ্ধার করতে আসবেন সে তাকে পরাজিত করতে পারবে। এই সত্যলঙ্ঘনের জন্য মোশি শয়তানের সেই মতার অধীনে আসেন যা হচ্ছে মৃত্যুর চরম মতা। তিনি যদি অটল থাকতেন, আপনার উদ্দেশে গৌরব নিয়ে পাপ না করতেন, সদাপ্রভু তাকে প্রতিজ্ঞাত দেশে আনতেন, ও মৃত্যু না দেখে তাকে রূপান্তরিত করতেন। আমি দেখি যে মোশি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেন। তবে মীখায়েল নেমে আসেন ও তার দ্বারা পচন (য়) দেখার পূর্বে তাকে জীবন প্রদান করেন , তার বলে শয়তান দেহখানি দাবি করে। কিন্তু মীখায়েল মোশিকে পুন স্থিত করেন, ও তাকে স্বর্গে নিয়ে

যান। দিয়াবল তার দেহ ধরে রাখার চেষ্টা করে, ও ঈশ্বরের বি(দ্ধে তিক্ত(ভাবে গালি-গালাজের ভাষা প্রয়োগ করে। তার কাছ থেকে তার শিকার নিয়ে নেবার জন্যে তাকে অন্যায্য বলে দোষারোপ করে। কিন্তু মীখায়েল দিয়াবলকে দোষারোপ করেন না, যদিও সে ছিল তার প্রলোভন ও (মতা যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবক পতিত হয়েছিলেন। খৃষ্ট মৃদুভাবে এই বলে তাকে পিতার উদ্দেশে বিবেচনার জন্য সমর্পণ করেন, সদাপ্রভু তোমাকে র্ভৎসনা ক(ন।

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন যে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের কেউ কেউ মৃত্যুর আস্বাদন করবে না যাবৎ তারা ঈশ্বরের রাজ্যকে কর্তৃত্বের সঙ্গে দেখবে। রূপান্তরের সময়েতে এই প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ হয়। যীশুর মুখমন্ডলের গঠন বদলে যায়, ও সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বস্ত্র শুভ্র, ও জ্বলজ্বল করছিল। মোশি বর্তমান ছিলেন, ও তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করেন যারা যীশুর দ্বিতীয় আর্বিভাবেতে মৃতগণের মধ্য হতে উঠবেন। আর এলিয় যিনি মৃত্যু না দেখে রূপান্তরিত হন, তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে অমরত্বে পরিবর্তিত হবে, ও মৃত্যু না দেখে স্বর্গের উদ্দেশে রূপান্তরিত হবে। শিষ্যরা ভয় ও আতঙ্ক ও বিস্ময়ে যীশুর চমৎকার মহিমা দেখেন ও যে মেঘ তাদেরকে ছায়া করে রেখেছিল তা দেখেন ও ভীষণ মহিমায় ঈশ্বরের কণ্ঠকে বলতে শোনেন, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইঁহার কথা শুন।

যাত্রা পুস্তক ৩২ অধ্যায়(গণনা পুস্তক ২০ঃ ৭-১২(দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ ঃ ৫(২ রাজাবলি ২ঃ ১১(মার্ক ৯ অধ্যায়(যিহূদা ৯ দেখুন।

৭ম অধ্যায়

খৃষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

সময়ের স্রোত ধরে আমাকে অতঃপর বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময়ে যীশু যখন শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তার পর্বের ভোজ ভ(ণ করেন। শয়তান যিহূদাকে প্রতারিত করেছিল ও তাকে বিশ্বাস করতে চালিত করে যে সে খৃষ্টের বিশ্বস্ততম শিষ্যদের একজন ছিল(তবে তার হৃদয় সদাই জাগতিক ছিল। সে যীশুর পরাত্র(মী কার্যগুলি দেখেছিল, তাঁর পরিচর্যা ধরে সে তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল এবং সেই অদম্য প্রমাণগুলির প্রতি বশীভূত হয় যে তিনিই মশীহ ছিলেন(কিন্তু সে ছিল কৃপণ ও লোভী। সে টাকা-পয়সায় আসক্ত(ছিল। যীশুর উপরে ঢালা বহুমূল্য সুগন্ধির বিষয়ে সে ত্রে(াধের সঙ্গে অনুযোগ করে। মরিয়ম তার প্রভুকে ভালবাসেন। তিনি তার পাপরাশি (মা করেছিলেন যা বহুসংখ্যক ছিল, ও তার অতি প্রিয় ভ্রাতাকে মৃতগণের মধ্য থেকে উঠিয়েছিলেন। আর তিনি উপলব্ধি করেন যে যীশুর ওপরে প্রদান করার প(কিছুই অতি মূল্যবান ছিল না। সুগন্ধি দ্রব্য যত দামী হবে তাঁর উদ্দেশে তা উৎসর্গ করার দ্বারা তিনি তত উৎকৃষ্টতর ভাবে তার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত(করতে পারবেন। যিহূদা তার লোভের এক অজুহাত রূপে বলে যে ঐ সুগন্ধি বিত্র(ী করতে পারা যেত ও গরীবদের উদ্দেশে দিতে পারা যেত। কিন্তু এটা এ কারণে নয় যে, দরিদ্রদের জন্য তার কোনো উদ্বেগ ছিল, কারণ সে ছিল স্বার্থপর আর প্রায়শঃ সে তার আপন ব্যবহারে তা আত্মসাৎ করতো যা দরিদ্রদের উদ্দেশে দিতে তার কাছে ন্যাস্ত হয়। যীশুর স্বচ্ছন্দে ও প্রয়োজনসমূহে যিহূদা মনোযোগী থাকে নি, আর তার লোভের দোষ থেকে মুক্ত(হতে, সে প্রায়শঃ গরীবদের উদ্দেশে উল্লেখ করে। আর মরিয়মের প(থেকে এই উদারতা তার লোভী প্রবণতার সম্বন্ধে এক অতিশয় বিদ্রুপপূর্ণ ভর্ৎসনা ছিল।

যিহূদার হৃদয়ে শয়তানের প্রলোভনের জন্য এক ইচ্ছুক সমাদরের পথ প্রস্তুত ছিল। যিহূদীরা যীশুকে ঘৃণা করে। কিন্তু বিশাল জনতা তার বিজ্ঞতার বাক্যসমূহ শুনতে ও তাঁর মহৎ কার্য স্বচ(দেখতে তাঁর কাছে ভিড় করে। আর তা যাজক ও প্রাচীনবর্গ থেকে লোকদের মনোযোগ টেনে নেয়। কারণ লোকেরা গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে উত্তেজিত হয়, ও আগ্রহের সঙ্গে যীশুর অনুসরণ করে, ও এই অদ্ভুত শি(াগু(র শি(া, নির্দেশ, শ্রবণ করে। প্রধান প্রধান অধ্য(র অনেকেই যীশুর ওপরে বিশ্বাস রাখে। কিন্তু এই ভয়ে তা স্বীকার করতে শঙ্কিত হয় পাছে তারা সমাজগৃহ থেকে বহিস্কৃত হয়।

যাজক ও প্রাচীনবর্গ মনস্থ করে যীশুর কাছ থেকে লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে কিছু অবশ্যই করতে হবে। তারা শঙ্কিত হয় যে সমস্ত লোক তাঁরই ওপরে বিশ্বাস করবে। আপনাদের জন্য কোনো নিরাপত্তা দেখতে পায় না। তাদেরকে অবশ্যই তাদের সামাজিক পদ-মর্যাদা হারাতে হবে, নতুবা যীশুকে মেরে ফেলতে হবে। আর তাঁকে মেরে ফেলার পরে তখনো সেইসব লোক থাকবে যারা তাঁর (মতার জীবন্ত স্মৃতিচিহ্(। যীশু লাসারকে মৃতগণের মধ্য হতে উঠিয়েছিলেন। আর তাদের ভয় হয় যে যদি তারা যীশুকে মেরে ফেলে, লাসার তাঁর পরাত্র(মী (মতার বিষয়ে সা(্য দেবেন। লোকেরা দলে দলে তাকে দেখতে যাচ্ছিল যে মৃতগণের মধ্য হতে উঠেছিল আর অধ্য(রা লাসারকে হত্যা করার ও উত্তেজনা প্রশমিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তারা জনসমূহকে পরম্পরা ও মনুষ্যদের ধর্মশি(ার প্রতি ফেরাবে, পুদিনা ও মৌরীর দশমাংশ দিতে(আর আবার তাদের ওপরে প্রভাব রাখতে। যখন তিনি একা থাকবেন যীশুকে ধরবে বলে তারা একমত হয়(কারণ যদি তারা তাঁকে কোনো ভীড়ে ধরবার প্রয়াস পায়, যখন লোকদের মন তাতে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী থাকবে, তারা প্রস্তরাঘাত প্রাপ্ত হবে।

যিহূদা জানতো যীশুকে পেতে তারা কত উৎসুক ছিল, আর প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনবর্গের কাছে যীশুকে অল্পকিছু রৌপ্য মুদ্রার জন্যে ধরিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। তার অর্থ-প্রীতি তাঁর তীব্রতম শত্রুদের হাতে তার প্রভুকে ধরিয়ে দিতে চালিত করে। যিহূদার মাধ্যমে শয়তান প্রত্য(ভাবে কাজ করছিল, আর শেষ ভোজের ভাবগম্ভীর (মর্মস্পর্শী) দৃশ্যের মাঝে, সে যীশুকে ধরিয়ে দেবার পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছিল। তবে পিতর আগ্রহের সঙ্গে নিশ্চিত করেন যদিও সবাই তাঁর কারণে বিঘ্ন পায়, তিনি পাবেন না। যীশু পিতরের উদ্দেশে বলেন, গোমের ন্যায় চালিবার জন্য শয়তান তোমাকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছে(কিন্তু আমি তোমার নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি, যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়, আর তুমিও একবার ফিরিলে তোমার ভ্রাতৃগণকে সুস্থির করিও।

আমি তারপরে যীশুকে দেখি উদ্যানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে। গভীর দুঃখে তিনি শিষ্যদের নির্দেশ দেন জেগে থাকতে ও প্রার্থনা করতে পাছে তারা প্রলোভনে প্রবৃত্ত হন। যীশু জানতেন যে তাদের বিশ্বাস পরী(ত হবে ও আশা নিরাশাগ্রস্থ হবে, যে মনোযোগী সতর্কতা ও ব্যগ্র প্রার্থনার দ্বারা যে সামর্থ্য তারা অর্জন করতে পারে তার সবটুকু তাদের দরকার হবে। প্রবল ত্র(ন্দন ও অশ্রুপাতের সাথে, যীশু প্রার্থনা করেন, পিতঃ যদি তোমার অভিমত হয় আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর, তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

ঈশ্বরের পুত্র গভীর মর্মবেদনায় প্রার্থনা করেন। তাঁর ঘাম যেন রক্ত(র ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে থাকে। দূতগণ স্থানটির ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে থেকে দৃশ্যটি ল(্য করেন, যখন ঈশ্বরের পুত্রকে তাঁর মনোবেদনায় সবল করতে শুধু একজনকে কার্যভার দিয়ে যেতে দেয়া হয়। স্বর্গে দূতগণ তাদের মুকুট ও বীণা তাদের কাছ থেকে নি(প করেন, ও গভীরতম মনোযোগের সাথে নীরব নিঃশব্দে যীশুকে দেখেন। স্বর্গে কোন আনন্দ ছিল না। ঈশ্বরের পুত্রকে তারা ঘিরে রাখতে চান, তবে কর্তৃত্বসম্পন্ন দূতেরা তাদেরকে অনুমতি দেন না,

পাছে যেমন তারা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যটি দেখেন, তারা তাঁকে উদ্ধার করবেন(কারণ পরিকল্পনা রচনা করা হয়, আর তা পূর্ণ হতেই হবে।

যীশু প্রার্থনা করার পরে, তাঁর শিষ্যদেরকে তিনি দেখতে আসেন। সেই ভয়ানক সময়ে এমন কি তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা ও প্রার্থনাসমূহ তাঁর জোটেনি। পিতর যিনি (ণেক পূর্বে এত অত্যধিক আগ্রহশীল ছিলেন, ঘুমে নিদ্রালু ছিলেন। যীশু তাকে তার শপথপূর্বক কথন স্মরণ করিয়ে দেন, ও তার উদ্দেশে বলেন, কি! এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকতে তোমার শক্তি(হইল না? তিন বার ঈশ্বরের পুত্র মর্মান্তিক দুঃখে প্রার্থনা করেন যখন যিহূদা, তার লোকদের দলটি নিয়ে নিকটেই ছিল। প্রথানুসারে সে যীশুর সা(াতে আসে তাকে অভিবাদন করতে। দলটি যীশুকে ঘিরে ধরে(কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক (মতা প্রকাশ করেন, যেমন তিনি বলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? আমিই তিনি। তাহারা পিছাইয়া গেল, ও ভূমিতে পড়িল। যীশু এই প্র্ন করেন যাতে তারা তাঁর (মতা স্বচ(দেখতে পারে, ও প্রমাণ পেতে পারে যে তিনি চাইলে আপনাকে তিনি তাদের হস্তে হতে উদ্ধার করতে পারতেন।

শিষ্যেরা আশা বোধ করতে থাকেন যেমন তারা জনতাকে তাদের যষ্ঠি ও খড়্গ নিয়ে এমন দ্রুত ভূপাতিত হতে দেখেন। যেমন তারা উঠে পরে ও আবার ঈশ্বরের পুত্রকে ঘেরাও করে, পিতর খড়্গ বার করেন ও একখানি কান কেটে নেন। যীশু তাকে খড়্গ রেখে দিতে আদেশ দেন ও বলেন তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতার কাছে বিনতি করিলে, তিনি এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপে(া অধিক দূত পাঠাইয়া দিবেন না? আমি দেখি যে যেমন এ কথাগুলি বলা হয়, দূতগণের মুখমন্ডল প্রফুল্ল হয়। তারা ইচ্ছে করেন তখনই ও সেখানেই তাদের অধিনায়ককে ঘিরে ধরেন, ও সেই ত্রু(দ্ধ জনতাকে অন্তর্হিত করেন। কিন্তু আবার বিষন্নতা তাদের ওপরে অবস্থিতি করে যেমন তিনি আরো বলেন, কিন্তু তাহা করিলে কেমন করিয়া শাস্ত্রের এই বচন সকল পূর্ণ হইবে যে, এরূপ হওয়া আবশ্যক ? হতাশায় শিষ্যদের হৃদয় আবার নিমজ্জিত হয়, যেমন যীশু তাদেরকে তাঁকে চালিত করে নিতে দেন।

শিষ্যেরা আপন জীবনের সম্বন্ধে শঙ্কিত হন, আর একজন এদিকে অন্যজন অপর দিকে পলায়ন করেন, আর যীশু একাকী পরিত্যক্ত(হন, ও তখন শয়তানের কি বিজয়ই না হয়! আর ঈশ্বরের দূতগণের সাথে কি বিষন্নতা ও দুঃখই না হয়! পবিত্র ঈশ্বরের দূতগণের অনেক দল, তাদের নেতৃত্বে এক দীর্ঘকায় কর্তৃত্বসম্পন্ন দূত নিয়ে, ঘটনাটিতে সা(্য বহন করতে প্রেরিক হয়। প্রতিটি কার্য লিপিবদ্ধ করতে ও ঈশ্বরের পুত্রের ওপরে আরোপণ করা প্রতিটি অপমান ও নিষ্ঠুরতা ও যীশু যে মর্মবেদনার জ্বালা সহ্য করতেন তা নথিভূক্ত(করতে তারা সেখানে ছিলেন(কারণ ঠিক ঐ লোকেরাই এর সবটুকু জীবন্ত রীতিতে দেখবে।

মথি ২৬ঃ ১-৫৬(মার্ক ১৪ঃ ১-৫২(লূক ২২ঃ ১-৪৬(যোহন ১১ অধ্যায়, ১২ঃ ১-১১(১৮ ঃ ১-১২ দেখুন।

৮ম অধ্যায়

খৃষ্টের বিচার

দূতগণ, যেমন তারা স্বর্গ ছেড়ে আসেন, তাদের উজ্জ্বল মুকুট বর্জন করেন। সেগুলি তারা পরিধান করতে পারতেন না যখন তাদের অধিনায়ক কষ্টভোগ করছিলেন, ও তাঁকে এক কাঁটার মুকুট পরতে হয়। মানবতা ও সহানুভূতি নষ্ট করতে শয়তান ও তার দূতগণ সেই বিচার কে(ব্যস্ত ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটিই তাদের প্রভাবে কষ্টকর ও কলুষিত ছিল। প্রধান প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনবর্গ যীশুকে তাদের দ্বারা এমন এক ধারায় আরোপিত ও অপমানিত করতে অনুপ্রাণিত হয় যা সহ্য করতে মানব প্রকৃতির প(অত্যধিক কঠিন ছিল। শয়তান প্রত্যাশা করে যে এরূপ অপমান ও কষ্টভোগ ঈশ্বরের পুত্র হতে কিছু অভিযোগ বা বচসা প্রয়োগ করাবে(কিম্বা যে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক (মতা প্রকাশ করবেন ও জনতার খপ্পর থেকে আপনাকে হেঁচকা মেরে উদ্ধার করবেন, আর এভাবে পরিত্রাণের পরিকল্পনা বিফল হবে।

তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবার পরে পিতর তার প্রভুকে অনুসরণ করেন। যীশুর সঙ্গে কি করা হয় তা দেখতে তিনি উৎসুক ছিলেন। আর তাঁর শিষ্যদের একজন হওয়ার বিষয়ে তাকে দোষারোপ করা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন। তিনি তার জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত ছিলেন, আর তাদের একজন বলে অভিযুক্ত(হলে তিনি বিবৃত করেন যে তিনি ব্যক্তি(টিকে জানেন না। শিষ্যেরা তাদের বাক্যসমূহের নির্দোশভাবের জন্যে অবহিত ছিলেন। প্রতারণা করতে ও তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে যে তিনি খৃষ্টের শিষ্যদের একজন ছিলেন না, গালিগালাজ ও শপথের সঙ্গে তৃতীয় বার তা অস্বীকার করেন। যীশু যিনি পিতরের থেকে কিছুটা দূরত্বে ছিলেন, তার ওপরে এক বিষন্ন, ভর্ৎসনাভরা স্থির দৃষ্টি ফেরান। তখন তিনি তার উদ্দেশে যীশু ওপরের কুঠরীতে যে কথাগুলি বলেছিলেন, এবং তার অত্যন্ত আগ্রহশীল নিশ্চিত উক্তি(, যদিও সকলে আপনার বিষয়ে বিঘ্ন পায়, আমি কখনোই বিঘ্ন পাব না, স্মরণ করেন। তিনি তার প্রভুকে অস্বীকার করেন, এমন কি গালি-গালাজ ও শপথের সঙ্গে(তবে যীশুর সেই দৃষ্টি পিতরকে গলিয়ে দেয়, ও তাকে র(া করে। তিনি তার মহা পাপের বিষয়ে রোদন করেন ও অনুতপ্ত হন, ও মনপরিবর্তন করেন, আর তখন তার ভ্রাতৃগণকে সবল করতে প্রস্তুত হন।

জনতা যীশুর রক্তে(র জন্যে হট্টগোল করে। তারা নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে কশাঘাত করে, ও তারা তাঁকে এক পুরোনো বেগুনিয়া রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়ে দেয়, ও তাঁর পবিত্র মস্তক এক কাঁটার মুকুটে আবদ্ধ করে। তাঁর হাতে তারা একখানি নল-খাগড়ার লাঠি রাখে, আর বিদ্রূপের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশে অবনত হয়, ও তাঁকে যিহূদী-রাজ নমস্কার বলে তাঁকে অভিবাদন করে! তখন তারা তাঁর হাত থেকে নলখানি নিয়ে নেয়, ও তা দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে। তাঁর কপালের পার্শ্বদেশে কাঁটাগুলির বিদ্ধ করা ঘটিয়ে তাঁর মুখ ও দাড়ি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত(পাঠায়।

দৃশ্যটি সহ্য করা দূতগণের প(কষ্টকর ছিল। তাদের হস্ত থেকে যীশুকে তারা উদ্ধার করে নিতেন(কিন্তু কর্তৃত্বসম্পন্ন দূতেরা তাদেরকে নিষেধ করেন, ও বলেন যে এটা তাঁর মৃত্যু হওয়া ঘটাবে মৃত্যুর সম্বন্ধে যার (মতা ছিল। যীশু জানতেন যে দূতগণ তাঁর অবমাননার দৃশ্যটি স্বচ(দেখছিলেন। আমি দেখি যে দুর্বলতম দূতই জনতাকে (মতাহীন অবস্থায় পরিণত করতে, ও যীশুকে উদ্ধার করতে পারতেন। তিনি জানতেন যে যদি তিনি তার পিতার কাছে তা ইচ্ছে করতেন, দূতগণ তখনই তাকে মুক্ত(করবেন। কিন্তু এটা প্রয়োজন ছিল যে যীশু দুষ্টু লোকদের বিষয়ে অনেক কিছু সহ্য করবেন, এই অভিপ্রায় যে পরিত্রাণের পরিকল্পনা নির্বাহিত হয়।

সেখানে যীশু অবস্থান করেন বিনীত ও নম্র হয়ে, ক্রু(দ্ধ জনতার সা(াতে, যখন তারা তাঁকে নীচতম দুর্ব্যবহার দিতে চায়। তারা তাঁর মুখে থুথু ফেলে — সেই মুখ যার থেকে একদিন তারা লুকোতে চাইবে, যা ঈশ্বরের নগরীর উদ্দেশে আলোক প্রদান করবে ও সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পাবে — কিন্তু একটি ক্রু(দ্ধ দৃষ্টিও তিনি অপরাধীদের ওপরে নি(প করেন না। তিনি মৃদুভাবে তাঁর হস্ত তোলেন ও তা মুছে ফেলেন। তারা একখানি পুরোনো কাপড় দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকে(তাঁকে দেখতে অপারগ করে, আর তারপরে তাঁর মুখে আঘাত করে, ও চেঁচিয়ে বলে, আমাদের কাছে ভাববাণী করে বল দেখি কে তোমাকে আঘাত করলো। দূতগণের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা তখনই তাঁকে উদ্ধার করতেন, কিন্তু কর্তৃত্বসম্পন্ন দূত তাদেরকে নিবারণ করেন।

যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে প্রবেশ করতে শিষ্যরা সাহস পান, ও তাঁর বিচার স্বচ(দেখেন। তারা প্রত্যাশা করেন যে তিনি তাঁর ঐশ্বরিক (মতা প্রকাশ করবেন, ও তাঁর শত্রুদের কাছ থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন, ও তাঁর প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতার জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদের আশাগুলি ওঠানামা করে যেমন বিভিন্ন দৃশ্য ঘটে। কখনো কখনো তারা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে তারা প্রতারিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু রূপান্তরের পর্বতে শোনা কণ্ঠ ও যে মহিমা তারা সেখানে স্বচ(দেখেছিলেন, তাদেরকে সবল করে যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। তারা যে উদ্দীপক ঘটনাবলী-পীড়িতের আরোগ্যদান, অন্ধদের দৃষ্টি প্রদান, বধির কর্ণকে খুলে দেয়া, ভূতসমূহকে ভর্ৎসনা করা ও তাদেরকে ছাড়ানো মৃতকে জীবনে উত্থিত করা আর এমন কি বাতাসকে ধমক দেয়া ও তা তাঁর কথা শোনে — যীশুর দ্বারা কৃত সেই চিহ্(কার্যগুলি যা তারা দেখেছিলেন তা স্মরণ করেন। তারা বিশ্বাস করতে পারেন না যে তিনি মরবেন। তারা আশা করেন তিনি তখনো (মতায় উত্তেজিত হবেন আর তাঁর কর্তৃত্বসম্পন্ন-কণ্ঠে সেই রক্ত(পিপাসু জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবেন, যেমন যখন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেন ও তাদেরকে তাড়িয়ে দেন যারা ঈশ্বরের গৃহকে এক পণ্যদ্রব্যের স্থান করছিল(যখন তারা তাঁর সা(াতে পলায়ন করে, যেন এক সশস্ত্র সেনাগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন

করছিল। শিষ্যেরা আশা করেন যে যীশু তাঁর (মতা প্রকাশ করবেন, ও সবার বি(াস অর্জন করবেন যে তিনিই ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন।

যীশুকে প্রতারণা করায় তার বি(াসঘাতকতাপূর্ণ কার্যেতে যিহূদা তার তিক্ত(অনুশোচনা ও লজ্জায় পূর্ণ হয়। যে দুর্ব্যবহার তিনি সহ্য করেন সে যখন তা প্রত্য(করে, সে গলে যায়। সে যীশুকে ভালবেসেছিল, তবে অর্থকে বেশী ভালবেসেছিল। সে ভাবে নি যে তিনি সেই জনতার দ্বারা আপনাকে নিয়ে যেতে দেবেন, যা সে চালিত করেছিল। সে ভাবে যে যীশু কোনো আশ্চর্যকার্য সাধন করবেন ও তাদের থেকে আপনাকে মুক্ত(করবেন। কিন্তু যখন সে দেখে বিচার ক(ত্র(দ্ধ জনতা, তাঁর রক্তে(র জন্য লালায়িত, সে গভীরভাবে তার অপরাধ অনুভব করে, আর অনেকে যখন তীব্রভাবে যীশুর দোষারোপ করছিল, যিহূদা জনতার মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে গিয়ে, স্বীকার করে যে সে নির্দোষ রক্তে(র সঙ্গে বি(াসঘাতকতা করে পাপ করেছিল। সে তাদেরকে সেই অর্থ দেবার চেষ্টা করে ও যীশুকে ছেড়ে দিতে তাদের কাছে অনুনয়-বিনয় করে, বিবৃত করে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলেন। বিরক্তি(ও অপ্রতিভ অবস্থা কিয়দকাল যাজকদেরকে নিশ্চুপ রাখে। তারা চায় না লোকেরা জানুক যে তাঁকে তাদের হস্তে প্রতারিত করতে তারা যীশুর স্বীকৃত অনুগামীদের একজনকে ভাড়া করেছিল। একজন চোরের মত যীশুকে অনুসন্ধান করা ও তাঁকে গোপনে ধরা, তারা লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু যিহূদার স্বীকারোক্তি(, তার উদ্‌ভ্রান্ত ও অপরাধী চেহারা, জনতার সা(াতে যাজকদের অনাবৃত করে, এটা দর্শায় যে, সে ছিল বিদ্বেষ যা তাদেরকে যীশুকে ধৃত করায়। যেমন যিহূদা উচ্চকণ্ঠে যীশুকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে, যাজকেরা উত্তর দেয়, তাতে আমাদের কি? তুমি তা বুঝবে। যীশু তাদের কবলে ছিলেন, আর তাঁর বিষয়ে তারা নি(িচত হবার মনস্থ করে। যিহূদা, নিদা(ণ মনস্তাপে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন - অভিভূত হয়ে, সেই অর্থ যা এখন সে ঘৃণা করে তাদের চরণে ছুঁড়ে ফেলে দেয় যারা তাকে ভাড়া করেছিল, ও তার অপরাধে নিদা(ণ মনস্তাপ ও বিষম আতঙ্কে চলে যায় ও নিজের গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

সেই দলে যীশুর অনেক সহানুভূতি-প্রকাশক ছিল, ও তাঁর উদ্দেশে করা বহু প্র(ে তার কিছুই উত্তর না করায় জনতাকে বিস্মিত করে। সকল অপমান ও বিদ্রূপের প্রতি কোনোই ভ্রুকুটি, একটিও বিরক্তি(জনক মতপ্রকাশ তার মুখায়বে ছিলনা। তিনি মর্যাদাব্যঞ্জকও স্থির ছিলেন। তিনি সিদ্ধ ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রতিমূর্তিতে ছিলেন। দর্শকেরা বিস্ময়ের সাথে তাঁর ওপরে দৃষ্টিপাত করে। তাঁর সিদ্ধ প্রতিমূর্তি, তাঁর স্থির মর্যাদাপূর্ণ আচরণের সঙ্গে তারা তাদের তুলনা করে যারা তাঁর বি(দ্ধে বিচারের আসনে উপবিষ্ট ছিল। পরস্পর বলাবলি করে যে তিনি অধ্য(দের যে কারো চেয়ে বেশী করে এক রাজার মতন ছিলেন যিনি কোনো রাজ্যভার নিয়ে ন্যাস্ত ছিলেন। অপরাধীর কোনো চিহ্(ই তিনি বহন করেন নি। তাঁর দৃষ্টি ছিল নিরীহ, স্বচ্ছ ও নির্ভীক, তাঁর ললাট প্রশস্ত ও উন্নত। মুখের প্রতিটি অংশ দৃঢ়ভাবে উপচিকীর্যা ও মর্যাদাপূর্ণ মৌলিক মনোবৃত্তিতে চিহ্(িত ছিল। তাঁর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণু(তা এতই মনুষ্যের বিসদৃশ ছিল, যে অনেকেই কম্পমান হয়। এমনকি হেরোদ ও পিলাত তাঁর মর্যার্দসম্পন্ন, ঈ(ের-সম আচরণে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ছিল।

পীলাত প্রথম থেকেই বি(াসনিশ্চিত ছিল যে তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি(নন, কিন্তু একজন চমৎকার চরিত্রসম্পন্ন ছিলেন। তাঁকে সে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ বলে বি(াস করে। যে দূতেরা সমগ্র দৃশ্যটির সা(ী ছিলেন তারা পীলাতের দৃঢ় বি(াসগুলি ল(্য করেন, ও যীশুর জন্য তার সহানুভূতি ও অনুকম্পা দেখেন, ও যীশুকে ত্র(শে দেবার জন্যে প্রদান করার বিশ্রী কার্যটিতে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে তাকে র(া করতে, একজন দূতকে পীলাতের স্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়, ও এক স্বপ্নের মাধ্যমে তাকে জ্ঞাপন দেয়া হয় যে সে ছিল ঈ(ের পুত্র যাঁর বিষয় পীলাত ব্যাপৃত ছিল, ও যে তিনি ছিলেন এক নিরাপরাধ কষ্টভোগকারী। সে তৎ(নাৎ পীলাতের কাছে সংবাদ পাঠায় যে এক স্বপ্নে সে তাঁর জন্যে অনেক দুঃখ পায়, ও তাকে সাবধান করে সেই ধার্মিক ব্যক্তি(র সঙ্গে যেন সে কিছু না করে। বার্তাবাহক জ্ঞাপনটি নিয়ে দ্রুত ভিড় ঠেলে অগ্রসব হয়, ও পীলাতকে তা হাতে হাতে প্রদান করে। যেমন সে তা পড়ে সে কেঁপে ওঠে ও পান্ডুর হয়ে যায়। সে তখুনি ভাবে এ ব্যাপারে তার যেন কোনো ভূমিকা না থাকে(যে তারা যদি যীশুর রক্ত(চায় সে তাতে তার প্রভাব প্রদান করবে না, কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে শ্রম করবে।

যখন পীলাত শোনে যে হেরোদ যেরূশালেমে ছিল সে হৃষ্ট হয়, ও আপনাকে বিরক্তি(কর ব্যাপারটি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত(করার ও যীশুকে দোষারোপ করতে কোনো ভূমিকা পালন না করার আশা করে। তাঁর দোষারোপকারীদের নিয়ে সে তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠায়। হেরোদ পাপ করতে অভ্যস্ত হয়েছিল। তার যোহনকে হত্যা করা তার বিবেকের ওপরে এক কলঙ্ক ছাড়ে যার থেকে সে আপনাকে মুক্ত(করতে পারে নি। আর যখন সে যীশুর বিষয়ে ও তাঁর দ্বারা কৃত পরাত্র(মী কার্যসমুহের বিষয়ে শোনে সে ভাবে সে ছিল যোহন যে মৃতগণের মধ্যে হতে উত্থিত হয়েছে। সে শঙ্কিত ও কম্পমান হয় কারণ সে এক অপরাধী বিবেক বহন করে। যীশুর পীলাতের দ্বারা হেরোদের হস্তে স্থাপিত হন। এই কার্যটিকে হেরোদ তার (মতা, কর্তৃত্ব ও যুক্তি(তে সিদ্ধান্তের বিষয়ে পীলাতের মান্যতা বলে বিবেচনা করে। পূর্ব থেকে তারা শত্রু ছিল, কিন্তু অতঃপর তারা বন্ধু হয়ে যায়। যীশুকে দেখে হেরোদ আনন্দিত হয়, কারণ সে প্রত্যাশা করে তার সন্তুষ্টির জন্যে তিনি কোনো পরাত্র(মী কার্য করবেন। কিন্তু তার কৌতুহল প্রশ্রয় দেয়া যীশুর কর্ম ছিল না। তাঁর ঐ(েরিক ও অলৌকিক (মতা ছিল অপরের পরিত্রাণের নিমিত্তে প্রয়োগ করার জন্য, অন্ততঃ তাঁর নিজের স্বার্থে নয়।

হেরোদের দ্বারা তার উদ্দেশে রাখা বহু প্র(ের প্রতি যীশু কিছুই উত্তর দেন নি(যারা তাঁকে তীব্রভাবে দোষারোপ করছিল সেই শত্রুদের প্রতিও তিনি মনোযোগ দেননি। যীশু তার (মতায় ভীত হন না মনে হতে হেরোদ ত্র(দ্ধ হয়, আর তার যুদ্ধের লোকদের নিয়ে, ঈ(ের পুত্রকে বিদ্রূপ ও দোষারোপ করে। তিনি যখন অ(ৈলভাবে অভিযুক্ত(হন, যীশুর মর্যাদাপূর্ণ ঈ(ের-সম হাবভাবে হেরোদ বিস্মিত হয়। আর তাঁকে হেরোদ দোষারোপিত করতে শঙ্কিত হয়, ও তাকে পুনরায় পিলাতের কাছে পাঠায়।

শয়তান ও তার দূতেরা পিলাতকে প্রলোভিত করছিল, ও তার আপন বিনাশে চালিত করার চেষ্টা করছিল। তারা তার কাছে আঁচ দেয় যে যীশুকে দোষারোপিত করতে সে যদি ভূমিকা না নেয়, অন্যেরা নেবে(জনতা তাঁর রক্তে(র জন্যে লালায়িত ছিল, ত্রু(শারোপিত হতে সে যদি যীশুকে অর্পন না করে সে তার (মতা ও জাগতিক মর্যাদা হারাবে, ও সেই ভন্ড-প্রতারকের ওপরে, যেমন তারা তাঁকে নাম দিয়েছে, বি(্বাস করে বলে নিন্দিত হবে। পীলাত তার (মতা ও কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ের কারণে যীশুর মৃত্যুর প্রতি সম্মতি দেয়। আর তার দোষা রোপকারীদের ওপরে যীশুর রক্ত(তার স্থাপন করা, ও জনতা, তাঁর রক্ত(আমাদের ও আমাদের সন্তানদের ওপরে বর্তুক বলে চিৎকার করা সত্বেও, তবুও পীলাত নির্দোষ ছিল না(সে যীশুর রক্তে(র অপরাধী ছিল। তার আপন স্বার্থপর সুবিধের ও জগতের মহান মহান লোকের থেকে সম্মানের ও প্রীতির জন্যে সে এক নির্দোষ ব্যক্তি(কে মরতে অর্পণ করে। পীলাত যদি তার দৃঢ় বি(্বাস অনুসরণ করতো, যীশুকে দোষারোপিত করা নিয়ে পীলাতের কোনো হাত থাকতো না।

যীশুর বিচার ও দন্ডাদেশ অনেকের মনে কাজ করছিল(আর প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছিল যা তাঁর পুন(খানের পরে দৃষ্টিগোচর হতে চলেছিল(আর তেমন অনেকে মন্ডলীর উদ্দেশে যুক্ত(হতে চলেছিল যাদের অভিজ্ঞতা ও দৃঢ় বি(্বাস আরম্ভ করা যেতে পারে যীশুর বিচারের সময় থেকে। শয়তানের ক্রে(াধ প্রবল হয় যেমন সে দেখে যে প্রধান প্রধান পুরোহিতকে যীশুর ওপরে যে সমস্ত নিষ্ঠুরতা আরোপ করতে যে চালিত করেছিল তা তাঁর কাছ থেকে সামান্যতম বিরক্তি(প্রকাশ প্রয়োগ করে নি। আমি দেখি যে যদিও যীশু মনুষ্যের প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন, এক (মতা ও দৃঢ়সংকল্প যা ছিল ঈ(্বর-সদৃশ, তাঁকে ধরে রাখে, আর তিনি মোটেই তাঁর পিতার ইচ্ছে থেকে প্রস্থান করেন নি।

মথি ২৬ঃ ৫৭-৭৫(২৭ঃ১-৩১(মার্ক ১৪ঃ৫৩-৭২(১৫ঃ১-২০(লূক ২২ঃ ৪৭-৭১(২৩ঃ ১-২৫(যোহন ১৮ অধ্যায়(১৯ঃ ১-১৬ দেখুন।

৯ম অধ্যায়

খৃষ্টের ক্রু(শারোপণ

ক্রু(শারোপিত হতে ঈ(রের পুত্র লোকদের কাছে অর্পিত হন। তারা প্রিয় ত্রাণকর্তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। যে কশাঘাত ও প্রহার তিনি প্রাপ্ত হন তার দ্বারা উৎপন্ন হওয়া যন্ত্রণা ও কষ্টভোগের মাধ্যমে তিনি দুর্বল ও ীণ ছিলেন। তথাপি তাঁর ওপরে তারা ভারী ক্রু(শ স্থাপন করে যার ওপরে শীঘ্রই তারা তাঁকে পেরেক-বিদ্ধ করবে। কিন্তু যীশু ভারী বোঝার নীচে মুর্ছা যান। তিন তিন বার তারা তাঁর ওপরে ভারী ক্রু(শটি স্থাপন করে, আর তিন তিন বার তিনি মুর্ছিত হন। তখন তারা তাঁর অনুগামীদের একজনকে পাকড়াও করে, এমন এক ব্যক্তি(যে খোলাখুলি ভাবে যীশুতে বি(াস করে নি, তথাপি তাঁর ওপরে বি(াস রাখে। তারা তার ওপরে ক্রু(শটি স্থাপন করে, আর সে সেটিকে সেই সাংঘাতিক স্থানের উদ্দেশে বহন করেন। তাঁর শিষ্যদের কিছু-সংখ্যক দুঃখ ও দুঃখজনক রোদনের সঙ্গে তাঁকে কালভেরীর দিকে অনুসরণ করেন। তারা স্মরণে আনেন যীশুর বিজয়ের সঙ্গে যিরূশালেমে পশুর পিঠে চড়ে গমন, ও তারা তাঁকে অনুসরণ করছেন, ও উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না !ও পথে তাদের বস্ত্র ও সুন্দর সুন্দর খেজুর পাতা বিছিয়ে দিচ্ছেন। তারা ভাবেন যে তিনি তখন রাজ্য গ্রহণ করবেন, ও ইস্রায়েলের ওপরে এক জাগতিক রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন। দৃশ্যটি কেমন পরিবর্তিত! কেমন (তিগ্রস্ত তাদের প্রত্যাশাগুলি! তারা যীশুকে অনুসরণ করেন, আনন্দ প্রকাশের দ্বারা নয়(লম্প দেয়া হৃদয় ও প্রফল্ল আশাসমূহে নয়(কিন্তু আতঙ্ক ও হতাশায় পীড়িত হৃদয় নিয়ে তারা ধীরে ধীরে, দুঃখে পূর্ণ হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন, যিনি হীনপদস্থ ও অপদস্থ হন, ও যিনি মরতে উদ্যত ছিলেন।

যীশুর জননী সেখানে ছিলেন। তার হৃদয় দা(ণ মনস্তাপে বিদ্ধ হয়, যেমনটি এক অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ মা ছাড়া কেউ অনুভব করে না। তার যন্ত্রণাগ্রস্ত হৃদয় তখনো, শিষ্যদের সঙ্গে, আশা করে যে তার পুত্র কোনো পরাত্র(মী আশ্চর্যকার্য সাধন করবেন, ও তাঁর হত্যাকারীদের কাছ থেকে আপনাকে উদ্ধার করবেন। তিনি সে চিন্তাটি সহ্য করতে পারেন নি যে তিনি আপনাকে ক্রু(শারোপিত হতে দেবেন। তবে প্রস্তুতি আদি হয়েছিল, আর তারা যীশুকে ক্রু(শের ওপরে স্থাপন করে। হাতুরি ও পেরেকগুলি আনা হয়। তাঁর শিষ্যদের হৃদয় তাদের অভ্যন্তরে মুর্ছা যায়। যীশুর মাতা, প্রায় সহ্যের বাইরে, মনস্তাপগ্রস্ত হন। আর যেমন তারা যীশুকে ক্রু(শের ওপরে প্রসারিত করে, ও নিষ্ঠুর পেরেকগুলি দিয়ে তাঁর হস্তদ্বয় কাঠের বাহুসমূহে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়, শিষ্যরা যীশুর মাকে সে দৃশ্য থেকে বহন করেন, যেন তিনি পেরেকগুলির মড়মড় শব্দ শুনতে না পান, যেমন সেগুলি তাঁর কোমল হস্ত ও পদদ্বয়ের হাড় ও মাংসপেশীর মধ্যে দিয়ে চালিতহয়। যীশু বিরক্তি(প্রকাশ করেন না, তবে নিদা(ণ বেদনায় গভীর আর্তনাদ করেন। তাঁর মুখ পান্ডুর ছিল আর তাঁর ললাটে বড় বড় ঘামের ফোঁটা অবস্থিতি করে। শয়তান সেই যন্ত্রণাভোগে উল্লসিত হয়, যার মধ্যে দিয়ে ঈ(রের পুত্র যাচ্ছিলেন, তথাপি শঙ্কিত হয় যে তার রাজ্য বিফল হয়, ও যে তাকে মরতেই হবে।

তাতে যীশুকে পেরেক বিদ্ধ করার পরে তারা ক্রু(শটিকে উত্তোলন করে, আর প্রবল শক্তি(র সঙ্গে তা ভূমিতে সে জন্যে প্রস্তুত করা স্থানাটিতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, দেহের মাংস ছিন্ন করে ও অত্যধিক তীব্র কষ্ট ঘটায়। তাঁর মৃত্যুকে যতখানি সম্ভব লজ্জাকর করে। তাঁর সঙ্গে তারা দুই দস্যুকে, এক এক জনকে যীশুর এপাশে ও ওপাশে, ক্রু(শে দেয়। দস্যুদেরকে বলপ্রয়োগের সঙ্গে, ও তাদের প(থেকে প্রচুর বাধাদানের পরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের বাহুগুলি সজোরে পেছনে ঘোরানো হয় ও তাদের ক্রু(শেতে পেরেকবিদ্ধ করা হয়। কিন্তু যীশু বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করেন। ক্রু(শের ওপরে তার বাহুদ্বয়কে ফেরাতে তাঁর জন্যে বলের প্রয়োজন হয়নি। যখন দস্যুরা তাদের ঘাতকদেরকে গালাগালি-অভিশাপ দিচ্ছিল, যীশু দা(ণ মনোবেদনায় তাঁর শত্রুদের জন্যে প্রার্থনা করছিলেন, পিতঃ, এদেরকে (মা কর, কারণ এরা কি করছে এরা তা জানে না। সে শুধু দেহের বেদনা ছিলনা যা যীশু সহ্য করেন, কিন্তু সমগ্র জগতের পাপরাশি তাঁর ওপরে ছিল।

যেমন যীশু ক্রু(শের ওপরে ঝুলতে থাকেন, কেউ কেউ যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যেন কোন রাজার প্রতি আনত করা হয়, তাদের মস্তক সঞ্চালন করে, তাঁকে গালাগালি করে, ও তাঁর উদ্দেশে বলে, তুমি যদি ঈ(রের পুত্র হও, ক্রু(শের থেকে নেমে এস। দিয়াবল প্রান্তরে যীশুর উদ্দেশে একই কথাগুলি ব্যবহার করে, যদি তুমি ঈ(রের পুত্র হও। প্রধান প্রধান যাজক ও প্রাচীনেরা ও অধ্যাপকেরা উপহ াসের সঙ্গে বলে, ও অপরকে র(া করে, নিজেকে র(া করতে পারে না। ও যদি ইস্রায়েলের রাজা হয় ও এখন ক্রু(শ থেকে নেমে আসুক, আর আমরা ওকে বি(াস করবো। সেই দূতগণ যারা খৃষ্টের ত্র(শারোপণের দৃশ্যের ওপরে চলাফেরা করছিলেন, ত্রে(াধে উত্তেজিত হন, যেমন অধ্য(রা তাকে উপহাস করে, ও বলে, ও যদি ঈ(রের পুত্র হয় আপনাকে উদ্ধার ক(ক। তারা সেখানে যীশুর মুক্তি(র উদ্দেশে আসতে, ও তাঁকে উদ্ধার করতে ইচ্ছে করেন। কিন্তু তাদেরকে তা করতে অনুমতি দেয়া হয় না। তাঁর উদ্দেশ্যের অভিপ্রায় প্রায় সম্পাদিত হয়। যেমন যীশু নিদা(ণ কষ্টের ঐ ভয়াবহ ঘন্টাগুলি ত্র(শের ওপরে ঝোলেন, তিনি তাঁর মাকে ভোলেন নি। তিনি (মা) কষ্টভোগের দৃশ্য থেকে দূরে থাকতে পারতেন না।

যীশুর শেষ শি(া ছিল এক অনুকম্পা ও মানবতার। তিনি তাঁর মায়ের পানে, যার হৃদয় দুঃখের দ্বারা প্রায় বিদীর্ণ ছিল, আর পরে তাঁর প্রিয় শিষ্য যোহনের পানে তাকান, তিনি তাঁর মায়ের উদ্দেশে বলেন, নারী, দেখ তোমার পুত্র। তারপরে তিনি যোহনের প্রতি বলেন, দেখ

তোমার মাতা। আর সেই সময় থেকে যোহন তাকে তার নিজ গৃহে নিয়ে যান।

দা(ণ কষ্টে যীশুর পিপাসা পায়(কিন্তু তাঁকে সিরকা ও তিক্ত(পানীয় দেবার দ্বারা তাঁর ওপরে তারা অতিরিক্ত(অপমান স্তূপীকৃত করে। দূতগণ তাদের প্রিয় অধিনায়কের বিভৎস দৃশ্য দেখেন। যাবৎ না তারা আর দেখতে পারতেন(আর দৃশ্যটি থেকে তাদের মুখ আচ্ছাদন করেন। সূর্য ভয়াবহ দৃশ্যটির ওপরে তাকাতে অস্বীকার করে। 'সমাপ্ত হইল', বলে যীশু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেন, যা তাঁর হত্যাকারীদের হৃদয়ের প্রতি প্রচন্ড ভীতির আঘাত করে। তখন মন্দিরের তিরস্করিনী ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত চিরে দুখান হয়, পৃথিবী কেঁপে ওঠে, আর শৈলসমূহ বিদীর্ণ হয়। মহা অন্ধকার পৃথিবীর ওপরে অবস্থিতি করে। শিষ্যদের শেষ আশা মনে হয় মুছে যায় যেমন যীশু মারা যান। তাঁর অনুগামীদের অনেকে তাঁর দুঃখভোগসমূহ ও মৃত্যুর দৃশ্য স্বচ(দেখে, আর তাদের দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয়।

শয়তান তখন তেমন উল্লাসিত হয় নি যেমনটি পূর্বে হয়েছিল। সে আশা করেছিল যে সে পরিত্রাণের পরিকল্পনা ভেঙ্গে দিতে পারবে(কিন্তু তা খুবই গভীরভাবে স্থাপিত ছিল। আর এখন যীশুর মৃত্যু দ্বারা, সে জানতো যে অবশেষে সে মরবেই, আর তার রাজ্য নিয়ে নেওয়া হবে ও যীশুকে দেয়া হবে। তার দূতগণের সঙ্গে সে এক মন্ত্রণাসভা করে। ঈ(রের পুত্রের বি(দ্ধে সে কিছুই প্রচলিত করতে পারে নি, আর এ(ণে তাদেরকে তাদের প্রচেষ্টাগুলিকে বৃদ্ধি করতেই হবে, আর তাদের চাতুরী ও (মতা দিয়ে যীশুর অনুগামীদের দিকে ফিরতে হবে। যীশুর দ্বারা তাদের জন্যে ত্র(ীত পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া থেকে নিবারণ করতে তারা যা পারে তার সবকিছু করতে হবে। তেমনটি করার দ্বারা শয়তান তখনো ঈ(রের শাসনব্যবস্থার বি(দ্ধে কাজ করতে পারে। যীশুর কাছ থেকে যে সবকিছু রাখা যায় তা তবে আপন স্বার্থের জন্যেও হবে। তাদের পাপের জন্যে যারা খৃষ্টের রক্তে(র দ্বারা ত্র(ীত হয়েছে ও বিজয়ী হয়েছে, অবশেষে পাপের প্রর্বতকের, দিয়াবলের ওপরে ঘুরে আসবে(আর তাকে তাদের পাপরাশি বহন করতে হবে, যখন যারা যীশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ গ্রহণ করে না তাদের নিজ নিজ পাপ বহন করবে।

যীশু জাগতিক আড়ম্বর ও অযৌক্তি(ক প্রদর্শনী-বিহীন ছিলেন। তাঁর বিনীত, আত্ম-ত্যাগকারী জীবন সেই যাজক ও প্রাচীনবর্গের জীবনের প্রতি এক মহা বৈষম্য প্রদর্শন ছিল যারা আরাম ও জাগতিক সম্মান ভালবাসে, আর যীশুর কঠিন ও পবিত্র জীবন ছিল তাদের পাপের কারণে তাদের কাছে এক অবিরত ভর্ৎসনা। তাঁর নম্রতা ও পবিত্রতার জন্যে তারা তাঁকে ঘৃণা করে। তবে এখানে যারা তাঁকে ঘৃণা করে, একদিন তারা তাঁকে স্বর্গের আড়ম্বর ও তাঁর পিতার অনতিত্র(ান্ত মহিমায় দেখবে। বিচার কর(তিনি শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন, যারা তাঁর রক্তে(র জন্যে লালায়িত হচ্ছিল(কিন্তু সেই নির্দয় জনেরা যারা চিৎকার করে ওঠে, ওর রক্ত(আমাদের ও মোদের সন্তানদের ওপরে বর্তুক, তাঁকে এক সম্মানিত রাজা দেখবে। তাঁর উদ্দেশে যিনি হত হন তথাপি পুনরায় এক পরাত্র(মী বিজেতা রূপে জীবিত আছেন, সমগ্র স্বর্গীয় বাহিনী বিজয়ের গীতসমূহ, প্রতাপ ও পরাত্র(মের সঙ্গে তাঁর পথে তাঁর সহচর হবেন। বেচারা কাঁচা, ঘৃণ্য ব্যক্তি(মহিমার রাজার মুখে থুথু ফেলে, যখন সেই অপমানজনক লাঞ্ছনার প্রতি জনতা থেকে এক পাশবিক জয়ের আনন্দ ওঠে। তারা আঘাত ও নিষ্ঠুরতা সহ সেই মুখটির অনিষ্ট করে যা সমগ্র স্বর্গকে শ্রদ্ধায় পূর্ণ করে। তারা আবার সেই মুখটি দেখবে, যা হবে মধ্যাহ্ন(সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও তার সম্মুখ হতেপালাবার চেষ্টা করবে। সেই পাশবিক বিজয়োল্লাসের চিৎকারের পরিবর্তে তারা তাঁর কারণে ভীষণ আতঙ্কে বিলাপ করবে। তাঁর ক্রু(শারোহণের চিহ্ন(গুলি সহ যীশু তাঁর হাত দুখানি উপস্থিত করবেন। এই নিষ্ঠুরতার চিহ্ন(গুলি তিনি সতত বহন করবেন। পেরেকের প্রতিটি দাগ মানবের বিস্ময়কর পরিত্রাণের ও সেই প্রিয় রাজার কাহিনী বলবে যিনি তা ত্র(য় করেন। সেই ব্যক্তি(রাই যারা জীবনের প্রভুর কু(দেশে বর্শা সজোরে ঢুকিয়ে দেয়, বর্শার চিহ্ন(দেখবে ও তার দেহ বিকৃত করায় তারা যে ভূমিকা নেয় তার জন্যে গভীর মনস্তাপে বিলাপ করবে। ক্রু(শের ওপরে তাঁর মাথার ঠিক ওপরে, যিহূদীদের রাজা, এই শিরোনাম লিখনের দ্বারা তাঁর হত্যাকারীরা ভীষণভাবে বিরক্ত(হয়। কিন্তু তখন তারা তাঁকে তাঁর সমস্ত মহিমা ও রাজকীয় (মতায় দেখতে বাধিত হবে। তারা দেখবে তাঁর পরিচ্ছদে ও তাঁর উ(র ওপরে জীবন্ত হরফে লেখা, রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু। তারা তাঁর উদ্দেশে বিদ্রূপের সঙ্গে চিৎকার করে বলে, যেমন তিনি ক্রু(শের ওপরে ঝোলেন, ইস্রায়েলের রাজা খৃষ্ট ক্রু(শ থেকে নেমে আসুক, যেন আমরা দেখতে ও বি(শ্বাস করতে পারি। তখন তারা তাঁকে রাজকীয় (মতা ও কর্তত্বের সঙ্গে দেখবে। তখন তারা তাঁর ইস্রায়ালের রাজা হবার কোনো প্রমাণ দাবি করবে না(কিন্তু তাঁর প্রতাপ ও অতিশয় মহিমার এক অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, ধন্য যিনি প্রভুর নামে আসেন।

পৃথিবীর কম্পন, শীলাসমূহের চিড়ে যাওয়া, পৃথিবীর ওপরে ছেয়ে যাওয়া অন্ধকার, ও যীশুর দীর্ঘ জোরালো উচ্চবর, 'সমাপ্ত হইল', যেমন তিনি তাঁর জীবন ত্যাগ করেন, তাঁর শত্রুদেরকে উদ্বিগ্ন করে, ও তাঁর হত্যাকারীদেরকে কম্পমান করে। শিষ্যেরা এই অদ্ভুত প্রদর্শনেতে আশ্চর্যবোধ করেন(কিন্তু তাদের আশাগুলি সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ হয়। তারা ভীত হন যিহূদীরা তাদেরও বিনষ্ট করার চেষ্টা করবে। ঈ(রের পুত্রের বি(দ্ধে প্রকাশ করা এমন বিদ্বেষ সেখানেই শেষ হবে না বলে তারা ভাবে। একাকী প্রহরগুলি শিষ্যরা দুঃখে, হতাশার ওপরে রোদন করে কাটান। তারা প্রত্যাশা করেন যে তিনি এক জাগতিক রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন(কিন্তু তাদের প্রত্যাশাগুলি যীশুর সঙ্গে ধ্বংস হয়। তাদের দুঃখ ও নিরাশায় তারা সন্দেহ করেন যীশু তাদেরকে ঠকিয়ে ছিলেন কিনা। তাঁর মাতা অপদস্থ হন, আর

এমন কি তাঁর মশীহ হওয়াতে তার বি(্বাস দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

কিন্তু যীশুর সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশাগুলিতে শিষ্যদের হতাশ হয়ে যাওয়া সত্বেও তখনো তারা তাঁকে ভালবাসেন আর তাঁর দেহকে সম্মান করেন ও মর্যাদা দেন। কিন্তু বুঝতে পারেন না কি করে তা লাভ করা যায়। অরিমাথিয়ার যোষেফের, একজন সম্মানিত মন্ত্রণাসভার সদস্যের প্রভাব ছিল, ও তিনি যীশুর একজন খাঁটি শিষ্য ছিলেন। তিনি গোপনে, অথচ নির্ভয়ে পিলাতের কাছে যান ও তাঁর দেহের জন্যে প্রার্থনা করেন। তিনি প্রকাশ্যে যেতে সাহস করেন নি, কারন যিহূদীদের বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে শিষ্যদের ভয় হয় যে যীশুর দেহের এক সম্মানজনক বিশ্রামস্থান হতে তাদের দ্বারা এক বাধা প্রদানের চেষ্টা করা হবে। কিন্তু পিলাত তার অনুরোধ মঞ্জুর করে, আর যেমন তারা ক্রু(শ থেকে যীশুর দেহখানি নামিয়ে নেন, তাদের দুঃখ পুনরায় জেগে উঠে, আর তারা গভীর মনস্তাপে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্যাশার ওপরে শোকপ্রকাশ করেন। তারা সুক্ষ্ম মসীনাবস্ত্রে যীশুর দেহখানি জড়ান, আর যোষেফ তাঁকে আপন নতুন কবরে শুইয়ে দেন। স্ত্রীলোকেরা যারা তাঁর জীবিত থাকাকালে তাঁর নম্র অনুগামী ছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে তখনো তাঁর কবরের কাছে থাকেন, ও যত(ণ না তাঁর পবিত্র দেহ কবরে স্থাপনকরা হয় ও খুব ভারী একখানি পাথর দ্বারে গড়িয়ে দিয়ে রাখা না হয় তাঁকে ছেড়ে যাবেন না, পাছে তাঁর শত্রুরা তাঁর দেহ পাবার চেষ্টা করে। তাদের ভীত হবার প্রয়োজন ছিল না(কারণ আমি দেখি স্বর্গীয় বাহিনী অত্যধিক মনোযোগের সঙ্গে যীশুর বিশ্রাম স্থানটির ওপরে নজর রাখছিলেন। তারা কবরটি পাহারা দিয়ে তাঁর বন্দিগৃহ থেকে প্রতাপের রাজাকে মুক্ত(করতে তাদের ভূমিকা পালন করতে আদেশের অপে(ায় ছিলেন।

খৃষ্টের হত্যাকারীগণ শঙ্কিত ছিল যে তিনি তখনো জীবিত হতে পারেন ও তাদের হাত থেকে সরে পড়বেন। তৃতীয় দিবস পর্যন্ত কবরটি পাহারা দিতে পিলাতের কাছে তারা এক প্রহরার প্রার্থনা করে। কবর পাহারা দিতে পিলাত তাদেরকে সশস্ত্র সেনাগণকে মঞ্জুর করে। দ্বারে পাথরখানি মুদ্রাঙ্কিত করে, পাছে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে চুরি করে নিয়ে যান, ও বলেন যে তিনি মৃতগণের মধ্য হতে উঠেছিলেন।

মথি ২১ ঃ ১-১১(২৭ঃ ৩২-৬৬(মার্ক ১৫ঃ ২১-৪৭(লূক ২৩ঃ ২৬-৫৬(যোহন ১৯ঃ ১৭-৪২(প্রকাশিত বাক্য ১৯ঃ ১১-১৬ দেখুন।

১০ম অধ্যায়

খৃষ্টের পুন(োন

শিষ্যেরা শাব্বাতদিনে বিশ্রাম করেন, তাদের প্রভুর মৃত্যুর জন্যে দুঃখপ্রকাশ করেন, যখন যীশু, প্রতাপের রাজা কবরে বিশ্রাম করেন। রাতটি ধীরে ধীরে কেটে যায়, আর যখন তখনো তা অন্ধকারে ছিল, কবরের ওপরে ঘোরাফেরা করা দূতেরা জানতেন যে ঈ(রের প্রিয় পুত্রের, তাদের প্রিয়পাত্র অধিনায়কের, মুক্তি(পাবার সময় প্রায় আগত ছিল। আর যেমন তারা গভীরতম আবেগ নিয়ে তাঁর সাফল্যের অপে(া করেছিলেন, এক প্রবল শক্তি(শালী দূত স্বর্গ থেকে দ্রুতবেগে উড়ে আসেন। তার মুখমন্ডল বিদ্যুতের ও তার পোষাক তুষারের ন্যায় শুভ্র ছিল। তার দীপ্তি তার গতিপথ থেকে অন্ধকার অন্তর্হিত করে, আর যারা বিজয়ের সঙ্গে যীশুর দেহ দাবি করেছিল সেই অসৎ দূতগণকে তার উজ্জ্বলতা ও প্রতাপ থেকে মহা আতঙ্কে পলায়ন করায়। স্বর্গদূতীয় বাহিনীর একজন যিনি যীশুর অবমাননার ঘটনা স্বচ(দেখেছিলেন, ও তাঁর পবিত্র বিশ্রামের স্থান চৌকি দিচ্ছিলেন স্বর্গ হতে আসা দূতের সঙ্গে যোগ দেন। আর একত্রে তারা কবরের অভিমুখে নেমে আসেন। পৃথিবী বিচলিত হয় ও কেঁপে ওঠে যেমন তারা এগিয়ে আসেন, আর এক প্রবল ভূমিকম্প হয়। উৎসাহী ও প্রতাপশালী দূত পাথরটি ধরেন ও তাড়াতাড়ি সেটিকে গড়িয়ে দ্বার থেকে সরিয়ে দেন ও তার ওপরে বসেন।

প্রহরীদেরকে ভীষণ ভয় আত্র(ান্ত করে। যীশুর দেহখানি ধরে রাখতে এ(ণে তাদের (মতা ছিল কোথায়? তাদের কর্তব্যের বিষয়ে, কিম্বা তাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তারা ভাবে নি। তারা বিস্মিত ও সন্ত্রাসগ্রস্ত হয়, যেমন সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে চর্তুদিকে দূতগণের অতিশয় উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হয়। রোমীয় প্রহরীরা দূতগণকে দেখে, ও মৃত ব্যক্তি(র ন্যায় ভূমিতে পতিত হয়। একজন দূত বিজয়ে পাথরখানি গড়িয়ে সরিয়ে দেন, ও এক স্পষ্ট ও জোরালো কণ্ঠে, চিৎকার করে বলেন, হে ঈ(রের পুত্র! আপনার পিতা আপনাকে ডাকেন! বের হয়ে আসুন! মৃত্যু আর তাঁর ওপরে আধিপত্য রাখতে পারে না। যীশু মৃতগণের মধ্যে হতে ওঠেন। অপর দূত কবরে প্রবেশ করেন, আর যেমন যীশু বিজয়ের সঙ্গে উত্থিত হন, তিনি তাঁর মস্তকে জড়ানো কাপড়খানি খোলেন, আর যীশু এক বিজয়ী জেতার ন্যায় চলে আসেন। ভক্তি(পূর্ণ বিস্ময়ে দূতীয় বাহিনী দৃশ্যটির ওপরে স্থির দৃষ্টিতে তাকান। আর যেমন যীশু প্রতাপের সঙ্গে কবরের থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসেন, সেই উজ্জ্বল দূতেরা আপনাকে ভূমিতে অবনমিত করেন ও তাঁর আরাধনা করেন(পরে বিজয় ও সাফল্যের গীতসমূহে অভিবাদন করেন, যে মৃত্যু তার ঐ(রিক বন্দিকে আর ধরে রাখতে পারতো না। শয়তান এ(ণে বিজয়োল্লাস করে না। তার দূতেরা স্বর্গীয় দূতগণের উজ্জ্বল তীক্ষ্ম আলোকের সা(াতে পলায়ন করেছিল। তারা বিদ্বেষের সঙ্গে তাদের রাজার কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করে, যে তাদের কাছ থেকে তাদের শিকার বলপূর্বক নিয়ে নেয়া হয়েছিল, ও যে তিনি যাঁকে তারা এমন প্রবলভাবে ঘৃণা করে, মৃতগণের মধ্যে হতে উঠেছিলেন।

শয়তান ও তার দূতেরা অল্প মুহূর্তের সাফল্য উপভোগ করেছিল যে পতিত লোকদের ওপরে তাদের (মতা জীবনের প্রভুকে কবরে স্থাপন করা ঘটিয়েছিল(তবে তাদের নারকীয় সাফল্য ছিল সং(প্ত। কারণ যেমন যীশু তাঁর কারাগৃহ থেকে এক মহিমাময় সাফল্যে বেরিয়ে আসেন, শয়তান বুঝতে পারে যে এক নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে মরতেই হবে, ও তার রাজ্য তাঁর কাছে চলে যাবে, যার অধিকার তার ছিল। সে বিলাপ করে ও ত্রে(াধোন্মত্ত হয় যে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ও (মতা সত্বেও, যীশু পরাজিত হন নি, কিন্তু মনুষ্যদের জন্যে পরিত্রাণের একপথ খুলে দিয়েছিলেন, আর যে কেউ চাইবে তাতে চলতে পারে ও র(া পেতে পারে।

অল্প(ণের জন্যে শয়তানকেবিষন্ন মনে হয় ও সে ক্লেশ প্রকাশ করে। ঈ(রের শাসনব্যবস্থার বি(দ্ধে কাজ করতে এরপরে তারা কিসে ব্যাপৃত হবে তা বিবেচনা করতে সে তার দূতগণের সঙ্গে এক মন্ত্রণাসভা করে। শয়তান বলে, তোমাদেরকে অবশ্য করে প্রধান প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনবর্গের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তাদেরকে প্রতাড়িত করতে ও তাদের চোখ অন্ধ করতে, যীশুর বি(দ্ধে তাদের হৃদয় কঠিন করতে আমরা সফল হয়েছি। তাকে এক ভন্ড বলে আমরা বি(োস করিয়েছি। রোমীয় চৌকি ঘৃণাজনক খবরটি বয়ে নিয়ে যাবে যে যীশু উত্থিত হয়েছেন। যাজক ও প্রাচীনবর্গকে আমরা যীশুকে ঘৃণা করতে ও তাকে হত্যা করকে চালিত করি। এ(ণে তাদের সা(াতে এক উজ্জ্বল আলোকে এটা তুলে ধর, যে যেমন তারা তাঁর হত্যাকারী ছিল, এটা যদি জানাজানি হয়ে যায় যে তিনি উঠেছেন, তারা লোকদের দ্বারা প্রস্তরাঘাতপ্রাপ্ত হবে, যেহেতু তারা একজন নির্দোষ ব্যক্তি(কে হত্যা করে।

আমি দেখি রোমীয় চৌকি, যেমন দূতীয় বাহিনী স্বর্গের দিয়ে চলে যান, এবং জ্যোতি ও মহিমা চলে যায়, এটা দেখতে আপনাকে উত্তোলন করে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরানো তাদের প(নিরাপদ কি না। তারা বিস্ময়ে পূর্ণ হয় যেমন তারা দেখে যে প্রকান্ড পাথরখানি কবরের দ্বার থেকে গড়ানো হয়েছে, ও যীশু উত্থিত হন। তারা যা দেখেছিল তার অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি প্রধান প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনদের কাছে যায়(আর যেমন সেই হত্যাকারীরা অদ্ভুত বিবরণী শোনে তাদের মুখমন্ডলে পান্ডুরতা আসে। তারা যা করেছিল তাতে তাদেরকে ভীষণ আতঙ্ক চেপে ধরে। তারা তখন বুঝতে পারে যে যদি বিবরণীটি সঠিক হয়, তারা বিনাশপ্রাপ্ত। কিছু(ণের জন্যে তারা স্তম্ভিত হয়(আর পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে, কি করবে বা বলবে বুঝতে পারে না। তারা যথায় স্থাপিত ছিল তা বি(োস করতে পারে না যদি না তা তাদের আপন দোষারোপে হয়। নিজেরা নিজেরা একান্তে পরামর্শ করতে যায় কি করা যেতে পারে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে যদি এটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায় যে যীশু উঠেছিলেন, আর অমন গৌরবের প্রতিবেদন, যা চৌকিকে মৃত ব্যক্তি(দের ন্যায় পতিত করাটি, লোকদের

কাছে পৌঁছোলে, তারা নিশ্চয়ই ত্রে(াধিত হবে ও তাদেরকে হত্যা করবে। ব্যাপারটি গোপন রাখতে তারা সৈন্যদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত(করে। এই বলে তারা তাদেরকে প্রচুর অর্থ দেয়, তোমরা বল, যখন আমরা ঘুমিয়েছিলাম, তাঁর শিষ্যরা রাতের মধ্য দিয়ে আসেন ও তাঁকে চুরি করে নিয়ে যান। আর যখন চৌকি জিজ্ঞেস করে তাদের নির্দিষ্ট স্থানেতে ঘুমোবার জন্য তাদের সঙ্গে কি করা হবে, যাজক ও প্রাচীনেরা বলে যে তারা শাসনকর্তাকে প্রবর্তিত করবে ও তাদেরকে বাঁচাবে। পয়সার উদ্দেশ্যে রোমীয় চৌকি তাদের সম্মান বিত্র(ী করে এবং যাজক ও প্রাচীনদের পরামর্শ অনুসরণ করতে রাজী হয়।

যখন যীশু যেমন তিনি ত্রু(শের ওপরে ঝোলেন, চিৎকার করে বলেন, 'সমাপ্ত হইল', শিলাসমূহ বিদীর্ণ হয়, পৃথিবী কেঁপে উঠে ও কবরের কতকগুলি নাড়ায় খুলে যায়(কারণ যখন যীশু মৃতগণের মধ্য হতে ওঠেন, এবং মৃত্যু ও কবরকে জয় করেন(যখন তিনি তাঁর কারা গৃহ থেকে এক সফলকাম বিজয়ী রূপে বেরিয়ে আসেন(যে সময়ে পৃথিবী টলমল করছিল ও কাঁপছিল, ও স্বর্গের চমৎকার মহিমা পবিত্র স্থানটির আশেপাশে গুচ্ছ-বদ্ধ হয়, তাঁর আহ্বানে আজ্ঞাবহ হয়ে ধার্মিকদের অনেকে সা(ীরূপে বেরিয়ে আসেন যে তিনি উঠেছিলেন। সেইসব অনুগৃহীত, পুন(খিত সাধুগণ মহিমান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসেন। তারা ছিলেন কিছু মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তি(যারা সৃষ্টি থেকে প্রত্যেক যুগে জীবিত ছিলেন, এমন কি খৃষ্টের সময়কাল পর্যন্ত। আর যে সময়ে প্রধান প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনেরা খৃষ্টের পুন(খান চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল, খৃষ্ট যে উঠেছিলেন তার সা(্য দিতে ও তাঁর মহিমা প্রচার করতে ঈশ্বরের একটি দলকে তাদের কবর থেকে আনবার মনস্থ করেন।

যারা পুন(খিত হন তারা ছিলেন বিভিন্ন আকৃতির ও গঠনের। আমাকে জ্ঞাত করা হয় যে পৃথিবীর নিবাসীগণ অপজাত হয়ে এসে, তাদের শক্তি(-সামর্থ ও লাবণ্য হারাচ্ছিল। শয়তানের ব্যাধি ও মৃত্যুর বিষয়ে (মতা আছে, আর প্রত্যেক যুগে অভিশাপটি অধিকতর প্রতীয়মান হয়, ও শয়তানের (মতা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে চেহারায় ও গঠনে দেখতে অধিকতর চমৎকার ছিলেন। আমাকে জ্ঞাত করা হয় যে যারা নোহের ও আব্রাহামের সময়ে বাস করেন তারা গঠনে, সৌন্দর্যে ও সামর্থে বেশী করে দূতগণের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু প্রতিটি প্রজন্ম দুর্বলতর ও ব্যাধির প্রতি অধিকতর বশীভূত হয়ে আসছিল ও তাদের জীবন সং(প্তর স্থায়ীত্বে হয়ে আসছিল। শয়তান শিখে চলেছিল মনুষ্যদেরকে কি করে উত্যক্ত(করা যায় ও মানবজাতিকে দুর্বল করা যায়।

ঐসব পবিত্র লোক যারা খৃষ্টের পুন(খানের পরে বেরিয়ে আসেন অনেকের কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেন যে মানবের জন্যে বলিদান সম্পূর্ণ ছিল, যে যীশু যাঁকে যিহূদীরা ত্রু(শে দেয়, মৃতগণের মধ্য হতে উঠেছিলেন ও আরো বলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে উঠেছি, তাব া সা(্য বহন করেন যে সে ছিল তাঁর পরাত্র(মী (মতা যদ্বারা তাদেরকে তাদের কবর থেকে আহ্বান করা হয়েছিল। প্রচারিত হওয়া মিথ্যা জ্ঞাপনগুলি সত্বেও, ব্যাপারটি শয়তানের তার দূতগণের, কিম্বা প্রধান পুরোহিতদের দ্বারা লুকানো যায় নি, কারণ এই পবিত্র দলটি তাদের কবর থেকে বাইরে আনীত হয়ে, অদ্ভুত, আনন্দময় খবরটি প্রচার করেন(যীশুও তাঁর দুঃখ প্রকাশকারী, ভগ্ন-হৃদয় শিষ্যদের কাছে আপনাকে দেখা দিয়ে, তাদের শঙ্কা-ভয় দূরীভূত করেন, ও তাদের উল্লাসিত হওয়া ও আনন্দ উৎপন্ন করেন ।

খবরটি যেমন নগর থেকে নগরে, শহর থেকে শহরে ছড়ায়, তাদের পালায় যিহূদীরা তাদের জীবনের জন্যে শঙ্কিত হয়, ও শিষ্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ তারা পোষণ করে তা লুকোয়। তাদের একমাত্র আশা ছিল মিথ্যে খবর ছড়ানো। আর ইচ্ছে এই যে যাদের এই মিথ্যে খবরটি সত্য হয়, তা বি(্বাস করে। পিলাত কম্পিত হয়। সে প্রদত্ত জোরালো সা(্যটি বি(্বাস করে যে যীশু মৃতগণের মধ্যে থেকে ওঠেন, যে অনেকে তাঁর সঙ্গে আনীত হন, আর তার শাস্তি তাকে চিরকালের জন্যে ত্যাগ করে। জাগতিক সম্মানের উদ্দেশ্যে, তার কর্তৃত্ব, তার জীবন হারাবার ভয়ে, সে যীশুকে মরতে অর্পণ করে। এ(ণে সে সম্পূর্ণভাবে বি(্বাসসিদ্ধ হয় যে সে শুধু এক সাধারণ লোক, নির্দোষ লোক ছিল না যাঁর রক্ত(র জন্যে সে দোষী ছিল কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের রক্ত(র জন্যে। পীলাতের জীবন ছিল শোচনীয়(তার শেষ পর্যন্ত শোচনীয়। হতাশা ও মনস্তাপ প্রতিটি আশাবান, আনন্দময় অনুভূতি ভেঙ্গে দেয়। সে সান্তনাপ্রাপ্ত হতে অস্বীকার করে, ও এক অতি শোচনীয় মৃত্যু মরে।

হেরোদের হৃদয় আরো কঠিন হয়, আর যখন সে শোনে যে যীশু উঠেছিলেন, সে বহুল পরিমানে উদ্বিগ্ন হয় না। সে যাকোবের জীবন হরণ করে(আর যখন সে দেখে যে এটা যিহূদীদেরকে সন্তুষ্ট করে, তাকে মেরে ফেলবার মনস্থ করে সে পিতরকেও ধরে। তবে পিতরের করার জন্য ঈশ্বরের এক কাজ ছিল ও তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করেন ও তাকে উদ্ধার করেন। হেরোদ শাস্তির দ্বারা বিচারিত হয়। এক বিশাল জনতার দৃষ্টির সা(াতে ঈশ্বর তাকে আঘাত করেন, যেমন সে আপনাকে তাদের সা(াতে উন্নত করছিল, আর সে এক ভয়ানক মৃত্যু মরে।

অতি প্রত্যুষে, এমন কি দিন হবার পূর্বেই ধার্মিক রমনীরা কবরের কাছে এসে যীশুর পবিত্র দেহকে অভিষিক্ত(করতে সুগন্ধি দ্রব্যদি আনেন, যখন দেখ! তারা দেখতে পান কবরের দ্বার থেকে ভারী পাথরখানি গড়ানো ছিল, ও যীশুর দেহখানি সেখানে ছিল না। তাদের ভেতরে তাদের হৃদয় দমে যায়, আর তাদের আশঙ্কা হয় তাদের শত্রুরা দেহখানি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আর দেখ, দুজন দূত শুভ্র বস্ত্রে তাদের পাশে দাড়িয়ে(তাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ও দীপ্তিশালী ছিল। তারা ধার্মিক নারীদের ভারার্পিত কার্যটি বুঝতে পারেন। আর তখুনি তাদেরকে বলেন যে তারা যীশুর অন্বেষণ করছিলেন, কিন্তু তিনি তথায় নেই, তিনি উত্থিত হয়েছিলেন, আর তারা দেখতে পারেন যেখানে তিনি শায়িত ছিলেন। তার শিষ্যদেরকে এই বলতে তারা নির্দেশ দেন যে তিনি তাদের পূর্বে গালীলে যাবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ভীত ও বিস্মিত ছিলেন। তারা শিষ্যদের কাছে দৌড়ে যান যারা দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, ও শান্তনাপ্রাপ্ত হতে পাবেন না কারণ তাদের প্রভু ত্রু(শারোপিত হয়েছিলেন(তারা তাড়াতাড়ি করে বিষয়গুলি তাদেরকে বলেন যা তারা দেখেন ও শোনেন। শিষ্যরা বি(্বাস করতে পারেন না যে তিনি

উত্থিত হয়েছিলেন, তবে যারা জ্ঞাপনটি এনেছিলেন, সেই স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কবরের উদ্দেশে দ্রুতবেগে দৌড়ে যান, ও দেখতে পান সত্যিই যীশু তথায় ছিলেন না। তথায় তাঁর মসিনা বস্ত্রগুলি ছিল। কিন্তু তারা শুভ সংবাদটি বিশ্বাস করতে পারেন না যে যীশু মৃতদের মধ্যে হতে উঠেছিলেন। তারা যারা দেখেছিলেন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে, আর যে খবর নারীদের দ্বারা তাদের কাছে আনীত হয়েছিল তাঁতে বিস্মিত হয়ে গৃহে ফিরে যান। তবে তিনি যা দেখেছিলেন তার বিষয়ে চিন্তায় ও এই চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে যে হয়তো প্রতারিত হয়ে থাকবেন, মরিয়ম কবরের আশে পাশে গড়িমসি করার মনস্থ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন নব নব পরী(া তার প্রতী(া করে। তার শোক বেড়ে যায়, ও তিনি তীব্র রোদনে ভেঙে পরেন। কবরের মধ্যে আবার দৃষ্টি দিতে তিনি ঝুঁকে পড়েন ও শুভ্র বস্ত্রে দুজন দূতকে দেখতে পান। তাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান ছিল। একজন শিয়রে, অন্যজন পায়ের দিকে, যেখানে যীশু শায়িত ছিলেন। তারা তার উদ্দেশে কোমলভাবে কথা বলেন, ও তিনি কেন রোদন করেন জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তর দেন তারা আমার প্রভুকে নিয়ে গিয়েছে, আর আমি জানিনে তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।

আর যেমন তিনি কবর থেকে ঘোরেন, তিনি দেখেন যীশু তার পাশে দাঁড়িয়ে, তবে তাঁকে চেনেন নি। যীশু কোমলভাবে মরিয়মের প্রতি কথা বলেন, ও তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করেন, ও তাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি কাকে খুঁজছিলেন। তিনি মনে করেন তিনি মালি ছিলেন, ও তার কাছে বিনতি করেন, যদি তিনি তার প্রভুকে নিয়ে গিয়ে থাকেন বলুন তিনি কোথায় তাঁকে রেখেছিলেন, আর তিনি তাঁকে নিয়ে যাবেন। যীশু তার কাছে তাঁর নিজ স্বর্গীয় কণ্ঠে কথা বলেন, ও বলেন, মরিয়ম! তিনি সেই প্রিয় কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, আর তাড়াতাড়ি উত্তর দেন, প্রভু! আর হর্ষ ও আনন্দের সঙ্গে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হন(কিন্তু যীশু পিছিয়ে দাঁড়ান, ও বলেন, আমাকে ছুঁয়ো না, কারণ আমি আমার পিতার কাছে এখনো আরোহণ করি নি(তবে আমার ভ্রাতৃগণের কাছে যাও ও তাদের উদ্দেশে বল, আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতার কাছে এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বরের কাছে আরোহণ করি। উল্লাসের সঙ্গে তিনি শুভ সমাচারটি নিয়ে শিষ্যদের কাছে ত্বরা করেন। তাঁর ওষ্ঠদ্বয় থেকে শুনতে যে তিনি বলিদান গ্রহণ করেন, ও যে তিনি সব কিছু ভালভাবে করেছিলেন, ও তাঁর পিতার কাছ থেকে স্বর্গে, ও পৃথিবীর ওপরে সমস্ত (মতা প্রাপ্ত হতে যীশু শীঘ্র তাঁর পিতার কাছে আরোহণ করেন।

দূতগণ এক মেঘের ন্যায় ঈশ্বরের পুত্রকে ঘিরে ধরেন, ও চিরস্থায়ী দ্বারগুলিকে স্ফীত হতে আদেশ দেন যেন গৌরবের রাজা ভেতরে আসতে পারেন। আমি দেখি যে যখন যীশু সেই উজ্জ্বল স্বর্গীয় বাহিনীর সঙ্গে এবং তাঁর পিতার সম(ছিলেন, ও পিতার মহিমা তাঁকে বেষ্টিত করে, তিনি পৃথিবীর ওপরে তাঁর বেচারা শিষ্যদেরকে ভোলেন নি(কিন্তু তাঁর পিতার কাছ থেকে (মতা প্রাপ্ত হন, যাতে তিনি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারেন, আর যখন তাদের সঙ্গে হবেন তাদের উদ্দেশে (মতার অংশ প্রদান করতে পারেন। ঐ দিনই তিনি ফিরে যান ও তাঁর শিষ্যদের কাছে আপনাকে দর্শান। তখন তিনি তাদেরকে তাঁকে স্পর্শ করতে দেন, কারণ তিনি তাঁর পিতার কাছে আরোহণ করেছিলেন, ও (মতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তবে এই সময়েতে থোমা হাজির ছিলেন না। তিনি নম্রভাবে শিষ্যদের প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন না, কিন্তু দৃঢ়ভাবে, ও আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্চয় করে বলেন যে তিনি বিশ্বেস করবেন না, যদি না তিনি পেরেকের চিহ্(গুলিতে তার অঙ্গুলি, ও তার কু(দেশে তার হাত না রাখেন যেখানে নিষ্ঠুর বর্শা ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এতে তার ভ্রাতৃগণের বিষয়ে তিনি এক বিশ্বাসের অভাব দর্শান। আর সবাই যদি একই প্রমাণ দাবি করে, শুধু অল্পজনেই যীশুকে গ্রহণ করবে ও তার পুন(খান বিশ্বাস করবে। তবে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল যে শিষ্যদের প্রতিবেদনটি একজনের কাছ থেকে অন্যদের কাছে যাবে, আর অনেকেই তাদের ওষ্ঠ থেকে তা প্রাপ্ত হবে যারা শুনেছিল ও দেখেছিল। ঈশ্বর তেমন অবিশ্বাসের সঙ্গে অতিশয় প্রীত ছিলেন না। আর আবার যখন যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সা(াৎ করেন, থোমা তাদের সঙ্গে ছিলেন। যে মুহূর্তে তিনি যীশুকে দেখেন তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে দৃষ্টির সঙ্গে অনুভব শক্তি(র যোগ না হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, আর যীশু তাকে সেই প্রমাণ দেন যার তিনি বাসনা করেন। থোমা চিৎকার করে ওঠেন, আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর। তবে যীশু তার অবিশ্বাসের জন্যে থোমাকে তিরস্কার করেন। তার উদ্দেশে তিনি বলেন, থোমা যেহেতু তুমি আমাকে দেখেছ তুমি বি শ্বাস করেছ, ধন্য তারা যারা দেখেনি আর তবুও বিশ্বাস করেছে।

সুতরাং, আমি দেখি, প্রথম ও দ্বিতীয় দূতের বার্তায় যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই' অবশ্যই তাদেরকে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে যাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল, ও বার্তাগুলির মাধ্যমে অনুসরণ করে। যেমন যীশু ত্র(শারোপিত হন, তেমনি আমি দেখি যে এই বার্তাগুলি ত্রু(শারোপিত হয়ে এসেছে। আর যেমন শিষ্যরা বিবৃত করেন যে মনুষ্যদের মধ্যে প্রদত্ত, স্বর্গের নীচে অন্য কোনো নামে পরিত্রাণ নেই, তেমনি, ঈশ্বরের সেবকেরাও বিশ্বস্তভাবে ও নির্ভয়ে ব্যক্ত(করবেন যে তৃতীয় বার্তার সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যসমূহের শুধু এক অংশ যারা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে' অবশ্যই সানন্দে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্তাসমূহ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবে যা ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছেন, নতুবা ব্যাপারটিতে কোনো অংশ কিম্বা ভাগ নেই।

আমাকে দেখানো হয় যে ধার্মিক স্ত্রীলোকেরা সেই সংবাদ বয়ে বেড়াচ্ছিলেন যে যীশু উত্থিত হয়েছিলেন। রোমীয় চৌকি সেই মিথ্যাটি ছড়াচ্ছিল যা প্রধান প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনবর্গের দ্বারা তাদের মুখে রাখা হয়েছিল, যখন তারা ঘুমোয়, যে শিষ্যরা রাত্রিযোগে আসে ও যীশুর দেহকে চুরি করে। শয়তান এই মিথ্যাটি প্রধান পুরোহিতদের হৃদয় ও মুখে রাখে, আর লোকেরা তাদের কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। তবে ঈশ্বর এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন, ও এই গু(ত্বপূর্ণ ঘটনাটি সমস্ত সন্দেহের বাইরে তাতে স্থাপন করেন, যার ওপরে পরিত্রাণ আটকানো রয়েছে, আর যেখানে যাজক ও প্রাচীনদের প(তা চাপা দেয়া অসম্ভব ছিল।

যীশু শিষ্যদের সঙ্গে চল্লিশ দিন থেকে, হৃদয়ের আনন্দ ও উৎফুল্লতা ঘটান, ও তাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবতাসমূহকে

আরো পূর্ণভাবে উন্মুক্ত(করেন। তাঁর দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুন(ত্থানের সম্পর্কে তারা যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন(যে তিনি পাপের জন্যে এক বলিদান করেছিলেন, যে যারা চাইবে তাদের সবাই, তাঁর পানে আসতে পাবে ও জীবন পেতে পারে, তাদেরকে তিনি সেই বিষয় সম্বন্ধে সা(্য বহনের ভারার্পণ করেন। তিনি সত্য কোমলতায় তাদেরকে বলেন যে তারা তাড়িত ও ক্লেশেপ্রাপ্ত হবেন(তবে তাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখে, ও তাদের কাছে তিনি যে বাক্যসমূহ বলেছিলেন তা স্মরণ করে তারা যন্ত্রণার লাঘব পাবেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে তিনি দিয়াবলের প্রলোভনগুলি জয় করেছিলেন, এবং পরী(া-প্রলোভন ও দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে বিজয় বজায় রাখেন, যাতে তাঁর ওপরে শয়তান আর (মতা না রাখতে পারে, কিন্তু অধিকতর প্রত্য(ভাবে তাদের ওপরে ও তাদের সবার ওপরে যারা তাঁর নামে বি(্বাস করবে, তার প্রলোভনগুলি ও (মতা বহন করে আনবে। তিনি তাদেরকে বলেন যে তারা বিজয়লাভ করতে পারেন যেমনটি তিনি করেছিলেন। চিহ্(কার্য সাধন করতে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে (মতা দিয়ে ভূষিত করেন, আর তিনি তাদেরকে বলেন যে যদিও তাদের দেহের ওপরে দুষ্ট লোকদের (মতা থাকবে, তিনি নির্দিষ্ট সময়েতে তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করবেন ও তাদেরকে উদ্ধার করবেন(যেন তাদের জীবন তাদের কাছ থেকে নিতে না পারা যায় যাবৎ না তাদের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হবে। আর যখন তাদের সা(্য শেষ হবে, তারা যে সা(্য বহন করেছিলেন সেগুলি মোহর-যুক্ত(করতে তাদের জীবন আবশ্যক বোধ হতে পারে। তাঁর উৎসুক অনুগামীরা সানন্দে তাঁর শি(াসমূহ শ্রবণ করেন। তারা সাগ্রহে প্রতিটি বাক্যের ওপরে পরিতৃপ্ত হন যা তাঁর পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় থেকে পতিত হয়। তখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে তিনি জগতের ত্রাণকর্তা ছিলেন। প্রতিটি বাক্য গভীর প্রভাব নিয়ে তাদের হৃদয়ে পতিত হয়, আর তারা দুঃখ প্রকাশ করেন যে তাদেরকে তাদের স্বর্গীয় গু(র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে(যে অল্প(ণ পারে আর তারা তাঁর ওষ্ঠদ্বয় থেকে সান্তনাপূর্ণ অনুগ্রহের বাক্য শুনবেন না। কিন্তু আবার তাদের হৃদয় ভালবাসা ও অতিশয় আনন্দে উষ(হয়, যেমন যীশু তাদেরকে বলেন, যে তিনি যাবেন ও তাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করবেন, ও আবার আসবেন ও তাদেরকে নিয়ে যাবেন, যেন তারা সতত তাঁর সঙ্গে থাকেন। তিনি তাদেরকে বলেন যে, সকল সত্য তাদেরকে পথ দেখাতে, আর্শীবাদ করতেও চালিত করতে, তিনি তাদেরকে সহায়, পবিত্র আত্মা, পাঠাবেন। আর তিনি তাঁর হস্তদ্বয় তোলেন ও তাদেরকে আর্শীবাদ করেন।

১। প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ৬-৮ দেখুন। এই পুস্তকের ২৩ ও ২৪ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২। প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ৯-১২ দেখুন। এই পুস্তকে ২৮ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মথি ২৭ঃ ৫২, ৫৩(২৮ অধ্যায়(মার্ক ১৬ ঃ ১-১৮(লূক ২৪ঃ ১-৫০(
যোহন ২০ অধ্যায়(প্রেরিত ১২ অধ্যায় দেখুন।

১১শ অধ্যায়

খৃষ্টের স্বর্গারোহণ

সমগ্র স্বর্গ সেই সাফল্যের নির্দিষ্ট সময়ের প্রতী(ায় ছিল যখন যীশু তাঁর পিতার কাছে আরোহণ করবেন। মহিমার রাজাকে অভ্যর্থনা করতে ও তাঁকে জয়ের উল্লাসে স্বর্গের পানে সাহচর্য দিতে দূতগণ উপনীত হন। তাঁর শিষ্যদেরকে যীশু আশীর্বাদ করার পরে, তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন, ও ঊর্দ্ধে নীত হন। আর যেমন তিনি ঊর্দ্ধদিকে পথ পরিচালন করেন, বন্দিরূপে আবদ্ধ জনতা যারা তাঁর পুন(খানেতে উত্থাপিত হয়েছিলেন, অনুসরণ করেন। স্বর্গীয় বাহিনীর এক বহু সংখ্যা উপস্থিত ব্যক্তি(বর্গে ছিলেন, যখন স্বর্গে এক অগণিত সংখ্যক দূত তাঁর আগমনের প্রতী(া করেন। যেমন তারা পবিত্র নগরীতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন, যে দূতগণ যীশুর সহচর ছিলেন চিৎকার করে বলেন, হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তোল(হে চিরন্তন কবাট সকল , উত্থিত হও(প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন। তীব্র আনন্দের সঙ্গে নগরীতে দূতগণ, যারা তাঁর আগমন প্রতী(া করেন, চিৎকার করে বলেন, সেই প্রতাপের রাজা কে? সহচর দূতেরা সাফল্যের আনন্দে উত্তর দেন, পরাত্র(মী ও বীর সদাপ্রভু, যুদ্ধবীর সদপ্রভু। হে পুরদ্বার সকল মস্তক তোল(হে চিরন্তন কবাট সকল, মস্তক উত্থাপন কর। আবার স্বর্গীয় বাহিনী চিৎকার করে ওঠেন, সেই প্রতাপের রাজা কে? সহচর দূতেরা সুললিত গীতে উত্তর দেন, বাহিনীগণের সদাপ্রভু! তিনিই প্রতাপের রাজা! আর স্বর্গীয় অনুচরবর্গ নগরীর মধ্যে চলে যান। তখন সমগ্র স্বর্গীয় বাহিনী ঈশ্বরের পুত্রকে, মহিমাময় অধিনায়ককে ঘিরে ধরেন, আর গভীরতম ভক্তি(তে অবনত হয়ে, তাঁর চরণে তাদের চাকচিক্যশালী মুকুট নি(প করেন। আর তারপরে তারা স্বর্ণ বীণাগুলি স্পর্শ করেন, ও মধুর সুললিত গানের সুরে তাদের সুগম্ভীর ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের দ্বারা ও সেই মেষশাবকের প্রতি গীতসমূহে যিনি হত হন, তথাপি প্রতাপ ও মহিমা আবার জীবিত হন, সমগ্র স্বর্গ পূর্ণ করেন।

পরে আমাকে দেখানো হয় শিষ্যদেরকে যেমন তারা তাদের স্বর্গারোহণকারী প্রভুর শেষ ঝলকটি ধরতে স্বর্গের পানে স্থির দৃষ্টিতে দুঃখের সঙ্গে তাকান। দুজন স্বর্গদূত শুভ্র বস্ত্রে তাদের পাশে দাঁড়ান ও তাদের প্রতি বলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, উঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপ উনি আগমন করিবেন। শিষ্যরা, যীশুর মা সহ, ঈশ্বরের পুত্রের স্বর্গারোহণ স্বচ(দেখেন, আর তারা তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য, আর বিস্ময়কর ও গৌরবময় যে বিষয়গুলি এক স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছিল তা নিয়ে কথাবার্তা করে সে রাতটি কাটান।

শয়তান তার দূতগণের সঙ্গে পরামর্শ করে, আর ঈশ্বরের শাসনব্যবস্থার বি(দ্ধে বিদ্বেষ নিয়ে, তাদেরকে বলে যে যখন পৃথিবীর ওপরে সে তার (মতা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখে, যীশুর অনুগামীদের ওপরে তাদের চেষ্টাগুলি অবশ্য করে দশগুণ হতে হবে। যীশুর বি(দ্ধে তারা কিছুরই বিজয় পায় নি(তবে তাঁর অনুগামীদেরকে তাদেরকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে হবে, যদি তা সম্ভব হয়, এবং যারা যীশুতে, তাঁর পুন(খান ও তাঁর স্বর্গারোহণে বিশ্বাস করবে তাদেরকে ফাঁদে ফেলতে, প্রতিটি প্রজন্ম ব্যাপি তার কার্য চালিয়ে যাবে। শয়তান তার দূতগণের কাছে বর্ণনা করে যে তাদেরকে বের করতে, তাদের ভৎর্সনা করতে ও যাদেরকে সে ক্লেশ দেবে, তাদেরকে সুস্থ করতে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে (মতা দিয়েছিলেন। তখন শয়তানের দূতগণ গর্জনকারী সিংহদের ন্যায় গমন করে, যীশুর অনুগামীদেরকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করে।

গীতসংহিতা ২৪ঃ ৭-১০(প্রেরিত ১ঃ ১-১১ দেখুন।

১২শ অধ্যায়

খৃষ্টের শিষ্যগণ

পরাত্র(মী (মতার সঙ্গে শিষ্যেরা এক ত্রু(শারোপিত ও পুন(থিত ত্রাণকর্তার প্রচার করেন। তারা রোগগ্রস্তের আরোগ্যদান করেন, এমন কি একজন যে সর্বদাই খঞ্জ থেকে এসেছিল সম্পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পায়, ও তাদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করে, সমস্ত লোকদের সা(াতে হাটাচলা করে, লম্ফ-ঝম্ফ দেয় ও ঈ(রের প্রশংসা করে। খবরটি রটে, আর লোকেরা শিষ্যদের চারিপাশে ঠেলাঠেলি ভিড় করে, অনেকেই একসঙ্গে দৌড়ে যায়, ভীষণভাবে সেই কর্মসিদ্ধ আরোগ্যে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়।

যখন যীশু মারা যান প্রধান পুরোহিতেরা ভাবে যে তাদের মাঝে আর চিহ্(কার্য হবে না, যে উত্তেজনা ীণ হয়ে আসবে, আর যে লোকেরা আবার মনুষ্যদের পরম্পরার দিকে ফিরবে। কিন্তু দেখ! ঠিক তাদেরই মাঝে, শিষ্যরা অলৌকিক কার্যসমূহ সাধন করছিলেন, ও লোকেরা বিস্ময়ে পূর্ণ হয়, ও আশ্চর্যের সঙ্গে তাদের ওপরে তাকায়। যীশু ত্রু(শারোপিত হয়েছিলেন, আর তাদের আশ্চর্যবোধ হয় শিষ্যরা কোথায় তাদের (মতা প্রাপ্ত হয়েছিল। যখন তিনি জীবিত ছিলেন তারা ভাবে যে তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে (মতার অংশদান করেন(যখন যীশু মারা যান, তারা প্রত্যাশা করে ঐ চিহ্(কার্যগুলি শেষ হবে। পিতর তাদের হতবুদ্ধিতা বুঝতে পারেন, ও তাদের উদ্দেশে বলেন, হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা, এই ব্যক্তি(র বিষয়ে কেন আশ্চর্য জ্ঞান করিতেছ? অথবা আমরাই যে নিজ শক্তি(বা ভক্তি(গুণে ইহাকে চলিবার শক্তি(দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে? আব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবে ঈ(রের আমাদের পিতৃপু(যদের ঈ(র, আপনার দাস সেই যীশুকে গৌরাবান্বিত করিয়াছেন, যাঁহাকে তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে এবং পীলাত যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সা(াতে তোমরা অস্বীকার করিয়াছিলে। তোমরা সেই ধর্মময় ব্যক্তি(কে অস্বীকার করিয়াছিলে, এবং চাহিয়াছিলে, যেন তোমাদের জন্য এক নরঘাতককে দেওয়া হয়, কিন্তু তোমরা জীবনের আদিকর্তাকে বধ করিয়াছিলে(তাঁহাকে ঈ(র মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, আমরা ইহার সা ী। পিতর তাদেরকে বলেন যে সে ছিল যীশুতে বি(াস যা এক ব্যক্তি(র সম্পূর্ণ সুস্থতা ঘটিয়েছে পূর্বে যে খঞ্জ ছিল।

প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনেরা এই কথাগুলি সহ্য করতে পারে না। তারা শিষ্যদেরকে পাকড়াও করে ও কারাগারে রাখে। তবে হাজার হাজার লোক মনপরিবর্তন করে, ও শিষ্যদের কাছ থেকে একটিমাত্র বক্তৃ(তার দ্বারা খৃষ্টের পুন(থান ও স্বর্গরোহনে বি(াস করে। প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনেরা উদ্বিগ্ন হয়। তারা যীশুকে হত্যা করেছিল যাতে লোকদের মন তাদের নিজেদের দিকে ফেরে(কিন্তু ব্যাপারটি এ(ণে পূর্বের চেয়ে খারাপ ছিল। ঈ(রের পুত্রের হত্যাকারীরূপে তারা প্রকাশ্যে শিষ্যদের দ্বারা অভিযুক্ত(হয়, আর তারা নির্ণয় করতে পারে না এই বিষয়গুলি কিরূপ বিস্তার লাভ করতে পারে, কিম্বা লোকদের দ্বারা তারা কিরূপে বিবেচিত হবে। তারা সানন্দে শিষ্যদেরকে মেরে ফেলতে পারতো(কিন্তু এই ভয়ে তা পারে না যে লোকেরা তাদেরকে পাথর মারবে। তারা শিষ্যদেরকে ডেকে পাঠায়, যাদেরকে মন্ত্রণা সভার সা(াতে আনা হয়। ঠিক সেই লোকেরা যারা সেই ধর্মময় ব্যক্তি(র রক্তে(র জন্যে ব্যগ্রভাবে চিৎকার করে সেখানে ছিল। শাপান্ত ও শপথবাক্যের সঙ্গে, যীশুকে পিতরের অস্বীকারের কথা তারা শুনেছিল, যেমন তিনি তাঁর শিষ্যদের একজনকে বলে অভিযুক্ত(হন। তারা পিতরকে ভয়প্রদর্শনের কথা ভাবে(কিন্তু এ(নে তিনি মনপরিবর্তিত ছিলেন। যীশুকে প্রসংশা করার এক সুযোগ পিতরকে এখানে প্রদত্ত হয়। তিনি একবার তাঁকে অস্বীকার করেন(কিন্তু এ(ণে তিনি সেই অবিবেচক কাপু(ষ অস্বীকার ও কলঙ্ক সরিয়ে ফেলতে পারতেন ও সেই নামের মর্যাদা দিতে পারতেন, যা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তখন পিতরের বে(কোনো কাপু(ষ ভয় প্রভুত্ব করে না(প্রচন্ড পবিত্র সাহসিকতার সঙ্গে ও পবিত্র আত্মার নামে, তিনি নির্ভয়ে তাদের কাছে বিবৃতি দেন যে সেই নাসরতীয় যীশু খৃষ্টের দ্বারা, যাকে তোমরা ত্রু(শে দেও, যাঁকে ঈ(র মৃতগণের মধ্যে হতে উঠিয়াছেন, কেবল তাঁর গুণে এই লোকটি তোমাদের সা(াতে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই সেই প্রস্তর যা গাঁথকেরা, তোমরা, তো মাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছিল যা কোনের প্রস্তর হয়ে উঠল। আর অন্য কারো কাছে পরিত্রাণ নাই, কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনো নাম নাই, যে নামে আমাদেরকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

পিতর ও যোহনের সাহস দেখে লোকেরা আশ্চর্য জ্ঞান করে। তারা চিনতে পারে যে এরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন(কারণ তাদের উদারচেতা, নির্ভীক আচরণ ভালভাবেই যীশুর হাবভাবের সঙ্গে তুলনা হয় যখন তিনি তাঁর হত্যাকারীদের দ্বারা তাড়িত হন। যীশু ক(ণা ও দুঃখের একটি মাত্র দৃষ্টির দ্বারা, পিতরকে ভৎর্সনা করেন তিনি যখন তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন তার পরে, আর এ(ণে যেমন তিনি নির্ভয়ে তার প্রভুকে স্বীকার করেন, পিতর অনুমোদিত ও আশীর্বাদযুক্ত(হন। যীশুর অনুমোদনের এক প্রতীক রূপে, তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পূর্ণ হন।

শিষ্যদের প্রতি তারা যে বিদ্বেষ অনুভব করে প্রধান পুরোহিতেরা তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। পরে উহাঁদিগকে সভা হইতে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া তাঁহারা পরস্পর এই পরামর্শ করতে লাগিলেন, এই লোকদের প্রতি আমরা কি করি? কেননা উহাদের কর্ত্তৃক যে একটা প্রসিদ্ধ চিহ্(-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যি(শালেম-নিবাসী সকলের নিকটে প্রকাশিত আছে, এবং আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। এই ভাল কাজ ছড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে তারা শঙ্কিত হয়। যদি তা ছড়ায়, তাদের (মতা নষ্ট হবে, ও যীশুর হত্যাকারীরূপে তাদের দিকে তাকানো হবে। কেবল যা করতে তারা সাহস পায় তা হচ্ছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা ও তাদেরকে আদেশ করা যে যীশুর নামে যেন তারা আর কথা না বলেন পাছে তারা মারা পড়েন। কিন্তু পিতর সাহসের সঙ্গে বিবৃতি দেন যে তারা যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন তা না বলে তারা থাকতে পারেন না।

যীশুর (মতার দ্বারা শিষ্যরা তাদের প্রত্যেকে সুস্থ করা চালিয়ে যান যারা তাদের কাছে আনীত হয়। মহাযাজকেরা ও প্রাচীনেরা, ও যারা বিশেষভাবে তাদের সঙ্গে ব্যাপৃত ছিল, উদ্বিগ্ন হয়। শত শত লোক প্রতিদিন এক ত্রু(শারোপিত, পুন(থিত ও স্বর্গরোহণকারী ত্রাণকর্তার

পতাকা তলে নাম লেখায়। শিষ্যদেরকে তারা কারাগারে আবদ্ধ করে ও আশা করে উত্তেজনা প্রশমিত হবে। শয়তান সফল হয়, আর মন্দ দূতগণ উল্লসিত হয়(তবে ঈশ্বরের দূতগণ প্রেরিত হন ও কারাগারের দ্বারগুলি খুলে দেন, আর মহাযাজক ও প্রাচীনদের আদেশের বি(দ্ধে, ও এই জীবনটির বাক্যসমূহ বলতে তাদেরকে মন্দিরে যাবার নির্দেশ দেন। মন্ত্রণাসভা একত্রিত হয় ও তাদেরকে মন্দিরে ডেকে পাঠায়। আধিকারিকেরা বন্দিশালার দ্বারগুলি উন্মুক্ত(করে, কিন্তু যে বন্দিদের তারা অন্বেষণ করে তারা তথায় ছিলেন না। তারা যাজক ও প্রাচীনদের কাছে ফিরে যায়, ও তাদের উদ্দেশে বলে, আমরা দেখিলাম কারাগারে সুদৃঢ়রূপে বন্ধ, দ্বারে দ্বারে র(কেরা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু দ্বার খুলিলে ভিতরে কাহাকেও পাইলাম না। ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি(আসিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ দিল দেখুন, আপনারা যে লোকদিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন, তাহারা ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া আছে, ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে। তখন সেনাপতি পদাতিকদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন, কিন্তু বলের সহিত নয়, কেননা তাহারা লোকদিগকে ভয় করিলেন, পাছে লোকে তাহাদিগকে পাথর মারে। পরে তাহারা তাঁহাদিগকে আনিয়া মহাসভার মধ্যে দাঁড় করাইলেন, আর মহাযাজক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, আমরা তোমাদিগকে এই নামে উপদেশ দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছিলাম(তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের উপদেশে ফিরূশালেম পরিপূর্ণ করিয়াছ, এবং সেই ব্যক্তি(র রক্ত(আমাদের ওপরে বর্তাইতে মনস্থ করিয়াছ।

তারা কপটী ছিল। ঈশ্বরকে তারা যত না ভালবাসতো মনুষ্যদের প্রশংসা তারা তার চেয়ে বেশী ভালবাসতো। তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল, আর শিষ্যদের দ্বারা কর্মসিদ্ধ সবচেয়ে পরাত্র(মী কার্যগুলি শুধু তাদেরকে ত্রু(দ্ধ করে। তারা জানতো যে যদি শিষ্যরা যীশুকে, তাঁর ত্রু(শারোপণ পুন(খান ও স্বর্গারোহণ প্রচার করেন, তা তাদের ওপরে অপরাধ সংলগ্ন করবে, ও তার হত্যাকারীরূপে তাদেরকে ঘোষণা করবে। তারা যীশুর রক্ত(প্রাপ্ত হতে তেমন ইচ্ছুক ছিল না যেমন যখন তারা তীব্রভাবে চিৎকার করে, তাঁর রক্ত(আমাদের ওপরে, ও আমাদের সন্তানদের ওপরে বতুর্ক।

শিষ্যরা সাহসের সঙ্গে বিবৃত করেন যে মনুষ্যদের অপে(া বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। পিতর বলেন, আমাদের পিতৃপু(যদের ঈশ্বর সেই যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাকে আপনারা গাছে টাঙ্গাইয়া বধ করিয়াছিলেন, আর তাঁহাকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্তা করিয়া আপন দ(িণ হস্ত দ্বারা উন্নত করিয়াছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপমোচনে দান করেন। এই সকল বিষয়ে আমরা সা(ী, এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়াছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সা(ী। তখন সেই হত্যাকারীরা ত্রু(দ্ধ হয়। শিষ্যদেরকে হত্যা করার দ্বারা তারা আবার রক্তে(তাদের হাত সিক্ত(করার মনস্থ করে। এটা কি করে করা যায় তারা তার পরিকল্পনা করছিল, যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন দূত প্রধান পুরোহিত ও অধ্য(দেরকে উপদেশ দিতে তার হৃদয়ের ওপরে পরিবর্তন করতে গমলীয়েলের কাছে পাঠানো হয়। গমলীয়েল বলেন, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। তোমরা এই লোকদের হইতে (ান্ত হও, তাহাদিগকে থাকিতে দেও(কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে(কিন্তু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাইবে যে, তোমরা ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ। মন্দ দূতেরা পুরোহিত ও প্রাচীনদের ওপরে বিচলিত করছিল শিষ্যদের মেরে ফেলতে(কিন্তু তাদের আপন শ্রেনীতে শিষ্যদের অনুকূলে একটি কণ্ঠ উৎপন্ন করার দ্বারা, তা নিবারণ করতে ঈশ্বর তাঁর দূত প্রেরণ করেন।

শিষ্যদের কার্য সমাপ্ত হয় নি। যীশুর নামের সম্বন্ধে সা(্য দিতে ও যে বিষয়সমূহের উদ্দেশে, যা তারা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, সা(্য দিতে তাদেরকে রাজাদের সা(াতে দাঁড়াতে হবে। তবে শিষ্যদেরকে যে তারা ছেড়ে দেবে তার পূর্বে তারা প্রেরিতগণকে কাছে ডাকিয়া প্রহার করিলেন, এবং যীশুর নামে কোন কথা কহিতে নিষেধ করেন। তখন তাহারা মহাসভার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন, আনন্দ করিতে করিতে গেলেন, কারণ তাঁহারা সেই নামের জন্য অপমানিত হইবার যোগ্য পাত্র গণিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্ম্মধামে ও বাটীতে যেখানেই নিমন্ত্রিত হইতেন, উপদেশ দিতেন। ঈশ্বরের বাক্য উন্নত হয়, বৃদ্ধি পায়। যখন তারা ঘুমোয় শিষ্যরা যীশুকে চুরি করে, এই মিথ্যেটি বলতে রোমীয় চৌকিকে ভাড়া করতে শয়তান প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনদের ওপরে প্রভাব খাটায়। এই মিথ্যের মাধ্যমে তারা তথ্যসমূহ লুকোবার আশা করে(কিন্তু দেখ, যীশুর পুন(খানের জোরালো প্রমাণসমূহ তাদের চারিদিকে উৎপন্ন হচ্ছিল। শিষ্যরা সাহসের সঙ্গে তা বিবৃত করেন, আর সে বিষয়গুলির প্রতি সা(্য দেন যা তারা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, আর যীশুর নামের মাধ্যমে তারা পরাত্র(মী চিহ্(কার্যসমূহ সাধন করেন। তারা সাহসের সঙ্গে তাদের ওপরে যীশুর রক্ত(আরোপ করেন যারা তা গ্রহণ করতে অমন ইচ্ছুক ছিল, যখন ঈশ্বরের পুত্রের ওপরে (মতা রাখতে তাদেরকে দেয়া হয়। আমি দেখি যে ঈশ্বরের দূতেরা এক বিশেষ তত্বাবধান রাখতে, ও পবিত্র, জ(রী সত্যসমূহ র(া করতে ভারার্পিত হন যা প্রতিটি প্রজন্ম ব্যাপী খৃষ্টের শিষ্যদেরকে এক ভরসাস্থলরূপে ধরে রাখতে কাজ করবে।

পবিত্র আত্মা বিশেষভাবে প্রেরিতদের ওপরে স্থিতি করেন, যারা যীশুর ত্রু(শারোপণ, পুন(খান ও স্বর্গরোহণের গুরত্বপূর্ণ সেই সত্যসমূহের সা(ী ছিলেন যা ইস্রায়েলের আশা হবে। তাদের একমাত্র আশারূপে সবাইকে জগতের ত্রাণকর্তার প্রতি তাকাতে হবে, ও সে পথে চলতে হবে যা যীশু তাঁর আপন জীবন উৎসর্গের দ্বারা উন্মুক্ত(করেন, আর ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করতে হবে ও বাঁচতে হবে। সেই একই কার্য চালিয়ে যেতে, যা যিহূদীদেরকে তাঁকে ঘৃণা ও হত্যা করা ঘটিয়াছে, শিষ্যদেরকে (মতা দেয়ার যীশুর বিজ্ঞতা ও সদগুণ আমি দেখি। শয়তানের কার্যের ওপরে তাদেরকে (মতা দেয়া হয়েছিল। তারা সেই যীশুর নামে চিহ্(কার্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য সম্পাদিত করেন, যিনি অবজ্ঞাত হন ও দুষ্ট হস্তসমূহের দ্বারা বিনষ্ট হন, এক দীপ্তির জ্যোর্তিমন্ডল যীশুর মৃত্যু ও পুন(খানের সময়ের সম্বন্ধে গুচ্ছবদ্ধ হয়ে, পবিত্র সত্যগুলিকে অমর করে যে তিনিই জগতের ত্রাণকর্তা ছিলেন।

প্রেরিত ৩-৫ অধ্যায়সমূহ দেখুন।

১৩শ অধ্যায়

স্তিফানের মৃত্যু

যিরূশালেমে প্রচুররূপে শিষ্যদের বৃদ্ধি হয়। আর ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপিয়া গেল, আর যাজকদের মধ্যে বিস্তর লোক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইল। আর স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে মহা মহা অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য সাধন করিতে লাগিলেন। অনেকেই ক্রুদ্ধ ছিল কারণ যাজকেরা তাদের পরম্পরা থেকে, এবং বলিদান ও নৈবদ্যসমূহ থেকে বিমুখ হচ্ছিল, ও যীশুকে মহা বলিদান রূপে গ্রহণ করছিল। স্তিফান ঊর্দ্ধ হতে (মতার সাথে, যাজক ও প্রাচীনদেরকে ভর্ৎসণা করেন ও তাদের সাক্ষাতে যীশুকে প্রশংসিত করেন। কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞতার ও যে আত্মার বলে কথা কহিতেছিলেন, তাহার প্রতিরোধ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল না। তখন তাহারা কয়েক জনকে গড়িয়া লইল, আর ইহারা এই কথা কহিল, আমরা ইহাকে মোশির ও ঈশ্বরের বিদ্ধে নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়াছি। তাহারা লোক সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল এবং স্তিফানকে আক্রমণ করিয়া ধরিল, এবং মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাইয়া দিল, যাহারা কহিল এই ব্যক্তি কে পবিত্র স্থানের ও ব্যবস্থার বিদ্ধে কথা কহিতে শুনিয়াছি যে, নাসরতীয় যীশু এই স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং মোশি আমাদের কাছে যে সকল নিয়মপ্রনালী সমর্পণ করিয়াছেন, সে সকল পরিবর্ত্তন করিবে।

তখন যাহারা সভায় বসিয়াছিল তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ স্বর্গদূতের মুখের তুল্য। তারা তার মুখমন্ডলে ঈশ্বরের মহিমা দেখে। বিশ্বাসে ও আত্মার পূর্ণ হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান, আর ভাববাদীগণ থেকে শুরু করে, তিনি তাদেরকে যীশুর আগমন, তাঁর ক্রুশারোহণ, তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ পর্যন্ত নিয়ে আসেন, ও তাদেরকে দেখান যে সদাপ্রভু হস্তনির্মিত মন্দিরসমূহে বাস করেন না। তারা মন্দিরের উপসনা করে। যদি ঈশ্বরের বিদ্ধে বলা হতো তার চেয়ে অধিকতর ঘৃনামিশ্রিত ক্রোধে তারা পূর্ণ হয় মন্দিরের বিদ্ধে বলা হলে। স্বর্গীয় ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে স্তিফান উত্তেজিত হন যেমন তিনি দুষ্ট হবার, ও হৃদয়ে অচ্ছিন্নত্বক হবার জন্যে তাদের বিদ্ধে চিৎকার করেন। তোমরা সবর্দা পবিত্র আত্মা প্রতিরোধ করিয়া থাক। তারা বাহ্যিক বিধিসমূহ পালন করে যখন তাদের হৃদয় নীতিহীন ও মারাত্বক মন্দে পূর্ণ। ভাববাদ্গিণকে উৎপীড়ন করায় তাদের পূর্ব-পুরুষদের নিষ্ঠুরতা এই বলে স্তিফান তাদের কাছে উল্লেখ করেন, তোমরা তাহাদ্গিকেই বধ করিয়াছিলে, যাঁহারা পূর্বের সেই ধর্ম্মময়ের আগমন জ্ঞাপন করিতেন, যাঁহাকে সম্প্রতি তোমরা শত্রু হস্তে সমর্পণ ও বধ করিয়াছ।

প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনেরা ক্রোধিত হয় যেমন স্পষ্ট, উগ্র সত্যসমূহ বলা হয় আর তারা স্তিফানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। তার ওপরে স্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়, আর যেমন তিনি একদৃষ্টে স্বর্গের পানে তাকান, ঈশ্বরের মহিমার এক দর্শন তাকে দেয়া হয়, আর দূতেরা তার উপরে ঘোরাফেরা করেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন, দেখ আমি দেখিতেছি, স্বর্গ খোলা রহিয়াছে, এবং মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া আছেন। লোকেরা তার কথা শুনবে না। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, আপন আপন কর্ণ রুদ্ধ করিল এবং একযোগে তাঁহার উপরে গিয়া পড়িল আর তাঁহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া পাথর মারিতে লাগিল। আর স্তিফান হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, প্রভু, ইহাদের বিপক্ষে এই পাপ ধরিও না।

আমি দেখি যে স্তিফান ঈশ্বরের এক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, যাকে বিশেষভাবে উত্থাপন করা হয়েছিল মন্ডলীতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পূর্ণ করতে। শয়তান উল্লসিত হয় যেমন যেমন তাকে পাথর মেরে বধ করা হয় কারণ সে জানতো যে শিষ্যেরা তার (তি ভীষণভাবে অনুভব করবেন। তবে শয়তানের সাফল্য সংক্ষিপ্ত ছিল কারণ সেই দলটিতে একজন দাঁড়িয়ে থেকে স্তিফানের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখছিলেন, যার কাছে যীশু আপনাকে প্রকাশিত করবেন। স্তিফানের প্রতি পাথর ছুঁড়তে যদিও তিনি কোনো অংশ নেন নি তথাপি তিনি তার মৃত্যুতে সম্মতি দেন। শৌল মন্ডলীকে অত্যাচার করতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হয়ে, তাদের অনুসরণ করছিলেন, তাদেরকে তাদের ঘরে ঘরে পাকড়াও করছিলেন এবং তাদের কাছে তাদেরকে অর্পণ করছিলেন, যারা তাদেরকে বধ করে। শয়তান শৌলকে ফলপ্রদভাবে ব্যবহার করছিল। তবে ঈশ্বর শয়তানের (মতা চূর্ণ করতে পারেন, ও তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন যারা তার দ্বারা বন্দি হতে বাধ্য হয়। শৌল একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, আর ঈশ্বরের পুত্রের ও যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের বিদ্ধে তার বিদ্রোহ চালনা করতে সাফল্যের সঙ্গে তার প্রতিভাসমূহ প্রয়োগ করছিল। তবে তাঁর নাম প্রচার করতে তাদের কার্যে শিষ্যদেরকে সবল করতে যীশু শৌলকে একজন মনোনিত পত্র নির্বাচিত করেন। যিহূদীদের দ্বারা শৌল গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্মানিত ছিলেন। তার উদ্যোগ ও তার পান্ডিত্য তাদেরকে সন্তুষ্ট করে, ও শিষ্যদের অনেককেই ভীষণভাবে শঙ্কিত করে।

প্রেতির ৬ ও ৭ অধ্যায় দেখুন।

১৪শ অধ্যায়

শৌলের মনপরিবর্তন

পু(ষ বা স্ত্রী যারা যীশুকে প্রচার করছিল তাদেরকে ধরতে, ও তাদেরকে বেঁধে যিরূশালেমে আনতে প্রাধিকারের চিঠি নিয়ে যেমন শৌল দম্মেশকে যাত্রা করেন, মন্দ দূতেরা তার আশেপাশে উল্লসিত হয়। তবে যেমন তিনি যাত্রা করেন, হঠাৎই স্বর্গ হতে এক আলোক তার চারিদিকে চমকে ওঠে ও মন্দ দূতগণের পলায়ন করায়, আর শৌলকে দ্রুত ভূমিতে পতিত করায়। এক কণ্ঠকে তিনি বলতে শোনেন, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? শৌল জানতে চান, প্রভু, আপনি কে? আর প্রভু কহিলেন, আমি যীশু যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ। কন্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর, আর শৌল কম্পিত কলেবরে ও বিস্ময়ে বলেন, প্রভু আমি কি করিব? আর প্রভু কহিলেন, উঠ নগরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে।

আর তাহার সহ-পথিকেরা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহারা ঐ বাণী শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। যেমন আলোক সরে যায়, পরে শৌল ভূমি হইতে উঠিলেন, কিন্তু চ(মোলিলে পর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। স্বর্গের আলোকের প্রতাপ তাকে অন্ধ করেছিল। আর তাহারা তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে দম্মেশকে লইয়া গেল। আর তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিলেন, এবং কিছুই ভোজন, কি পান করিলেন না। প্রভু তখন তাঁর দূতকে ঠিক সেই ব্যক্তি(দের একজনের কাছে পাঠান যাকে শৌল বন্দি করবার আশা করেন, আর তাকে দর্শনযোগে বলেন যে তাকে সরল নামক পথে গিয়ে যিহূদার বাটিতে তার্ষ নগরীয় শৌলের অন্বেষণ করতে হবে। কেননা দেখ সে প্রার্থনা করিতেছে(আর সে দেখিয়াছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি(আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি পায়।

অননিয়ের শঙ্কা হয় এই ব্যাপারটিতে কোনো ভুল ছিল ও প্রভুর কাছে বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন শৌলের বিষয়ে তিনি কি শুনেছিলেন। কিন্তু প্রভু আননিয়কে বলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র(কারন আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। তখন অননিয় চলিয়া গিয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল, প্রভু, সেই যীশু, যিনি তোমার আসিবার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তুমি দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।

আর অমনি তিনি দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইলেন। আর অমনি তিনি সমাজ-গৃহে যীশুকে এই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিল, তাহারা সকলে চমৎকৃত হইল, বলিতে লাগিল এ কি সেই ব্যক্তি(নয় যে, এই নামে যাহারা ডাকে, তাহাদিগকে যিরূশালেমে উৎপাটন করিত, এবং এখানে এই জন্যই আসিয়াছিল, যেন তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যায়? কিন্তু শৌল উত্তর উত্তর শক্তি(মান হইয়া উঠিলেন এবং যিহূদীদিগকে নি(ত্তর করিতে লাগিলেন। তারা আবার অসুবিধেয় পড়ে। পবিত্র আত্মার (মতায় শৌল তার অভিজ্ঞতা বলেন, যীশুর প্রতি শৌলের বিরোধিতা, ও তাঁর নামের ওপরে বি(াস করা সবাইকে খুঁজে বের করতে ও মৃত্যুর জন্যে অর্পণ করতে তার অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়ে সকলেই পরিচিত ছিল। তার অলৌকিক মনপরিবর্তন অনেককেই বি(াসসিদ্ধ করে যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। শৌল তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, যে তিনিও এই পথের প্রতি উপদ্রব করিতেন, পু(ষ ও স্ত্রীলোকদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পণ করিতেন, আর যেমন তিনি দম্মেশকে যাত্রা করেন হঠাৎ আকাশ হতে মহা আলোক তার চারিদিকে চমকে ওঠে, ও যীশু আপনাকে তার কাছে প্রকাশ করেন, ও তাকে জানান যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। যেমন শৌল সাহসের সঙ্গে যীশুকে প্রচার করেন, তিনি তার সঙ্গে এক জোরালো প্রভাব বহন করেন। শাস্ত্রকলাপের বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল, আর তার মনপরিবর্তনের পরে যীশুর সম্পর্কে ভাববানী-সমূহের ওপরে এক ঐশ্বরিক আলোক প্রকাশিত হয়, যা সত্যকে স্পষ্ট ভাবে ও সাহসের সঙ্গে উপস্থাপন করতে, এবং শাস্ত্রলিপির কোনো বিকৃতিকে সংশোধন করতে তাকে স(ম করে। তার ওপরে ঈশ্বরের আত্মার স্থিতি নিয়ে তিনি এক স্পষ্ট ও ফলপদ উপায়ে তার শ্রোতাদেরকে ভাববানীগুলির মধ্য দিয়ে খৃষ্টের সময় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন ও তাদের দেখাতেন যে সেই শাস্ত্রলিপি পূর্ণ হয়ে এসেছিল, যা খৃষ্টের দুঃখ, ভোগ-সমূহ, মৃত্যু ও পুন(থানের প্রতি উল্লেখ করে।

প্রেরিত ৯ অধ্যায় দেখুন।

১৫শ অধ্যায়

যিহূদীরা পৌলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়

প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা পৌলের বি(দ্ধে বিদ্বেষে বিচলিত হয়। যেমন তারা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রভাব স্বচ(দেখে, তারা দেখে যে তিনি সাহসের সঙ্গে যীশুকে প্রচার করেন, ও তাঁর নামে চিহ্(কার্য সাধন করেন, এবং জনতা তার কথায় কর্ণপাত করে ও তাদের পরম্পরা থেকে ফেরে ও ঈশ্বরের পুত্রের হত্যাকারী হবার জন্য তাদের ওপরে দৃষ্টিনি(প করে। তাদের ক্রো(ধ প্রজ্বলিত হয়, আর তারা পরামর্শ করতে একত্রিত হয় যে উত্তেজনা প্রশমিত করতে কি করা শ্রেয়। তারা একমত হয় যে তাদের জন্য একমাত্র নিরাপদ উপায় হচ্ছে পৌলকে হত্যা করা। কিন্তু ঈশ্বর তাদের অভিপ্রায় জানতেন, আর তাকে পাহারা করতে দূতগণকে ভারার্পণ করা হয়, যাতে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ও যীশুর নামে যাতনাভোগ করতে তিনি বেঁচে থাকতে পারেন।

পৌলকে জ্ঞাত করা হয় যে যিহূদীরা তার জীবন নেবার চেষ্টা করছিল। দিবা ও রাত্রি দম্মেশকের ফাটক পাহারা দিতে শয়তান অবিশ্বাসী যিহূদীদেরকে চালিত করে, যাতে যেমন পৌল ফাটকগুলি দিয়ে পার হবেন, তারা তখুনি তাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু শিষ্যরা রাত্রিযোগে একটি ঝুড়িতে করে দেয়াল দিয়ে তাকে নামিয়ে দেন। এখানে যিহূদীদেরকে তাদের বিফলতার জন্য লজ্জিত করা হয়, ও শয়তানের অভিপ্রায় পরাজিত হয়। আর শিষ্যদের সঙ্গে নিজেকে যোগ দিতে পৌল যিরূশালেমে যান(তবে তারা সকলেই তার বিষয়ে ভীত ছিলেন। তারা বিশ্বাসই করতে পারেন না যে তিনি একজন শিষ্য ছিলেন। দম্মেশকে যিহূদীদের দ্বারা তার জীবনের খোঁজ করা হয়, আর তার আপন ভ্রাতৃগণ তাকে গ্রহণ করবেন না(তবে বার্নবা তাকে গ্রহণ করেন, ও তাকে প্রেরিতদের কাছে আনেন, ও তাদের কাছে বিবৃত করেন কিরূপে তিনি পথে প্রভুকে দেখেন, ও যে দম্মেশকে যীশুর নামে সাহসে প্রচার করেছিলেন।

পরন্তু পৌলকে বিনষ্ট করতে শয়তান যিহূদীদেরকে উত্তেজিত করছিল, আর যিরূশালেম ত্যাগ করতে যীশু তাকে নির্দেশ দেন। আর যেমন তিনি যীশুকে প্রচার করতে ও চিহ্(কার্য সাধন করতে অন্যান্য নগরে যান, অনেকেরই মনপরিবর্তন হয়, আর যেমন একটি লোক সুস্থ হয় সর্বদাই খঞ্জ ছিল সেই লোকেরা যারা প্রতিমাপূজক ছিল, তারা শিষ্যদের উদ্দেশে বলিদান করতে উদ্যত হয়। পৌল দুঃখিত হন, ও তাদেরকে বলেন যে তারা শুধু মনুষ্যই ছিলেন, আর তাদেরকে ঈশ্বরের ভজনা করতে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্ত সকল বস্তু সৃষ্টি করেন। তাদের সা(াতে পৌল ঈশ্বরকে প্রশংসিত করেন(তবে তিনি কষ্টে লোকদেরকে নিবারণ করতে পারতেন। প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রথম জ্ঞান, ও তার উদ্দেশে দেয় ভজনা ও সমাদর, তাদের মনে গঠিত হচ্ছিল, আর যেমন তারা পৌলের কথা শুনছিল, পৌলের অনুসরণ করে, তার মাধ্যমে সাধিত উত্তম কার্য নষ্ট করতে শয়তান অন্যান্য নগরের অবিশ্বাসী যিহূদীগণকে উত্তেজিত করে। যিহূদীরা উত্তেজিত হয় ও পৌলের বি(দ্ধে মিথ্যে রটনার দ্বারা ঐ পৌওলিকদের মনকে উত্তেজিত করে। লোকদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধাভক্তি(এ(ণে বিদ্বেষে পরিবর্তিত হয়, আর তারা যারা কিয়দকাল পূর্বে শিষ্যদেরকে ভজনা করতে প্রস্তুত ছিল, পৌলকে পাথর মারে, এবং তিনি মরে গেছেন মনে করে, তাকে নগরের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু যেমন শিষ্যরা পৌলের চারিপাশে দাঁড়িয়েছিলেন, ও তাকে নিয়ে শোক করছিলেন, তাদেরকে আনন্দিত করে তিনি জেগে ওঠেন, ও তাদের সঙ্গে নগরে যান।

যেমন পৌল যীশুকে প্রচার করেন দৈববাণী করা আত্মা প্রাপ্ত জনৈক স্ত্রীলোক, উচ্চকণ্ঠে এই বলে তাদের অনুসরণ করে, এই ব্যক্তি(গণ পরাৎপর ঈশ্বরের সেবক, যারা আমাদেরকে পরিত্রাণের উপায় দেখান। এভাবে সে বহুদিন ধরে শিষ্যদের অনুসরণ করে। কিন্তু পৌল ব্যথিত হন(কারণ তাদের সম্বন্ধে এই চিৎকার সত্য থেকে লোকদের মন অন্যমনস্ক করে। এটা করতে তাকে চালিত করতে শয়তানের অভিপ্রায় ছিল লোকদেরকে বিরাগ করার ও শিষ্যদের প্রভাব নষ্ট করার। কিন্তু তার মাঝে পৌলের আত্মা উত্তেজিত হয়, আর তিনি স্ত্রীলোকটির দিকে ফেরেন, ও আত্মাটির উদ্দেশে বলেন, তার মধ্য হতে বেড়িয়ে আসতে আমি তোমাকে যীশু খৃষ্টের নামে আদেশ করি, আর মন্দ আত্মা তিরস্কৃত হয়, ও তাকে ত্যাগ করে।

তার প্রভুগণ সন্তুষ্ট ছিল যে সে শিষ্যদের সম্বন্ধে চিৎকার করে(কিন্তু যখন মন্দ আত্মা তাকে ত্যাগ করেছিল , আর তারা দেখে সে খৃষ্টের এক নম্র শিষ্য হয়, তারা ক্রু(দ্ধ হয়। তার ভাগ্য-গণনার দ্বারা তারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিল, আর এ(ণে তাদের লাভের আসা চলে যায়। শয়তানের অভিপ্রায় পরাজিত হয়(তবে তার দাসেরা পৌল ও শীলকে ধরে ও তাদেরকে বাজার বসার স্থানে টেনে, অধ্য(দের কাছে নিয়ে যায়, ও শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে যায়, ও এরূপ চলে, এই ব্যক্তি(রা আমাদের নগর অতিশয় অস্থির করিয়া তুলিতেছে। তাহাতে লোকসমূহ তাহাদের বি(দ্ধে উঠিল এবং শাসনকর্তারা তাহাদের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আর তাহাদিগকে বিস্তর প্রহার করাইলে পর কারাগারে নি(প করিলেন, সাবধানে র(া করিতে কারার(ককে আজ্ঞা দিলেন। এই প্রকারে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সে তাহাদিগকে ভিতর-কারাগারে বদ্ধ করিল, এবং তাহাদের পায়ে হাড়িকাঠ দিয়া রাখিল। কিন্তু ঈশ্বরের দূতগণ কারাগারের

প্রাচীরের মধ্যে তাদের সঙ্গ দেন। তাদের কারাবাস ঈশ্বরের গৌরবগাথা বর্ণনা করে, ও লোকদেরকে দেখায় যে ঈশ্বর কার্যটির মধ্যে, এবং তার মনোনীত সেবকদের সঙ্গে ছিলেন, আর যে কারাগারের প্রাচীর কম্পিত হতে পারে, ও শৃঙ্খল লৌহ অর্গল অনায়াসেই তাঁর দ্বারা খোলা যেতে পারে।

মধ্যরাত্রে পৌল ও সীল প্রার্থনা করিতে করিতে ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ মহাভূমিকম্প হইল, এমন কি কারাগারের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠিল; আর আমি দেখি যে তখুনি ঈশ্বরের দূত প্রত্যেকের বন্ধন মুক্ত করেন। কারারক্ষক নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া ও কারাগারের দ্বার সকল খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে করিল বন্দিগণ পলায়ন করিয়াছে, ও যে তাকে মৃত্যুর দ্বারা শাস্তি পেতেই হবে। যেমন সে আপনার প্রাণ নিতে উদ্যত হয়, পৌল উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, ওহে, আপনার হিংসা করিও না, কেননা আমরা সকলেই এই স্থানে আছি। ঈশ্বরের শক্তি কারারক্ষকে প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মায়। তখন সে আলো আনিতে বলিয়া ভিতরে দৌড়িয়া গেল, এবং ত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৌলের ও শীলের সম্মুখে পড়িল; আর তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল, মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? তাঁহারা কহিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে। কারারক্ষক তখন সমস্ত পরিবারকে একত্রিত করে, আর পৌল তাদের কাছে যীশুকে প্রচার করেন। জেলরক্ষকের হৃদয় ঐ ভ্রাতৃগণের প্রতি সংযুক্ত হয়। সে তাদের প্রহারের স্থানগুলি ধৌত করে আর তার সমস্ত পরিবার সেই রাতে বাপ্তাইজিত হয়।

ঈশ্বরের গৌরবময় মতার অদ্ভুত খবর, যা কারাগারের দ্বারগুলি খুলতে ও কারারক্ষক ও তার পরিবারের মনপরিবর্তণ ও বাস্তিস্ম গ্রহণে প্রকাশিত হয়েছিল, চারিদিকে ছড়ায়। অধ্যক্ষরা এই বিষয়গুলি শোনে ও শঙ্কিত হয়, ও পৌল ও শীলকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে, কারারক্ষকের কাছে লোক পাঠায়। কিন্তু পৌল এক গোপন উপায়ে কারাগার ত্যাগ করবেন না। তাহারা আমাদিগকে বিচারে দোষী না করিয়া সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে প্রহার করাইয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা, রোমীয় লোক, এক্ষণে কি গোপনে আমাদিগকে বাহির করিয়া দিতেছেন? তাহা হইবে না, তাঁহারা নিজে আসিয়া আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যান। পৌল ও শীল ইচ্ছা করেন না যে ঈশ্বরের মতার প্রকাশ গোপন থাকবে। তখন বেত্রধরেরা শাসনকর্তাদিগকে এই কথার সংবাদ দিল। তাহাতে তাঁহারা যে রোমীর, কথা শুনিয়া শাসনকর্তারা ভীত হইলেন, এবং আসিয়া তাঁহাদিগকে বিনতি করিলেন, আর বাহিরে লইয়া গিয়া নগর হইতে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রেরিত ১৪ ও ১৬ অধ্যায় দেখুন।

১৬শ অধ্যায়

পৌল যিরূশালেম পরিদর্শন করেন

পৌলের মনপরিবর্তণের অল্পকাল পরেই তিনি যিরূশালেম পরিদর্শন করেন, ও যীশুকে ও তাঁর অনুগ্রহের অদ্ভুত ঘটনা প্রচার করেন। তিনি তার অলৌকিক মনপরিবর্তন বর্ণনা করেন, যা যাজকদের ও অধ্য(দেরকে ত্র(দ্ধ করে, আর তারা তার জীবন নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাতে তার জীবন র(া পেতে পারে, এক দর্শনে যীশু আবার তার কাছে আবির্ভূত হন, যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন, তাকে এরূপ বলেন, ত্বরায় যিরূশালেম ছেড়ে চলে যাও(কারণ আমার সম্পর্কে তোমার সা(্য তারা গ্রহণ করবে না। পৌল আগ্রহের সঙ্গে যীশুর সঙ্গে বাদানুবাদ করেন। প্রভু, তারা জানে যে তাদেরকে আমি প্রত্যেক সমাজগৃহে বন্দি করি ও প্রহার করি যারা আপনার ওপরে বি(শ্বাস করে। আর যখন আপনার শহীদ স্তিফানের রক্ত(ঝরে, আমিও পাশে দাঁড়িয়েছিলাম ও তার মৃত্যুর অভিপ্রায়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম, ও তাদের বস্ত্র সংর(ণ করি যারা তাকে হত্যা করে। পৌল ভাবেন যিরূশালেমে যিহূদীরা তার সা(্য প্রতিরোধ করতে পারবে না(যে তারা বিবেচনা করবে যেন তার মাঝে এই মহা পরিবর্তন শুধু ঈ(শ্বরের (মতা দ্বারা সাধিত হতে পারে। কিন্তু যীশু তার উদ্দেশে বলেন, প্রস্থান কর, কারণ আমি তোমাকে দূরে পরজাতিয়দের কাছে প্রেরণ করবো।

যিরূশালেম থেকে পৌলের অনুপস্থিতিতে, বিভিন্ন স্থানের উদ্দেশে তিনি অনেক পত্র লিখে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, ও এক জোরালো সা(্য বহন করেন। কিন্তু অনেকেই সেই পত্রগুলির প্রভাব নষ্ট করতে কঠোর চেষ্টা করে। তাদের স্বীকার করতেই হয় যে তার পত্রগুলি গু(ত্বপূর্ণ ও ফলপদ ছিল(তবে বিবৃতি দেয় যে তার দৈহিক উপস্থিতি দুর্বল ও তার ভাষণ ঘৃণাই (নিকৃষ্ট) ছিল।

আমি দেখি যে পৌল ছিলেন এক বিখ্যাত পান্ডিত্যের লোক, আর তার জ্ঞান ও আচার-শিষ্টাচার তার শ্রোতাদেরকে জাদু করে। পন্ডিত লোকেরা তার জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, ও তাদের অনেকে যীশুর উপরে বি(শ্বাস করে। যখন রাজাদের ও বড় সমারোহের সা(াতে, তিনি এমন বাগ্মিতা নিঃসারিত করবেন যা তার সা(াতে সবাইকে পরাভূত করে। এটা পুরোহিতদের ও প্রাচীনদের প্রচুররূপে ত্র(দ্ধ করে। পৌল তৎ(নাৎ গভীর যুক্তি(-বিচারে প্রবেশ করতে পারতেন, ও উচ্চে উঠতে আর লোকদেরকে তার সঙ্গে স্বপ(আনতে পারতেন, অতি উন্নত চিন্তার শ্রেণীতে, ও দৃষ্টিপথে ঈ(শ্বরের অনুগ্রহের গভীর ঐ(শ্বর্য আনতে পারতেন, ও তাদের সা(াতে খৃষ্টের চমৎকার প্রেম সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করতে পারতেন। তারপরে সারল্যের সঙ্গে তিনি সাধরণ লোকদেরকে ধী-শক্তি(র পানে নেমে আসবেন, আর এক অতি জোরালো রীতিতে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন, যা খৃষ্টের শিষ্য হতে তাদের কাছ থেকে গভীর আগ্রহ প্রয়োগ করে।

প্রভু পৌলের কাছে প্রকাশ করেন যে যিরূশালেমে তাকে আবার যেতেই হবে(যে তিনি আবদ্ধ হলেও তাঁর নামের জন্যে দুঃখভোগ করবেন। আর যদিও তিনি এক বড় সময় ধরে বন্দি ছিলেন, তথাপি প্রভু তার মাধ্যমে তাঁর বিশেষ কাজ সমুখে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পৌলের বন্ধনগুলি ছিল খৃষ্টের জ্ঞান প্রসারের, এবং এভাবে ঈ(শ্বরকে গৌরবান্বিত করার উপায়সমূহ। যেমন তিনি তার পরী(ার জন্যে নগর থেকে নগরে প্রেরিত হন, যীশুর সম্পর্কে সা(্য এবং তার মনপরিবর্তণের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলি রাজাদের ও শাসনকর্তাদের সা(াতে বর্ণিত হয়, যাতে তারা যীশুর সম্পর্কে সা(্য বিহীন না থাকে। হাজার হাজার লোক তাঁর ওপরে বি(শ্বাস করে ও তাঁর নামে আনন্দিত হয়। আমি দেখি যে জলের ওপরে পৌলের যাত্রায় ঈ(শ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় পূর্ণ হয়, যাতে জাহাজের নাবিকেরা পৌলের মাধ্যমে ঈ(শ্বরের (মতার সা(ী হতে পারে, ও অনেকে তাঁর শি(ার মাধ্যমে এবং যে চিহ্(কার্য তিনি সাধন করেন তা স্বচ(দেখার মাধ্যমে মনপরিবর্তিত হতে পারে। রাজাগণ ও শাসনকর্তারা তার যুক্তি(র দ্বারা মোহিত হয়, আর যেমন, আগ্রহের ও পবিত্র আত্মার (মতার সাথে তিনি প্রচার করেন ও তার অভিজ্ঞতার চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলি বর্ণনা করেন, বি(শ্বাসসিদ্ধি তাদের ওপরে সংলগ্ন হয় যে যীশুই ঈ(শ্বরের পুত্র ছিলেন(আর যখন অনেকে বিস্ময়ে চমৎকৃত হয় যেমন তারা পৌলের কথাগুলি শ্রবণ করে, একজন চিৎকার করে ওঠে, তুমি অল্পেই আমাকে খ্রীষ্টিয়ান করিতে চেষ্টা পাইতেছ। তবুও তারা ভাবে যে কোনো ভবিষৎ সময়ে তারা বিবেচনা করবে তারা যা শুনেছিল। শয়তান বিলম্বের বিশেষ সুযোগ নেয়। আর যেমন তারা সুযোগটির অবহেলা করে যখন তাদের হৃদয় নরম ছিল, তা ছিল চিরকালের জন্যে, তাদের হৃদয় কঠোর হয়।

আমাকে দেখানো হয় শয়তানের কার্য প্রথমে যিহূদীদের চোখ অন্ধ করায় যেন তারা যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ না করে(আর পরে তার পরাত্র(মী কার্যগুলির কারণে ঈর্ষার মাধ্যমে তাঁর জীবন বাসনা করে। শয়তান যীশুর আপন শিষ্যদের একজনের মধ্যে প্রবেশ করে, ও তাকে তাদের হস্তে প্রতারিত করতে চালিত করে, আর তারা জীবন ও মহিমার প্রভুকে ত্র(শে দেয়। যীশু মৃতগণের মধ্যে হতে ওঠার পরে, এক মিথ্যার উদ্দেশে সা(্য দিতে অর্থের জন্যে রোমীয় চৌকিকে ভাড়া করে যিহূদীরা পাপের সঙ্গে পাপ যোগ করে যেমন তারা পুন(থানের তথ্যটি লুকোবার চেষ্টা করে। কিন্তু যীশুর পুন(থান দ্বিগুণ নিশ্চিত করা হয় এক বহুসংখ্যক সা(ীর পুন(থানের দ্বারা যারা তাঁর সঙ্গে ওঠেন । যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হন, একই সঙ্গে প্রায় পাঁচশত লোকের কাছে, যখন তারা যাদেরকে তিনি তাঁর সঙ্গে

উঠিয়ে আনেন অনেকের কাছে আবির্ভূত হয়ে বিবৃত করেন যে যীশু উঠেছিলেন।

তাঁর পুত্রকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করার দ্বারা ও তাঁকে ক্র(শারোপিত করায় অতি বহুমূল্য রক্তে(র দ্বারা তাদের হস্ত কলঙ্কিত করায় শয়তান যিহূদীদেরকে ঈশ্বরের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করা ঘটিয়েছিল। যীশুর ঈশ্বরের পুত্র হওয়ার, জগতের মুক্তি(দাতা হওয়ার, যেমন হওয়ার জোরালো প্রমাণই দেয়া হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় নি, তারা তাঁকে হত্যা করেছিল, ও তাঁর অনুকূলে কোনো প্রমাণ গ্রহণ করতে পারেনি। তার পতনের পরে শয়তানের ন্যায়, তাদের একমাত্র আশা ও সান্তনা ছিল, ঈশ্বরের পুত্রের বি(দ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা করা। খৃষ্টের শিষ্যদেরকে তাড়না করার দ্বারা ও তাদেরকে মেরে ফেলার দ্বারা তারা তাদের বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে থাকে। কিছুই তেমন কর্কশভাবে তাদের কর্ণে পতিত হয় নি, যেমনটি সেই যীশুর নাম যাকে তারা ক্রু(শে দিয়েছিল(আর তার অনুকূলে কোনো প্রমাণ না শোনাবার উদ্দেশে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। যেমন স্তিফানের বেলায়, যেমন পবিত্র আত্মা তার মাধ্যমে তাঁর ঈশ্বরের পুত্র হবার জোরালো প্রমাণ বিবৃত করে, তারা তাদের কান বদ্ধ করে পাছে তারা দোষসিদ্ধ হয়। আর যখন স্তিফান ঈশ্বরের মহিমায় ঢাকা ছিলেন, তাকে তারা পাথর মেরে হত্যা করে। যীশুর হত্যাকারীদেরকে শয়তান দৃঢ়ভাবে তার কবলে রেখেছিল। দুষ্ট কার্যের দ্বারা তারা আপনাকে তার ইচ্ছুক প্রজা করে, আর তাদের মাধ্যমে খৃষ্টের বিশ্বাসীদেরকে কষ্ট দিতে ও উত্যক্ত(করতে শয়তান কার্যে রত ছিল। যীশুর নামের বি(দ্ধে, ও যারা তাঁকে অনুসরণ করে ও তার নামের ওপরে বিশ্বাস করে, তাদের বি(দ্ধে পরজাতিয়দেরকে উত্তেজিত করতে সে যিহূদীদের মাধ্যমে কাজ করে। কিন্তু তাদের কার্যের জন্যে শিষ্যদেরকে সবল করতে ঈশ্বর দূতগণকে প্রেরণ করেন, যাতে তারা সেই বিষয়গুলির সম্বন্ধে সা(্য দিতে পারেন যা তারা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, ও অবশেষে তাদের দৃঢ়সংকল্পে, তাদের রক্ত(দিয়ে তাদের সা(্য মোহর লাগাতে পারেন।

শয়তান আনন্দিত হয় যে যিহূদীরা তার ফাঁদে সুরি(ত ছিল। তারা তাদের অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, তাদের বলিদানাদি ও বিধিগুলি চালিয়ে যায়। যেমন যীশু ক্র(শের ওপরে ঝোলেন, ও চিৎকার করে তখনো বলেন, 'সমাপ্ত হইল', মন্দিরের তিরস্করিনী উপর থেকে নীচে মাঝামাঝি চিরে যায়, এটা চিহ্নি(ত করতে যে ঈশ্বর মন্দিরে যাজকদের সঙ্গে আর সা(াৎ করবেন না তাদের বলিদান ও বিধি গ্রহণ করতে, আর এটা দেখাতেও যে যিহূদী ও পরজাতিয়দের মধ্যে বিভাগের প্রাচীর ভেঙ্গে যায়। ঈশ্বের উভয়ের জন্যেই এক বলিদান করেন, আর যদি আদৌ র(া পায়, পাপের জন্যে একমাত্র বলিদানরূপে ও জগতের ত্রাণকর্তারূপে উভয়কে যীশুতেই বিশ্বাস করতে হবে।

যখন যীশু ক্রু(শের ওপরে ঝোলেন, যেমন সৈন্যরা তাঁর কুি(দেশে এক বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে, রক্ত(ও জল বেরিয়ে আসে। দুই স্পষ্ট ধারায়, একটি রক্তে(র, অপরটি স্বচ্ছ জলের। রক্ত(ছিল তাদের পাপ ধৌত করার যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করবে। জল বর্ণনা করে সেই জীবন্ত জল যা বিশ্বাসীর উদ্দেশে জীবন দিতে যীশুর কাছ থেকে পাওয়া যায়।

মথি ২৭ ঃ ৫১(যোহন ১৯ঃ ৩৪(প্রেরিত ২৪ ও ২৬ অধ্যায় দেখুন।

১৭শ অধ্যায়

মহা ধর্মভ্রষ্টতা

আমাকে সেই সময়েতে নিয়ে যাওয়া হয় যখন বিধর্মী পৌত্তলিকেরা নিষ্ঠুরভাবে খৃষ্টানদেরকে তাড়না করে ও তাদেরকে বধ করে। রক্ত(বেগাবান প্রবাহে বহে। উদারচেতা (সম্ভ্রান্ত), পন্ডিত, ও সাধারণ লোকেরা নির্দয় ভাবে একই প্রকারে বধ হয়। বিত্তবান পরিবার সমূহকে দারিদ্রের অবস্থায় আনা হয় কারণ তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে না।

সেই খৃষ্টানেরা তাড়না ও দুঃখভোগ সহ্য করা সত্বেও, তারা আদর্শ নীচু করবে না। তারা তাদের ধর্ম বিশুদ্ধ রাখে। আমি দেখি যে ঈশ্বরের লোকদের কষ্টভোগের ওপরে শয়তান উল্লাসিত হয়। তবে ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত শহীদদের ওপরে মহা সমর্থণের সঙ্গে তাকান(কারণ তারা তাঁর উদ্দেশ্যে দুঃখভোগ করতে ইচ্ছুক ছিল। তাদের দ্বারা ভোগ করা প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট স্বর্গে তাদের পুরস্কার বৃদ্ধি করে। তবে যদিও শয়তান আনন্দিত হয় যেহেতু ধার্মিকেরা দুর্দশাভোগ করে, তথাপি সে সন্তুষ্ট ছিল না। সে চায় মন তথা দেহের নিয়ন্ত্রণ। ঐ খৃষ্টানগণ যে কষ্টদুঃখ ভোগ করে তা তাদেরকে প্রভুর আরো নিকটে আকর্ষণ করে, ও পরস্পরকে প্রেম করতে চালিত করে, ও তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে তাদেরকে আরো ভয় করা ঘটায়। শয়তান ইচ্ছে করে তারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট ক(ব(তাহলে তারা তাদের শক্তি(-সামর্থ, কষ্টসহিষ্ণু(তা ও দৃঢ়তা হারাবে। যদিও হাজার হাজার লোক বধ হয়, তথাপি তাদের স্থান পূরণ করতে অন্যেরা উৎপন্ন হচ্ছিল। শয়তান দেখে যে সে তার প্রজাদেরকে হারাচ্ছিল, যদিও তারা উৎপীড়ণ ও মৃত্যু ভোগ করছিল। তথাপি তারা যীশুর প্রতি সুর(ত ছিল, তাঁর রাজ্যের প্রজা হতে, আর অধিকতর সফলতার সঙ্গে ঈশ্বরের শাসনব্যবস্থার বি(দ্ধে লড়াই করতে, ও মন্ডলীকে পরাজিত করতে সে তার পরিকল্পনাগুলি স্থাপন করে। ঐ সব বিধর্মী পৌত্তলিকদেরকে সে আংশিক খৃষ্টীয় বিশ্বাস আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে চালিত করে। হৃদয়ের এক পরিবর্তন ছাড়াই, তারা খৃষ্টের ত্রু(শারোহণ ও পুন(থানে বিশ্বাস প্রকাশ করে বলে স্বীকার করে, ও খৃষ্টের অনুগামীদের সঙ্গে সংযুক্ত(হবার অভিপ্রায় করে। হায় মন্ডলীর ভয়াবহ সঙ্কট! তা ছিল এক মানসিক নিদা(ণ মনস্তাপের সময়। কেউ কেউ মনে করে যে যদি তারা ঐ পৌত্তলিকদের সঙ্গে সংযুক্ত(হতে নেমে আসে যারা খৃষ্টিয়ান বিশ্বাসের অংশবিশেষ সাগ্রহে মেনে নিয়েছিল, তা তাদের মনপরিবর্তনের উপায় হবে। শয়তান বাইবেলের শি(া বিকৃত করার চেষ্টা করেছিল। অবশেষে আমি দেখি আদর্শ নীচু হয়, আর বিধর্মীরা খৃষ্টানদের সঙ্গে মিলিত হয়। তারা প্রতিমাসমূহের ভজনাকারী থেকে এসেছিল, আর যদিও তারা খৃষ্টান হবার প্রকাশ্য স্বীকার করে, তারা তাদের সঙ্গে তাদের পৌত্তলিকতা নিয়ে আসে। তারা শুধু সাধুদের মূর্তিগুলির উদ্দেশে ও এমন কি খৃষ্টের ও যীশুর মাতা মরিয়মের মূর্তির উদ্দেশে তাদের আরাধনার বস্তু পরিবর্তন করে। খৃষ্টানগণ ত্র(মে ত্র(মে তাদের সঙ্গে যুক্ত(হয় আর খৃষ্টীয় ধর্ম বিকৃত হয়, আর মন্ডলী তার বিশুদ্ধতা ও প্রভাব-কর্তৃত্ব হারায়। কেউ কেউ তাদের সঙ্গে মিলিত হতে অস্বীকার করে ও তাদের বিশুদ্ধতা র(া করে, ও শুধু ঈশ্বরের ভজনা করে। তারা উর্দ্ধে স্বর্গে, নীচে পৃথিবীতে কোনো কিছুর মূর্তির উদ্দেশে নত হবে না।

এত অধিকজনের পতনে শয়তান উল্লসিত হয়(আর তখন সে তাদের ওপরে পতিত মন্ডলিকে উত্তেজিত করে যারা তাদের ধর্মের বিশুদ্ধতা সংর(ণ করবে, হয় তাদের আচার-অনুষ্টানের প্রতি স্বীকৃতি দিতে, নতুবা তাদের মৃত্যু প্রদান করতে। তাড়নার অগ্নি আবার যীশু খৃষ্টের সত্য মন্ডলীর বি(দ্ধে প্রজ্বলিত হয়, আর অযুত অযুতের সংখ্যায় দয়াহীন ভাবে বধ হয়।

তা পরবর্তী রীতিতে আমার সা(াতে উপস্থাপিত হয়(বিধর্মী পৌত্তলিকদের এক বৃহৎ দল এক কালো পতাকা বহন করে যার ওপরে সূর্য, চন্দ্র, ও তারাসমূহের নকশা। দলটিকে খুবই ভয়ানক ও ত্রু(দ্ধ মনে হয়। আমাকে এরপরে দেখানো হয় আরেকটি দল যা এক বিশুদ্ধ শুভ্র পতাকা বহন করছে। আর তার ওপরে লেখা ছিল, প্রভুর প্রতি নির্মলতা ও পবিত্রতা। তাদের মুখমন্ডলের ওপরে চিহ্নি(ত ছিল দৃঢ়তা ও স্বর্গীয় বশবর্তীতা। আমি দেখি বিধর্মী পৌত্তলিকেরা তাদের দিকে অগ্রসর হয়, আর এক মহা সংহার হয়। খৃষ্টানেরা তাদের সা(াতে দ্রবীভূত হয়(আর তবুও খৃষ্টীয় দলটি অধিকতর ঘনিষ্টভাবে সমুখে অগ্রসর হয়, ও পতাকাটি আরো দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে। যেমন অনেকে পতিত হয়, অন্যেরা পতাকার চারিদিকে পুনরায় একত্রিত হয় ও তাদের স্থান পূরণ করে।

আমি দেখি পৌত্তলিকদের দলটিকে, একত্রে পরামর্শ করছে। খৃষ্টানদেরকে সমর্পণ করাতে তারা বিফল হয়, আর তারা আরেকটি পরিকল্পনায় একমত হয়। আমি দেখি তারা তাদের পতাকা নীচু করে, আর তারা সেই দৃঢ় খৃষ্টীয় পতাকার দিকে যায়, আর তাদের উদ্দেশে প্রস্তাব দেয়। প্রথমে প্রস্তাবগুলি একেবারে অস্বীকৃত হয়। তারপরে আমি দেখি খৃষ্টীয় দলটি একত্রে পরামর্শ করে। কেউ কেউ বলে যে তারা পতাকা নীচু করবে, প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করবে, ও তাদের জীবন র(া করবে, আর অবশেষে তারা ঐ বিধর্মী পৌত্তলিকদের মাঝে তাদের

পতাকা উত্তোলন করতে সামর্থ লাভ করবে। কিন্তু কেউ কেউ এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্পিত হবে না, কিন্তু তাদের পতাকাটি চেপে ধরে, বরং তা নীচু করার চেয়ে মরতে মনোনয়ন করে। তখন আমি দেখি সেই খৃষ্টীয় দলটির অনেকে পতাকাটি নীচু করে, ও বিধর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়(যখন দৃঢ় ও স্থির সংকল্প লোকেরা তাদের পতাকা জাপটে ধরে, ও তা আবার উঁচু করে বহন করে। আমি দেখি ব্যক্তি(বিশেষ অবিরত ঐ দলটি ত্যাগ করে যারা নির্মল পতাকা বহন করে, ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে মিলিত হয়, আর তারা কালো পতাকার নীচে একত্রিত হয়, যারা শুভ্র পতাকা বহন করছে তাদের তাড়না করতে(আর অনেকেই বধ হয়, তবুও শুভ্র পতাকাটি উঁচু করে তুলে ধরা হয়, আর ব্যক্তি(বিশেষেরা উৎপন্ন হয় আবার তার চারিপাশে একত্রিত হতে।

সেই যিহূদীরা যারা যীশুর বি(দ্ধে বিধর্মীদের ত্রে(াধ উৎপন্ন করে, রেহাই পাবে না। বিচার ক(ে ত্রে(াধোন্মত্ত যিহূদীরা চেঁচিয়ে বলে, যেমন পীলাত যীশুকে দোষারোপিত করতে ইতস্ততঃ করে, ওঁর রক্ত(আমাদের ওপরে ও আমাদের সন্তানদের ওপরে বতুর্ক। যিহূদী বংশ এই ভয়ানক অভিশাপের পূর্ণতার অভিজ্ঞতালাভ করে যা তারা তাদের আপন আপন শিরে ডেকে আনে। বিধর্মীরা ও যাদেরকে খৃষ্টান বলা হয় সমভাবে তাদের শত্রু ছিল। ঐ সব ঘোষিত খৃষ্টানেরা, খৃষ্টের ক্র(ুসের প্রতি তাদের আবেগপূর্ণ আগ্রহে, যেহেতু যিহুদীরা খৃষ্টকে ক্র(ুশে দেয়, মনে করে যে তাদের ওপরে তারা যত অধিক কষ্টভোগ আনতে পারবে তত বেশী করে তারা ঈ(্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে(আর ঐ অবি(্বাসী যিহূদীদের অনেকেই বধ হয়, যখন অন্যেরা স্থান থেকে স্থানান্তরে বিতাড়িত হয়, আর দন্ডিত হয় প্রায় সকল রীতিতে।

খৃষ্টের রক্ত(ও অন্যান্য শিষ্যদের, যাদের তারা মৃত্যুমুখে পতিত করেছিল তাদের রক্ত(, তাদের ওপরে ছিল ও তারা ভয়ানক শাস্তি দ্বারা দন্ডিত হয়। ঈ(্বরের অভিশাপ তাদের অনুসরণ করে, আর তারা বিধর্মীদের তথা খৃষ্টানদের কাছে এক কুখ্যাত বস্তু হয়। তাদেরকে বর্জন করা হয়, অবনমিত করা হয় ও অত্যন্ত ঘৃণা করা হয়, যেন কয়িনের কলঙ্কচিহ্(তাদের ওপরে ছিল। তথাপি আমি দেখি যে ঈ(্বর বিস্ময়করভাবে এই জাতিকে সংর(ণ করেন, আর তাদেরকে জগতে বরাবর ছিন্নভিন্ন করেছিলেন, যে তাদের ওপরে এমনভাবে তাকানো হয় যেন তারা বিশেষভাবে ঈ(্বরের কাছ থেকে এক অভিশাপদন্ডপ্রাপ্ত ছিল। আমি দেখি যে এক জাতিরূপে ঈ(্বর যিহূদীদেরকে ত্যাগ করেছিলেন, তথাপি তাদের এক অংশ ছিল যারা তাদের হৃদয় থেকে ছল খন্ডন করতে সমর্থ হবে। কেউ কেউ তবুও দেখবে তাদের সম্পর্কে ভাববানী পূর্ণ হয়ে এসেছে ও তারা যীশুকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করবে, তাদের বংশের যীশুকে প্রত্যাখান করার ও তাঁকে ক্র(ুশে দেয়ার মহা পাপ দেখবে। যিহূদীদের মাঝে ব্যক্তি(বিশেষেরা মনপরিবর্তিত হবে(তবে জাতিরূপে তারা চিরতরে ঈ(্বরের দ্বারা পরিত্যক্ত(।

১৮শ অধ্যায়

অধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ব

যীশুর কাছ থেকে মনকে মনুষ্যের দিকে আকর্ষিত করা ও ব্যক্তি(গত দায়বদ্ধতা বিনষ্ট করা সদাই শয়তানের অভিসন্ধি থেকে এসেছে। শয়তান তার অভিসন্ধিতে বিফল হয়, যখন সে ঈশ্বরের পুত্রকে পরী(া করে। সে অধিকতর ভালভাবে সফল হয় যেমন সে পতিত মানবের কাছে আসে। খৃষ্টানধর্ম্মের শি(া বিকৃত হয়। পোপেরা ও পুরোহিতের এক উন্নত পদমর্যাদা নেবার স্পর্দ্ধা করে, আর আপনাদের জন্যে খৃষ্টের দিকে তাকাবার পরিবর্তে তাদের পাপের (মার জন্যে তাদের দিকে তাকাতে লোকদেরকে তারা শি(া দেয়। তাদের কাছ থেকে বাইবেল সংর(ণ করা হয়, এই অভিপ্রায়ে যে সেই সত্য সমূহ গোপনে করা যায় যা তাদেরকে দোষারোপ করবে।

লোকেরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হয়। তাদেরকে শেখানো হয় যে পোপেরা ও পুরোহিতেরা খৃষ্টের প্রতিনিধি ছিল, যখন প্রকৃতপ(ে তারা ছিল শয়তানের প্রতিনিধি(আর যখন তারা তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করে, তারা শয়তানের আরাধনা করে। লোকেরা বাইবেল চায় (কিন্তু আপনাদের জন্যে ঈশ্বরের বাক্য তাদেরকে পড়তে দেয়া তারা বিপদজনক বিবেচনা করে, পাছে তারা আলোকপ্রাপ্ত হয়, ও তাদের পাপরাশি প্রকাশ পায়। এই প্রতারকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে, ও তাদের কাছ থেকে প্রতিটি বাক্য গ্রহণ করতে যেন তা ঈশ্বরের মুখনির্গত ছিল, লোকদেরকে শেখানো হয়, মনের ওপরে তারা সেই (মতা দখল করে, যা ঈশ্বরের দখলে থাকা উচিত। আর যদি কেউ তাদের আপন বিশ্বাসসিদ্ধি অনুসরণ করার চেষ্টা করে, সেই একই বিদ্বেষ যা শয়তান ও যিহূদীরা যীশুর প্রতি প্রয়োগ করে, তাদের বি(দ্ধে প্রজ্বলিত হবে, আর যারা কর্তৃত্বে রয়েছে তাদের রক্তে(র লালসা করবে। আমাকে এক নির্দিষ্ট সময় দেখানো হয় যখন শয়তান বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করে। প্রচুর সংখ্যায় খৃষ্টান বধ হয় এক ভয়াবহ রীতিতে যেহেতু তারা তাদের ধর্মের বিশুদ্ধতা সংর(ণ করবে।

বাইবেলকে ঘৃণা করা হয়, এবং ঈশ্বরের বহুমূল্য বাক্যের সম্বন্ধে পৃথিবীকে মুক্ত(করতে চেষ্টাসমূহ চালানো হয়। মৃত্যুর দায়ে বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করা হয়, আর পবিত্র গ্রন্থের সমস্ত প্রতিলিপি যা পাওয়া যায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু আমি দেখি যে তাঁর বাক্যের জন্যে ঈশ্বরের এক বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি তা র(া করেন। বিভিন্ন সময়ে বাইবেলের খুবই অল্প প্রতিলিপি অস্তিত্বে ছিল, তবুও ঈশ্বর তাঁর বাক্য হারিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন না। আর শেষের দিনগুলিতে, বাইবেলের প্রতিলিপিগুলি এতই সংখ্যাধিক হবে যে প্রতিটি পরিবার তা ধারণ করতে পারবে। আমি দেখি যে যখন শুধু খুবই কমসংখ্যক বাইবেলের প্রতিলিপি ছিল, যীশুর অত্যাচারিত অনুগামীদের কাছে তা বহুমূল্য ও সান্ত্বনাদায়ক ছিল। তা অতি গোপন রীতিতে পঠিত হতো, ও যাদের এই মর্যাদাপূর্ণ বিশেষ সুযোগ ছিল, উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের সাথে, তাঁর পুত্র যীশুর সাথে, ও তাঁর শিষ্যদের সাথে তাদের এক সা(াৎকার ছিল। কিন্তু এই বিশেষ ধন্য সুযোগ তাদের অনেককে জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হয়। প্রকাশিত হয়ে গেলে, পবিত্র বাক্য পড়া থেকে তাদেরকে কোপ মেরে কাটার বধ্য কাষ্ঠে, খোঁটায় কিম্বা বদ্ধ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় অনাহারে মরবার জন্যে।

শয়তান পরিত্রাণের পরিকল্পনার গরিরোধ করতে পারে না। যীশু ক্র(শারোপিত হন, তৃতীয় দিনে আবার ওঠেন। তাঁর দূতগণকে তিনি বলেন যে এমন কি ক্রু(শারোপণ ও পুন(থান তাঁর প্রাধান্যের কথা বলবে। সে ইচ্ছুক ছিল যে যীশুতে যারা বিশ্বাস প্রকাশ করে তারা বিশ্বেষ করবে যে যিহূদী বলিদান ও নৈবদ্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা ব্যবস্থাগুলি খৃষ্টের মৃত্যুতে শেষ হয়, যদি সে তাদেরকে আরো অধিকতরভাবে এগিয়ে দিতে পারে, ও তাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারে যে দশ আজ্ঞার ব্যবস্থা খৃষ্টের সঙ্গে ধ্বংস হয়।

আমি দেখি যে অনেকেই ইচ্ছাপূর্বক শয়তানের এই অভিসন্ধিতে সমর্পিত হয়। সমগ্র স্বর্গ ঘৃণামিশ্রিত ত্রে(াধে বিচলিত হয়, যেমন তারা দেখে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা পদদলিত হয়। যীশু ও সমগ্র স্বর্গীয় বাহিনী ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন(তারা জানতেন যে ঈশ্বর তা পরিবর্তিত ও রদ করবেন না। মানবের আশাহীন অবস্থা স্বর্গে গভীরতম দুঃখ ঘটায় ও ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারীদের জন্যে মরবার প্রস্তাব করতে যীশুকে বিচলিত করে। যদি তাঁর ব্যবস্থা রদ করা যেত, মনুষ্য যীশুর মৃত্যু ছাড়া র(া পেতে পারতো। খৃষ্টের মৃত্যু তাঁর পিতার ব্যবস্থা বিনষ্ট করে নি(কিন্তু তা মর্যাদাসম্পন্ন ও সমাদৃত করে ও তার সমস্ত পবিত্র বিধিগুলির প্রতি আনুগত্য বলবৎ করে। মন্ডলী যদি বিশুদ্ধ ও দৃঢ় থাকা বজায় রাখতো, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করতে, ও ঈশ্বরের ব্যবস্থা পদদলিত করতে তাদেরকে চালিত করতে পারতো না। এই সাহসী পরিকল্পনায় শয়তান সোজাসুজি স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন-ব্যবস্থার বি(দ্ধে আঘাত করে। তার বিদ্রোহ তাকে স্বর্গ হতে বহিস্কৃত হওয়া ঘটায়। তার বিদ্রোহ করার পরে তাকে র(া করার অভিপ্রায়ে সে চায় ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থা পরিবর্তন ক(ন(কিন্তু সমগ্র স্বর্গীয় বাহিনীর সা(াতে ঈশ্বর শয়তানকে বলেন, যে তাঁর ব্যবস্থা ছিল অপরিবর্তনীয়। শয়তান জানে যে যদি সে অন্যদেরকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করা ঘটাতে পারে সে তাদের বিষয়ে নিশ্চিত(কারণ তাঁর ব্যবস্থার প্রত্যেক লঙ্ঘনকারী অবশ্যই মরবে।

শয়তান আরো অধিকতর দূরে যাবার মনস্থ করে। সে তার দূতগণকে বলে যে কেউ কেউ ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিষয়ে এতই সন্দিগ্ধচিত্তে সর্তক হবে যে তারা এই ফাঁদে ধরা দেবেন না(যে দশ আজ্ঞা এতই সরল ছিল যে অনেকেই বিশ্বাস করবে যে সেগুলি তখনো অবশ্য-পালনীয়(তাই সেই তাকে চতুর্থ আজ্ঞাটিকে বিকৃত করার চেষ্টা করতে হবে যা জীবন্ত ঈশ্বরকে দৃষ্টিপথে আনে। বিশ্রামদিনটিকে পরিবর্তন করা চেষ্টা

করতে সে তার প্রতিনিধিগণকে চালিত করে, দশের একমাত্র আজ্ঞাকেপরিবর্তন করে যা সত্য ঈশ্বরকে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে দৃষ্টিপথে আনে। তাদের সা(াতে শয়তান যীশুর গৌরবময় পুন(খান পেশ করে, ও তাদেরকে বলেন যে, সপ্তাহের প্রথম দিনটিতে তাঁর উত্থানের দ্বারা, তিনি বিশ্রামদিনকে সপ্তম দিন থেকে সপ্তাহের প্রথম দিনে পরিবর্তিত করেন। এভাবে শয়তান পুন(খানকে তার অভিপ্রায় জারি করতে ব্যবহার করে। সে ও তার দূতেরা আনন্দিত হয় যে যে ভুলগুলি তারা প্রস্তুত করে, খৃষ্টের প্রকাশিত বন্ধুদের সঙ্গে তা এত ভালভাবে কাজে লাগে। যা একজনে ধর্মীয় ঘৃণার বস্তু হিসেবে দেখে, অন্যে গ্রহণ করে। বিভিন্ন ত্রুটি গৃহীত হবে, আর উদ্যোগের সঙ্গে প্রতির(ণ করা হবে। স্পষ্টভাবে তাঁর বাক্যে প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছে, সেই ত্রুটি ও পরম্পরায় আবৃত হয়, যাকে ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ রূপে শেখানো হয়। তবে যদি স্বর্গকে যুদ্ধে আহ্বানকারী এই প্রতারণা খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে যেতে দেয়া হবে, তথাপি ভ্রান্তি ও প্রতারণার সমস্ত সময় ধরে, কোনো সা(ী ছাড়া ঈশ্বর পরিত্যক্ত(হয়ে থাকেন নি। মন্ডলীর অন্ধকার অবস্থা ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞাপালনকারী বিশ্বস্ত ও প্রকৃত সা(ী থেকে এসেছে।

আমি দেখি যে দূতগণ বিস্ময়ে পূর্ণ হন যেমন তারা গৌরবের রাজার দুঃখভোগসমূহ ও মৃত্যু দেখেন। তবে আমি দেখি যে এটা দূতীয় বাহিনীর কাছে কোনো বিস্ময় ছিল না যে জীবন ও গৌরবের প্রভু, যিনি সমগ্র স্বর্গকে আনন্দ ও গৌরবে পূর্ণ করেন, মৃত্যুর বাঁধনগুলি খন্ডন করবেন, ও একজন সফল বিজয়ীরূপে তাঁর বন্দিগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবেন, আর যদি এই ঘটনাগুলির কোনো একটি কোনো বিশ্রামের দিনের দ্বারা স্মৃতির(ার উৎসব রূপে পালিত হয়, তা হচ্ছে ত্রু(শারোহণ। কিন্তু আমি দেখি যে এই ঘটনাগুলি কোনোটিও ঈশ্বরের ব্যবস্থা পরিবর্তন বা রদ করতে পরিকল্পিত ছিল না, তবে সেগুলি তার পরিবর্তনশীলতার জোরালোতম প্রমাণ দেয়।

এই গু(ত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির উভয়েরই তাদের স্মারক ছিল। প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণের দ্বারা টুকরো করা (টি ও দ্রা(া ফলের দ্বারা, যাবৎ না তিনি আসেন আমরা প্রভুর মৃত্যু দর্শাই। এই স্মারক পালনের দ্বারা, তাঁর দুঃখভোগসমূহের ও মৃত্যুর ঘটনাবলি আমাদের মনে তাজা করা হয়। খৃষ্টের পুন(খানের স্মৃতিপালন হয়। বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা তাঁর সঙ্গে কবরপ্রাপ্ত হওয়ায় ও জলপূর্ণ কবর থেকে তাঁর পুন(খানের সাদৃশ্যে জীবনের নতুনতায় জীবনযাপনে ওঠায়।

আমাকে দেখানো হয় যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা চিরকাল দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হবে, ও নতুন পৃথিবীতে সমস্ত অনন্তকালের উদ্দেশে জীবিত থাকবে। সৃষ্টিতে যখন পৃথিবীর ভিত্তিসমূহ স্থাপিত হয়, সৃষ্টিকর্তার কার্যের ওপরে ঈশ্বরের পুত্রগণ ভালবাসা মিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে তাকান, আর সমস্ত স্বর্গীয় বাহিনী আনন্দের জন্যে উচ্চৈঃস্বর করেন। সে ছিল তখন যে বিশ্রামদিনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সৃষ্টির, ছয় দিনের শেষে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কার্য থেকে বিশ্রাম করেন যা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন(আর তিনি সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করেন ও তা পবিত্র করেন, কারণ যে তাতে তিনি তাঁর সমস্ত কার্য থেকে বিশ্রাম করেন। পতনের পূর্বে এদোনে বিশ্রামদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আদম ও হবার দ্বারা, ও সমস্ত স্বর্গীয় বাহিনী দ্বারা পালিত হয়। ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন, আর আশীর্বাদ ও পবিত্র করেন(আর আমি দেখি যে বিশ্রামদিন কখনো লোপ পাবে না, কিন্তু মুক্তি(প্রাপ্ত সাধুগণ ও সমস্ত দূতীয় বাহিনী সমস্ত অনন্তকালের উদ্দেশে মহান সৃষ্টিকর্তার সম্মানে তা পালন করবে।

দানিয়েল ৭ অধ্যায়(২ থিষলনীকীয় ২ অধ্যায় দেখুন।

১৯শ অধ্যায়

দুর্দশায় অনন্ত জীবন নয়, মৃত্যু

শয়তান এদোনে তার প্রতারণা শু(করে। সে হবার উদ্দেশে বলে, তুমি কোনো ত্র(মেই মরিবে না। আত্মার অমরত্বের বিষয় এই ছিল শয়তানের প্রথম পাঠ(আর এই প্রতারণা সে সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে, আর তা চালিয়ে নিয়ে যাবে যাবৎ না ঈ(রের সন্তানদের বন্দিত্ব ফেরানো হবে। আমাকে এদোনে আদম ও হবার পানে নির্দিষ্ট করা হয়। তারা নিষিদ্ধ বৃ(র বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন, আর তখন জীবন-বৃ(র চর্তুদিকে জ্বলন্ত তরবারি রাখা হয়, আর তাদেরকে উদ্যান থেকে বহিস্কৃত করা হয়, পাছে তারা জীবন-বৃ(র অংশগ্রহণ করেন ও অমর পাপী হয়ে যান। জীবন-বৃ(ছিল অমরত্ব স্থায়ী করতে। আমি শুনি একজন দূত জিজ্ঞেস করেন, আদমের পরিবারের কে সেই জ্বলন্ত তরবারি অতিত্র(ম করেছে ও জীবন বৃ(র অংশগ্রহণ করেছে? আমি অপর দূতগণকে উত্তর দিতে শুনি, আদমের পরিবারে কেউই সেই জ্বলন্ত তরবারি অতিত্র(ম করে নি, ও সেই বৃ(র অংশগ্রহণ করে নি। তাই কোনো অমর পাপী নেই। যে আত্মা পাপ করে সে এক চিরস্থায়ী মৃত্যু মরবে(এক মৃত্যু যা চিরকাল স্থায়ী হবে, যেখানে কোনো পুন(খানের আশা থাকবে না, আর তখন ঈ(রের ত্রে(াধ শান্ত হবে।

তা আমার কাছে এক বিস্ময় ছিল যে শয়তান এত ভালভাবে মনুষ্যকে ঈ(রের সেই বাক্যের, যে আত্মা পাপ করে সে অবশ্যই মরিবে, এই অর্থ বি(াস করাতে সফল হবে যে যে আত্মা মনুষ্য পাপ করে সে অবশ্যই মরবে না, কিন্তু অনন্তকালধরে দুর্দশায় বেঁচে থাকবে। দূত বলেন, জীবন হচ্ছে জীবনই, তা দৈহিক যন্ত্রণাতেই হোক বা সুখেই হোক। মৃত্যু হচ্ছে কষ্ট-দুঃখ ছাড়া, আনন্দ ছাড়া, বিদ্বেষ ছাড়া।

শয়তান তার দূতগণকে এদোন হবার কাছে প্রথম পুর্নবার বলা, তুমি অবশ্যই মরিবেনা, এই প্রতারণাটি ছড়াতে এক বিশেষ চেষ্টা চালাতে বলে। আর যেমন ভুলটি লোকদের দ্বারা গৃহীত হয়, আর তারা বি(াস করে যে মানুষ অমর, শয়তান তাদেরকে আরো বি(াস করতে চালিত করে যে পাপী অনন্ত দুর্দশায় থেকে বেঁচে থাকবে। তখন তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে লোকদের সা(াতে ঈ(রকে এক প্রতিহিংসাপরায়ণ উৎপীড়করূপে (অভিমত) করতে, শয়তানের প(এক রাস্তা প্রস্তুত হয়(যে যারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে না তিনি নরকে নি(প করবেন, ও চিরকাল তাঁর ত্রে(াধ অনুভব করা ঘটাবেন(আর যে তারা অব্যক্ত(মনস্তাপ সহ্য করবে, যখন তিনি তাদের দিকে নীচে পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাকাবেন, যেমন তারা ভয়ানক দুর্দশা ও অনন্ত শিখায় ভীষণ কষ্ট পায়। শয়তান জানে যে এই ভ্রান্তিটি যদি গৃহীত হয়, ঈ(র অনেকেরই দ্বারা ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি(পাবার পরিবর্তে ভয়ের বস্তু ও ঘৃণিত হবেন(আর অনেকজনে বি(াস করতে চালিত হবে যে ঈ(রের বাক্যের ভয়প্রদর্শনগুলি আ(রিকভাবে পূর্ণ হবে না(কারণ তা হবে তাঁর চরিত্রের উপচিকীর্ষা ও প্রেমের বি(দ্ধে। সেইসব প্রাণীকে অনন্ত উৎপীড়নে নি(প করা যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। শয়তান তাদেরকে আরেক চরমে, সম্পূর্ণরূপে ঈ(রের ন্যায়-বিচার ও তাঁর বাক্যে ভয়প্রদর্শনগুলি উপে(া করতে, ও তাকে সর্বোতোভাবে ক(ণাময়, ও যে একজনও নাশ হবে না কিন্তু সবাই, ধার্মিক ও পাপী উভয়েই, অবশেষে তাঁর রাজ্যে র(া পাবে বলে ভাবতে চালিত করেছে। আত্মার অমরত্বের, ও সীমাহীন ক(ণা সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্তির পরিনামে, শয়তান আরেক শ্রেণীর লোকদের ওপরে সুবিধে নেয়, ও বাইবেলকে অ-প্রত্যদিষ্ট গ্রন্থ বলে বিবেচনা করতে চালিত করে। তারা মনে করে তা অনেক ভাল ভাল বিষয় শেখায়(তবে তারা তার ওপরে নির্ভর করতে ও তা ভালবাসতে পারে না(কারণ তাদেরকে শেখানো হয় যে তা অনন্ত দুর্দশার শি(া বিবৃত করে।

শয়তান এমন কি আরেকটি শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ নেয়, ও তাদেরকে ঈ(রের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে আরো অধিকতর দূরে চালিত করে। বাইবেলের ঈ(রের চরিত্রে তারা কোনো স্থিরতা সামঞ্জস্য দেখতে পায় না, যদি তিনি মানব পরিবারের এক অংশকে সমস্ত অনন্তকালধরে উৎপীড়ন করবেন(আর তারা বাইবেল ও তার প্রণেতাকে অস্বীকার করে, আর মৃত্যুকে এক অনন্ত নিদ্রা বলে বিবেচনা করে।

পুনরায় শয়তান আরেক শ্রেণীকে চালিত করে যারা পাপ করতে ভীত ও ভী((আর তাদের দ্বারা পাপ করার পরে সে তাদের সামনে তুলে ধরে যে পাপের বেতন মৃত্যু নয়, কিন্তু ভয়ানক পীড়নে এক অনন্ত জীবন, যা অনন্তকালের অন্তহীন যুগ যুগ ধরে সহ্য করতে হবে। শয়তান সুযোগটির সদব্যবহার করে, ও তাদের মনের সামনে অতিরঞ্জিত করে এক অন্তহীন নরকের ভয়াবহতাগুলিকে, ও তাদের মনের কতৃত্ব নেয়, আর তারা তাদের বিচার বুদ্ধি হারায়। তখন শয়তান ও তার দূতেরা উল্লসিত হয়, আর সংশয়বাদী ও নাস্তিক খৃষ্টধর্মের উপরে অখ্যাতি নি(প করতে যোগ দেয়। এই প্রচলিত বি(দ্ধ ধর্মমত গ্রহণের এইসব মন্দ পরিণামগুলিকে বাইবেল ও তার প্রনেতার বি(াসের স্বাভাবিক ফলাফল বলে বিবেচনা করে।

আমি দেখি যে শয়তানের এই সাহসী কার্যে স্বর্গীয় বাহিনী ঘৃণা-মিশ্রিত ত্রে(াধে পূর্ণ হয়। আমি জানতে চাই মনুষ্যদের মনে এইসব প্রবঞ্চনা প্রভাব বিস্তার করতে কেন দেয়া হবে, যখন ঈ(রের দূতগণ (মতাশালী, ও যদি ভারার্পিত হন, সহজেই শত্রুর (মতা খন্ডন করতে পারেন। তখন আমি দেখি যে ঈ(র জানতেন মনুষ্যদের বিনষ্ট করতে শয়তান প্রতিটি কলা-কৌশল পরী(ণ করবে(সুতরাং তিনি তাঁর বাক্যকে লিখিত হওয়া ঘটিয়ে ছিলেন, ও মনুষ্যের কাছে তাঁর অভিসন্ধি এতই সরল করেছিলেন যে দুর্বলতমের ভুল করার প্রয়োজন হয় নি। তারপরে,

মনুষ্যের কাছে তাঁর বাক্য দেয়া হলে পরে, তিনি সাবধানের সঙ্গে তা সংর(ণ করেছিলেন, যেন শয়তান ও তার দূতেরা, কোনো মাধ্যম বা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তা বিনষ্ট করতে না পারে। যখন অন্যান্য পুস্তক বিনষ্ট করা যেতে পারে, এই পবিত্র পুস্তক অমর হবে। আর সময়ের প্রায় শেষ পর্যন্ত, যখন শয়তানের প্রবঞ্চনাগুলি বৃদ্ধি পাবে, বাইবেলের প্রতিলিপিগুলি সংখ্যাধিক হবে, যাতে যারা তার বাসনা করে মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছের এক প্রতিলিপি পেতে পারে, আর তারা যদি চায়, শয়তানের প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা বিস্ময়গুলির বি(দ্ধে আপনাকে অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করতে পারে।

আমি দেখি যে ঈশ্বর বিশেষভাবে বাইবেলকে র(া করেছিলেন, তথাপি পন্ডিত ব্যক্তি(গণ, যখন প্রতিলিপিগুলি অল্প ছিল, কোনো কোনো ব্যাপারে কথাগুলিকে বদলি করেছিল, এটা ভেবে যে তারা তা আরো সরল করছিল, যখন তারা তা দুর্জ্ঞেয় করছিল যা সরল ছিল, পরম্পরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে, তাদের প্রতিষ্ঠিত মতামতের প্রতি তাকে আনত হওয়া ঘটাচ্ছিল। তবে আমি দেখি যে ঈশ্বরের বাক্য মোটামুটি হচ্ছে এক সিদ্ধ শৃঙ্খল, শাস্ত্রের একটি অংশ অন্যটিকে ব্যাখ্যা করছে। সত্যের প্রকৃত অন্বেষণকারীর ভুল করার প্রয়োজন নেই(কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবনের পথ বিবৃত করতে শুধু সরল ও সহজই নয়, কিন্তু তাঁর বাক্যে প্রকাশিত জীবনের পথ বুঝতে পবিত্র আত্মাকে দেয়া হয়েছে।

আমি দেখি যে ঈশ্বরের দূতেরা কখনোই ইচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করেন না। মনুষ্যের সা(াতে ঈশ্বর জীবন ও মৃত্যু স্থাপন করেন। সে তার পছন্দ রাখতে পারে। অনেকেই জীবনের বাসনা করে, তবে প্রশস্ত পথে চলা চালিয়ে যায়, কারণ তারা জীবন মনোনয়ন করে নি।

অপরাধী মনুষ্যের জন্যে তাঁর পুত্রকে প্রদান করায় আমি ঈশ্বরের ক(ণা ও অনুকম্পা দেখি। যারা সেই পরিত্রাণ গ্রহণ করা বেছে নেবে না যা এমন বহুমূল্যে ত্র(য় করা হয়েছে, অবশ্যই শাস্তি পাবে। সেই প্রাণীরা যাদেরকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন তার শাসনের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করা মনোনয়ন করেছে(কিন্তু আমি দেখি যে ঈশ্বর অন্তহীন দুর্দশা সহ্য করতে তাদেরকে আবদ্ধ করেন নি। তাদেরকে তিনি স্বর্গে নিতে পারতেন না(কারণ বিশুদ্ধ ও পবিত্রদের দলে আনা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে শোচনীয় হওয়া ঘটাবে। তিনি তাদেরকে একেবারে বিনষ্ট করবেন, আর তাদেরকে এমন ঘটাবেন যে তারা ছিল না, আর তাহলে তাঁর ন্যায়বিচার তৃপ্ত হবে। মনুষ্যকে তিনি মৃত্তিকার ধূলি থেকে গঠন করেন, আর অবাধ্য ও অপবিত্রেরা অগ্নি দ্বারা গ্রাস হবে, ও পুনরায় ধূলিতে প্রত্যাবর্তন করবে। আমি দেখি যে এতে ঈশ্বরের উপচিকীর্ষা ও অনুকম্পা, সকলকে তাঁর চরিত্র শ্রদ্ধার চোখে দেখতে ও তাঁকে তীব্রভাবে ভালবাসতে, চালিত করবে(আর পৃথিবী থেকে দুষ্টদের বিনাশ হয়ে গেলে পরে, সমগ্র স্বর্গীয় বাহিনী বলবে, আমেন!

শয়তান তাদের ওপরে মহা সন্তোষে তাকায় যারা খৃষ্টের নাম প্রকাশ্যে ব্যক্ত(করে, ও তার দ্বারা রচিত এইসব প্রবঞ্চনার প্রতি ঘনিষ্টভাবে অনুগত থাকে। তার কাজ হচ্ছে এখনো নতুন নতুন প্রবঞ্চনা গঠন করা। তার (মতা বৃদ্ধি পায়, আর সে আরো চতুর হয়ে ওঠে। সে তার প্রতিনিধিগণকে, পোপ ও পুরোহিতগণকে, আপনাদেরকে প্রশংসিত করতে, ও তাদেরকে নির্মমভাবে তাড়না করতে লোকদেরকে উত্তেজিত করতে চালিত করে যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, ও তাদের মাধ্যমে প্রবর্তন করা, তার প্রবঞ্চনাগুলির প্রতি সমর্পিত হয়ে ইচ্ছুক ছিল না। খৃষ্টে অনুরক্ত(অনুগামীদেরকে বিনষ্ট করতে শয়তান তার সহায়কদের ওপরে অগ্রসর হয়, ও দুঃখভোগ ও দা(ণ মনস্তাপ যা তারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রদেরকে সহ্য করায় দূতগণ এ সবের এক বিশ্বস্ত লেখ্য রেখেছেন। তবে শয়তান ও তার মন্দ দূতেরা উল্লসিত হয়, ও সেই দূতগণকে বলে যারা নির্বাহ করেন, এবং সেই দুঃখভোগকারী ধার্মিকগণকে সবল করেন, যে তারা তাদেরকে বধ করবে, যে পৃথিবীর ওপরে কোনো প্রকৃত খৃষ্টান অবশিষ্ট না থাকে। আমি দেখি যে ঈশ্বরের মন্ডলী তখন শুদ্ধ ছিল। তখন ঈশ্বরের মন্ডলীর মধ্যে নীতিহীন হৃদয়ের লোকদের আসবার কোনো আশঙ্কা ছিল না, কারণ প্রকৃত খৃষ্টান, যে তাঁর বিশ্বাস বিবৃত করায় সাহস করে, যন্ত্রণা দেবার যন্ত্রবিশেষ, মারণের খোঁটার, প্রতিটি উৎপীড়ণ যা শয়তান ও তার দূতেরা আবিস্কার করতে পারতো, ও মানবের মনের মধ্যে স্থাপন করতে পারতো তার আশঙ্কায় ছিল।

আদি পুস্তক ও অধ্যায়(উপদেশক ৯ঃ৫(১২ঃ৭(লূক ২১ঃ৩৩(যোহন ৩ঃ১৬, ২ তীমথীয় ৩ঃ১৬(প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১৪,১৫(২১ঃ১(২২ঃ১২-১৯ দেখুন।

২০ অধ্যায়

ধর্মসংস্কার

তবে সকলপ্রকার উৎপীড়ন ও ধার্মিকগণকে মেরে ফেলা সত্বেও, তবুও প্রতিটি দেশে জীবন্ত সা(ীসমূহকে উৎপন্ন করা হয়। তাদের জিম্মায় অর্পণ করা কার্য ঈশ্বরের দূতগণ করছিলেন। তারা অন্ধকারতম স্থানগুলিতে অন্বেষণ করছিলেন, ও অন্ধকারের মধ্য থেকে নির্বাচন করছিলেন, সেইসব লোক যারা হৃদয়ে অকপট ছিল। তারা সবাই ভ্রান্তিতে আচ্ছাদিত ছিল, তবুও ঈশ্বর তাদেরকে বেছে নেন তাঁর সত্য বহন করতে মনোনীত পাত্র রূপে তাঁর সত্য বহন করতে ও তাঁর প্রকাশ্য-ঘোষিত লোকদের পাপের বি(দ্ধে তাদের কণ্ঠ জোরালো করতে যেমনি তিনি শৌলকে করেন, ঈশ্বরের দূতগণ মার্টিন লূথারের, মেলানকথন ও বিভিন্ন স্থানে অন্যান্যদের ওপরে ঈশ্বরের বাক্যের জীবন্ত সা(্যের জন্যে লালায়িত হতে সত্রি(য় হন, শত্রু এক প-াবনের ন্যায় এসেছিল, আর তার বি(দ্ধে ধ্বজা ওঠাতেই হবে। লূথার মনোনীত হন প্রচন্ড সাহসের সঙ্গে বাধা দিতে, ও এক পতিত মন্ডলীর কোপের বি(দ্ধে দাঁড়াতে, ও সেই অল্প কজনকে সবল করতে যারা তাদের পবিত্র পেশার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে তিনি সদাই ভীত ছিলেন। তিনি কার্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেন(তবে তিনি তৃপ্ত ছিলেন না যাবৎ না স্বর্গ হতে এক আলোক তার মন থেকে অন্ধকারে তাড়ায়, ও তাকে কর্মে নয় কিন্তু খৃষ্টের রক্তে(র গুণে এবং আপনা আপনি ঈশ্বরের কাছে আসতে, পোপদের বা স্বীকারোক্তি(-গ্রহণকারীদের মাধ্যমে নয়, কিন্তু শুধু খৃষ্টের মাধ্যমে আস্থা রাখতে চালিত করে, ও লূথারের কাছে এই জ্ঞানটি কেমন, অমূল্য ছিল! তিনি এই নতুন ও বহুমূল্য আলোক অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করেন, যা তার অন্ধকার বোধশক্তি(তে উদয় হয়েছিল, ও তার কুসংস্কার তাড়িয়ে দিয়েছিল, যা সমৃদ্ধতম জাগতিক ঐশ্বর্যের চেয়ে উচ্চতর। ঈশ্বরের বাক্য নতুন ছিল। প্রতিটি বিষয় বদলে যায়। যে পুস্তকখানিকে তিনি অত্যন্ত ভয় করেন কারণ তিনি তাতে সুন্দরতা দেখতে পান নি, তা ছিল জীবন, তার কাছে 'জীবন'। তা ছিল তার আনন্দ, তার সান্তনা, তার ধন্য শি(ক। তার অধ্যয়ন ত্যাগ করতে কিছুই তাকে প্রবৃত্ত করতে পারে না। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেছিলেন(কিন্তু যেমন তিনি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করেন, তার সকল প্রচন্ড ভীতি অন্তর্হিত হয়, আর তিনি আপনার জন্যে ঈশ্বরের বাক্য অন্বেষণ করেন। এতে অন্তর্ভূক্ত(হওয়া ভাবপূর্ণ বহুমূল্য ঐশ্বর্যের ওপরে তীব্র আনন্দ উপভোগ করেন, আর তদপশ্চাৎ, তিনি মন্ডলীর জন্যে তা অন্বেষণ করেন। তিনি তাদের পাপরাশি নিয়ে (ষ্ট হন যাদের মাঝে তিনি পরিত্রাণের জন্যে আস্থা রেখেছিলেন। তিনি দেখেন অতি বড় সংখ্যা একই অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন যা তাকে আচ্ছাদিত করেছিল। তাদেরকে সেই ঈশ্বরের মেষশাবকের প্রতি নির্দিষ্ট করতে তিনি আগ্রহের সঙ্গে এই সুযোগের সন্ধান করেন, যিনি জগতের পাপভার লয়ে যান। তিনি পোপীয় মন্ডলীর ভ্রান্তি ও পাপসমূহের বি(দ্ধে কণ্ঠ তোলেন, ও আন্তরিকতার সঙ্গে অজ্ঞতার সেই শৃঙ্খল ভঙ্গ করার বাসনা করেন যা হাজার হাজার লোককে অবরোধ করছিল, ও পরিশ্রমের জন্যে তাদেরকে কার্যের ওপরে আস্থা রাখাচ্ছিল। তিনি তাদের মনের উদ্দেশে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকৃত ঐশ্বর্য ও যীশু খৃষ্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিত্রাণের চরম উৎকর্ষ খুলে দেবার যোগ্য হতে বাসনা করেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীলতায় তার কণ্ঠ তোলেন, ও পবিত্র আত্মার (মতায়, মন্ডলীর নেতাদের মাঝে থাকা পাপসমূহের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করেন(আর যেমন তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে বিরোধিতার প্রচন্ডতার সম্মুখীন হন, তার সাহসের ঘাটতি পড়ে নি(কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের শক্তি(মান বাহুর ওপরে নির্ভর করেন, ও জয়ের জন্যে দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে তাতে আস্থা রাখেন। আর যেমন তিনি লড়াই আরো এবং আরো কাছে ঠেলে নিয়ে যান, পুরোহিতদের রোষ তার বি(দ্ধে প্রজ্বলিত হয়। তারা সংস্কার প্রাপ্ত হতে চায় নি। তারা আরাম-স্বচ্ছন্দে, অনিয়ন্ত্রিত আমোদ-প্রমোদ, দুষ্টতায় পরিত্যক্ত(হওয়া পছন্দ করে। তারা মন্ডলীকে অজ্ঞতায় রাখতে চায়।

আমি দেখি যে লূথার ছিলেন উদ্দীপনাময় ও অত্যন্ত আগ্রহশীল, পাপ ভর্ৎসনায়, ও সত্য সমর্থনে নির্ভীক ও সাহসী। তিনি দুষ্ট লোকেদের ও দিয়াবলদের গ্রাহ্য করেন নি। তিনি জানতেন যে তার সঙ্গে এমন একজন ছিলেন যিনি তাদের সবার চেয়ে অধিকতর শক্তি(ধর। লূথার ধারণ করেন উদ্দীপনা (তেজ) উদ্যম, সাহস ও নির্ভয়তা ও কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারতেন(তবে লূথারকে সাহায্য করতে ও ধর্মসংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে ঈশ্বর মেলাঙ্কথনকে উৎপন্ন করেন, যিনি চরিত্রে ঠিক উল্টো ছিলেন। মেলাঙ্কথন ছিলেন ভী(, ভীতিপূর্ণ সাবধানী, ও মহা ধৈর্য ধারণকারী। তিনি ঈশ্বরের অতি মাত্রায় প্রিয়পাত্র ছিলেন। শাস্ত্রকলাপে তার জ্ঞান ছিল মহান, আর তার বিচার-বুদ্ধি ও বিজ্ঞতা ছিল চমৎকার। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের জন্যে তার অনুরাগ লূথারের তুলনায় সমান ছিল। এই হৃদয়গুলি সদাপ্রভু একত্রে দৃঢ়সংযুক্ত(করেন(তারা বন্ধু ছিলেন, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার ছিল না। সেই মেলাঙ্কথনের কাছে লূথার এক মহা সহায় ছিলেন যখন তিনি ভীতিপূর্ণ ও মন্থর হবার আশঙ্কায় ছিলেন, আর মেলাঙ্কথনও সেই লূথারের কাছে এক অতি বড় সহায় ছিলেন তাকে খুব দ্রুত চলা থেকে সংর(ণ করার উদ্দেশে। মেলাঙ্কথনের দূরদর্শী সতর্কতা প্রায়শঃ অসুবিধে এড়ায় যা উদ্দেশ্যের ওপরে আসতে পারতো, যদি কার্যটি একাকী লূথারের ওপরে পরিত্যক্ত(হতো(আর কার্যটি অগ্রে ঠেলে দেয়ায় প্রায়শঃ বিফল হতে পারতো, যদি তা শুধু মেলাঙ্কথনের ওপরে ছেড়ে দেয়া হতো। এই দুজন লোককে মনোনয়নে ঈশ্বরের বিজ্ঞতা আমাকে দেখানো হয়, ধর্মসংস্কারের কার্যটি চালিয়ে যেতে যারা ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

আমাকে তখন পেছনে প্রেরিতদের সময়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ও দেখি যে ঈশ্বর সাথীরূপে মনোনয়ন করেন এক উদ্দিপনাময় ও উদ্যোগী পিতরকে এবং এক শান্ত ধীর, সহিষ্ণু(, বিনীত যোহনকে। কোনো কোনো সময়ে পিতর হতেন আবেগপ্রবণ। আর প্রিয় শিষ্য প্রায়শঃ পিতরকে বাধা দিতেন, যখন তার অত্যন্ত আগ্রহ ও আবেগ উদ্দীপনা তাকে মাত্রাধিকভাবে চালিত করে(তবে তা তাকে সংশোধন করে নি। তবে তার

প্রভুকে তার অস্বীকার করার, ও তার অনুতাপ করার, ও তার মনপরিবর্তনের পরে, যে একটি বিষয় তার প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে তার আবেগ ও আগ্রহ হঠাৎ দমন করতে যোহনের কাছ থেকে এক সতর্কীকরণ। খৃষ্টের উদ্দেশ্য প্রায়শঃ (তিগ্রস্ত হতো শুধু যদি যোহনের কাছে তা ছেড়ে দেয়া হতো। পিতরের আবেগপূর্ণ আগ্রহের প্রয়োজন ছিল। তার সাহসীকতা ও উদ্যম প্রায়শঃ তাদেরকে অসুবিধে থেকে উদ্ধার করে, ও তাদের শত্রুদেরকে নি(ত্তর করে। যোহন ছিলেন চিত্তাকর্ষক। তার ধৈর্যশীল সহিষু(তা ও গভীর উৎসর্গপরায়ণতার দ্বারা অনেককেই তিনি খৃষ্টের উদ্দেশ্যের প্রতি লাভ করেন।

পোপীয় মন্ডলীতে অস্তিত্ব করা পাপরাশির বি(দ্ধে সোচ্চার হতে, ও ধর্মসংস্কার চালিয়ে যেতে ঈ(রের লোকদেরকে উৎপন্ন করেন। শয়তান এইসব জীবন্ত সা(ীকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করে, কিন্তু ঈ(রের তাদের আশে পাশে এক ঝোপঝাড়ের বেড়া করেন। কেউ কেউ, তাঁর নামের গৌরবের জন্যে, যে সা(্য তারা বহন করেছিলেন তাদের রক্তে(র দ্বারা তাতে মোহর দিতে অনুমতি পান(কিন্তু লূথার ও মেলাঙ্কথনের মতন, অন্যান্য (মতাশালী লোকেরা ছিলেন, যারা পোপ, পুরোহিত ও রাজাদের পাপরাশির বি(দ্ধে জীবনযাপন করার ও সোচ্চার হবার দ্বারা সর্বোত্তমরূপে ঈ(রের গৌরব করতে পারতেন। তারা লূথারের কণ্ঠের সা(াতে কম্পমান হয়। ঐসব মনোনীত লোকের মাধ্যমে আলোকের রশ্মিসমূহ অন্ধকার-অজ্ঞতা নানাদিকে তাড়িয়ে দিতে শু(করে, আর অতি অধিকসংখ্যক জনে আলোক গ্রহণ করে ও তার মধ্যে চলে। আর যখন একজন সা(ী বধ হয়, তার স্থান পূরণ করতে দুজন বা আরো অধিক উৎপন্ন হয়।

তবে শয়তান তৃপ্ত ছিল না। সে শুধু দেহের ওপরে (মতা রাখতে পারতো। বি(াসীদেরকে তাদের বি(াস ও প্রত্যাশা ত্যাগ করাতে সে পারতো না। আর এমন কি মৃত্যুতে, ধার্মিক ব্যক্তি(র পুন(ত্থানেতে অমরত্বের এক উজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়ে তারা সাফল্যলাভ করে। তাদের কর্মতৎপরতা ছিল মনুষ্যের চেয়ে অধিক। এক মুহূর্তের জন্যে তারা ঘুমোবার সাহস করে নি। তাদের চারিপাশে তারা খৃষ্টীয় অস্ত্রশস্ত্র রেখেছে, এক সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হয়ে, শুধু আত্মিক শত্রুদের বি(দ্ধে নয়, কিন্তু মনুষ্যদের বেশে সেই শয়তানের বি(দ্ধে। যাদের অবিরত চিৎকার ছিল, তোমাদের বি(াস পরিত্যাগ কর, নতুবা মর। ঐ অল্পসংখ্যক খৃষ্টানেরা ঈ(রে বলবান ছিল, এবং তার দৃষ্টিতে সেই অর্দ্ধ জগতের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান ছিল যা খৃষ্টের নাম বহন করে, তথাপি তার উদ্দেশ্যে কাপু(ষ। যখন মন্ডলী তাড়িত হয়, তারা সংযুক্ত(ও স্নেহময় ছিল। তারা ঈ(রে বলবান ছিল। তার সঙ্গে পাপীদের জন্যে আপনাকে সংযুক্ত(হতে দেয়া হয় না(প্রতারককে নয় প্রতারিতকেও নয়। শুধু তারা তাঁর শিষ্য হতে পারতো যারা খৃষ্টের জন্যে সবকিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা গরীব হতে, নম্র ও খৃষ্টসম হতে ভালোবাসে।

লূক ২২ঃ৬১,৬২(যোহন ১৮ঃ১০(প্রেরিত ৩ ও ৪ অধ্যায় দেখুন। অতিরিক্ত(পঠনের জন্যে বি(কোষে "ধর্মসংস্কার" দেখুন।

২১শ অধ্যায়

মন্ডলী ও জগৎ মিলিত হয়

শয়তান তখন তার দূতগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ও তথায় তারা বিবেচনা করে তারা কি লাভ করেছিল। এটা ঠিক যে মৃত্যুর বিষয়ে ভয়ের মাধ্যমে কিছু ভী(আত্মাকে তারা আগ্রহের সঙ্গে সত্য গ্রহণ করা থেকে সংর(ণ করেছিল, তবে অনেকেই, এমন কি অতিশয় ভী(দের মধ্যে থেকেও সত্য গ্রহণ করে, ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভয় ও ভী(তা তাদেরকে ত্যাগ করে, ও যেমন তারা তাদের ভ্রাতৃগণের মৃত্যু স্বচ(দেখে ও তাদের দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য দেখে, তারা বুঝতে পারে যে তেমন সব কষ্টভোগ সহ্য করতে ঈশ্বর ও দূতগণ তাদেরকে সাহায্য করেন, আর তারা সাহসী ও নির্ভীক হয়। আর যখন তাদের আপন আপন জীবন ত্যাগ করতে আহূত হয়, এমন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে তারা তাদের বিশ্বাস বজায় রাখে যা তাদের হত্যাকারীদেরকে কম্পমান করে। শয়তান ও তার দূতগণ স্থির করে যে আত্মাসমূহকে বিনষ্ট করতে, এবং শেষে অধিকতর নিশ্চিত এক আরো সফল উপায় আছে। তারা দেখে যে যদিও খৃষ্টানদেরকে ক্লেশভোগ করা তারা ঘটিয়েছে, তাদের দৃঢ়সংকল্পতা ও যে উজ্জ্বল প্রত্যাশা তাদেরকে উৎসাহিত-আ(াদিত করে, দুর্বলতমকে সবল হওয়া ঘটিয়েছে, এবং যে যন্ত্রনা দেবার যন্ত্রবিশেষ ও অগ্নিশিখাগুলি তাদেরকে ভীত-নি(ৎসাহ করতে পারে না। তারা খৃষ্টের উদারচেতা আচরণ অনুকরণ করে যখন তাদের হত্যাকারীদের সা(াতে হয়, তাদের দৃঢ়সংকল্প, ও ঈশ্বরের যে মহিমা তাদের ওপরে স্থিতি করে তা স্বচ(দেখবার দ্বারা অনেকেই সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাসসিদ্ধ হয়। শয়তান সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তাকে এক আরো কঠিন রীতিতে আসতে হবে। সে বাইবেলের শি(াসমূহকে বিকৃত করেছিল(ও সেই পরম্পরাগুলি যা অযুত অযুতের সংখ্যাকে নাশ করতে গভীরভাবে বদ্ধমূল হচ্ছিল। সে তার বিদ্বেষ সংযত করে, এবং তার প্রজাদের ওপরে অমন তীব্র উৎপীড়ন উত্তেজিত না করতে স্থির করে(কিন্তু মন্ডলীকে চালিত করে বিবাদ করতে সেই বিশ্বাসের জন্যে নয় যা একদা ধার্মীকদের কাছে অর্পণ করা হয়, কিন্তু, বিবিধ পরম্পরার জন্যে। তাদেরকে উপকার করার মিথ্যে ছলের শর্তে, যেমন সে সেই মন্ডলীকে জগতের অনুগ্রহ ও সমাদর প্রাপ্ত হতে চালিত করে, সে মন্ডলী ঈশ্বরের সঙ্গে অনুগ্রহ হারানো শু(করে। ত্র(মে ত্র(মে মন্ডলী তার (মতা হারায়, যেমন সে সেই ন্যায্য সত্যসমূহ বিবৃত করা বর্জন করে যা আমোদপ্রমোদের অনুরাগীদেরকে ও জগতের হিতৈষীদেরকে বাইরে রাখে।

মন্ডলী সেই পৃথক ও অসামান্য (অদ্ভুত) লোকসমষ্টি নয় যা সে ছিল যমন উৎপীড়নের ত্রে(াধ তার বি(দ্ধে প্রজ্বলিত হয়। সোনা কি করে নিষ্প্রভ হয়, কি করে অতি উত্তম সোনা পরিবর্তিত হয়? আমি দেখি যে যদি মন্ডলী সবর্দাই তার পবিত্র ও অসামান্য চরিত্র ধরে রাখতো, পবিত্র আত্মার (মতা যা শিষ্যদের উদ্দেশে অংশপ্রদান করা হয় তার সঙ্গে থাকতো। পীড়িত আরোগ্যলাভ করতো, দিয়াবলগুলি (ভূত) তিরস্কৃত ও বহিস্কৃত হতো, ও সে তার শত্রুদের উদ্দেশে হতো (মতাশালী, ও এক অত্যন্ত ভীতির বস্তু।

আমি দেখি যে এক বৃহৎ-সংখ্যক লোক খৃষ্টের নাম প্রকাশ্যে স্বীকার করে, তবে তাঁর বলে ঈশ্বর তাদেরকে স্বীকার করেন না। তাদের সম্বন্ধে তাঁর কোনো প্রীতি নেই। শয়তানকে মনে হয় এক ধর্মীয় চরিত্র গ্রহণ করার ভান করে, ও সে খুবই ইচ্ছুক ছিল যে লোকেরা মনে ক(ক তারা খৃষ্টান। সে খুবই ইচ্ছুক ছিল যে তারা যীশুকে, তাঁর ত্রু(শারোপণে, ও তাঁর পুন(খানে বিশ্বাস ক(ক। শয়তান ও তার দূতেরা এ সবকিছু নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে ও কম্পমান হয়। তবে যদি এই বিশ্বাস উত্তম উত্তম কার্যে উত্তেজিত না করে ও যারা বিশ্বাস করে বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে তাদেরকে খৃষ্টের আত্ম-ত্যাগকারী জীবন অনুকরণ করতে চালিত না করে, সে আলোড়িত (বিরক্ত() হয় না(কারণ তারা শুধু খৃষ্টান নাম গ্রহনের ভান করে, যখন তাদের হৃদয় তখনো জাগতিক(আর তার সেবায় সে তাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর রূপে ব্যবহার করতে পারে যদি তারা কোনো প্রকাশ্যে ঘোষণা না করতো। খৃষ্টান নামের শর্তে তারা তাদের বিফলতা লুকোয়। তারা তাদের অ-পবিত্র করা প্রকৃতি ও অ-বশীভূত মন্দ ভাবাবেগগুলি নিয়ে চালিয়ে নেয়। তাঁকে নিন্দে করতে ও যারা শুদ্ধ ও অকলুষিত ধর্মবিশ্বাস ধারণ করে, তাদেরকে অখ্যাতিকে আনতে, যীশুর মুখে তাদের অসম্পূর্ণতাগুলি নি(প করতে অবিশ্বাসীদের জন্যে এটা উপল(্য প্রদান করে।

জাগতিক ধর্মবিশ্বাস ধারণকারীদের উদ্দেশে উপযোগী করতে ধর্মপরিচালকেরা স্নিগ্ধ-কোমল বিষয় প্রচার করে। এটা ঠিক শয়তান যেমনটি চায়। তারা যীশুকে ও বাইবেলের মর্মান্তিক সত্যগুলি প্রচার করতে সাহস করে না, কারণ যদি তারা করে, এই জাগতিক ধর্মবিশ্বাসধারীরা তাদের কথা শুনবে না। তাদের অনেকেই বিত্তবান ও যাদেরকে মন্ডলীতে ধরে রাখতেই হবে, যদিও তারা সেখানে থাকতে শয়তান ও তার দূতগণের চেয়ে অধিকতর যোগ্য নয়। যীশুর ধর্মকে জগতের চোখে জনপ্রিয় ও মান্য বলে মনে করানো হয়। লোকদেরকে বলা হয় যে যারা ধর্ম প্রকাশ্যে ঘোষণা করে তারা জগতের দ্বারা অধিকতর সম্মানিত হবে। খুবই অত্যধিক মাত্রায় তেমন তেমন শি(া খৃষ্টের শি(াসমূহ থেকে অমিল হয়। তাঁর শি(া এবং জগৎ শান্তিতে হতে পারে না। যারা তাঁকে অনুসরণ করে জগৎকে অস্বীকার করতে হয়েছিল। এই স্নিগ্ধ-কোমল বিষয় শয়তান ও তার দূতগণকে নিয়ে উদ্ভুত হয়। তারা পরিকল্পনা গঠন করে(আর নামমাত্র ধর্মবিশ্বাসধারীরা তা সম্পাদন করে। কপটী ও পাপীরা মন্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত(হয়। প্রীতিকর মিথ্যা (উককথা) শেখানো হয়, ও তৎ(নাৎ গৃহীত হয়। তবে সত্য যদি তার শুদ্ধতায় প্রচার করা হয়, তা শীঘ্রই ভন্ড ও পাপীদেরকে বহির্ভূত করবে। কারণ খৃষ্টের প্রকাশ্যে ঘোষিত অনুগামী ও জগতের মধ্যে কোনো

পাথর্ক্য নেই। আমি দেখি যে এই ভ্রান্ত মন্ডলীর সদস্যদের থেকে আবরণগুলি যদি বিদীর্ণ হয়ে যায়, এমন পাপাচার, নীচতা ও ভ্রষ্টাচার প্রকাশিত হবে যে, ঈ(রের অত্যধিক নম্র (লজ্জাশীল) সন্তানের তাদের সেই সঠিক নাম নিয়ে ডাকতে কোনো দ্বিধাগ্রস্ত ভাব (সন্দেহ) থাকবে না, যা হচ্ছে তাদের পিতা দিয়াবলের সন্তান, কারণ তার কার্যাবলীই তারা করে। যীশু ও সমস্ত স্বর্গীয় বাহিনী দৃস্যটির ওপরে অত্যন্ত বিরাগের সঙ্গে তাকান(তথাপি মন্ডলীর জন্যে ঈ(রের এক বার্তা ছিল যা ছিল পবিত্র ও গু(ত্বপূর্ণ। যদি গৃহীত হয় তা মন্ডলীতে এক পূর্নাঙ্গ ধর্মসংস্কার করবে, জীবন্ত সা(্যকে পুনর্জীবিত করবে যা কপট ও পাপীগণকে অপরাধ মুক্ত(করবে ও মন্ডলীকে আবার ঈ(রের সঙ্গে অনুগ্রহে আনবে।

যিশাইয় ৩০ঃ৮-২১(যাকোব ২ঃ১৯(প্রকাশিত বাক্য ৩ অধ্যায় দেখুন।

২২শ অধ্যায়

উইলিয়াম মিলার

আমি দেখি যে তাঁর দূতকে ঈশ্বর প্রেরণ করেন সত্রি(য়ে হতে একজন কৃষকের হৃদয়ে যিনি বাইবেল বিশ্বাস করেন নি, ও তাকে ভাববানী অন্বেষণ করতে চালিত করেন। ঈশ্বরের দূত বারংবার সেই মনোনীত ব্যক্তি(কে পরিদর্শন করেন ও তার মনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, ও তার বোধশক্তি(কে সেই ভাববানী সমূহের প্রতি উন্মুক্ত(করেন যা সদাই ঈশ্বরের লোকদের কাছে রহস্যময় থেকে এসেছিল। সত্যের শৃঙ্খলের আরব্ধ বস্তু তার কাছে দেয়া হয়, আর তিনি আংটার পর আংটা অন্বেষণ করতে চালিত হন, যাবৎ না তিনি ঈশ্বরের বাক্যের ওপরে বিস্ময় ও শ্রদ্ধাভক্তি(র সঙ্গে তাকান। সেখানে তিনি সত্যের এক সিদ্ধ শৃঙ্খল দেখেন। সেই বাক্য যাকে তিনি অপ্রত্যাদিষ্ট বলে বিবেচনা করেছিলেন, এ(ণে তার দৃষ্টিতে সৌন্দর্য ও মহিমা নিয়ে উন্মুক্ত(হয়। তিনি দেখেন যে শাস্ত্রের একটি অংশ অপরটির ব্যাখ্যা করে, আর যখন একটি অংশ তার বোধশক্তি(তে লুক্কায়িত ছিল, বাক্যের আরেক অংশে তিনি তা দেখতে পান যা সেটিকে ব্যাখ্যা করে। ঈশ্বরের বাক্যকে তিনি আনন্দের গভীরতম মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি(মিশ্রিত ভয়ের সঙ্গে বিবেচনা করেন।

যেমন তিনি ভাববানীসমূহ ধরে অনুসরণ করেন, তিনি দেখেন যে পৃথিবীর নিবাসীগণ জগতের ইতিহাসের শেষের ঘটনাবলীতে বাস করছিল, আর তারা তা জানতো না। তিনি মন্ডলীসমূহের নীতিহীনতার প্রতি তাকান, আর দেখেন যে তাদের অনুরাগ যীশুর কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়, ও জগতের ওপরে স্থাপন করা হয়, আর যে তারা স্বর্গ থেকে যে সম্মান আসে তার পরিবর্তে জাগতিক সম্মানের খোঁজ করছে(স্বর্গে ধন-সঞ্চয় করার পরিবর্তে জাগতিক ঐশ্বর্যের জন্যে উচ্চাকাঙ্খী। কপটতা, অজ্ঞতা ও মৃত্যু তিনি সর্বত্র দেখতে পান। আপনার মাঝে তার আত্মা উত্তেজিত হয়। এলিয়ের অনুসরণ করতে ইলীশায় যেমন তার বলদ ও তার (ে ত্র ত্যাগ করতে আহূত হন, তার জমি ত্যাগ করতে ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেন। কম্পিত-কলেবরে উইলিয়াম মিলার লোকদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের দুজ্ঞের্য় বিষয়গুলি অনাবৃত করতে শু(কবে ন। প্রতিটি প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি সামর্থ লাভ করেন। লোকদেরকে তিনি ভাববানীসমূহ ধরে খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কাছে নিয়ে যান। যেমন যোহন অবগাহক খৃষ্টের প্রথম আগমন ঘোষণা করেন, ও তাঁর আগমনের জন্যে পথ প্রস্তুত করেন, তেমনি উইলিয়াম মিলারও এবং যারা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, ঈশ্বরের পুত্রের দ্বিতীয় আগমন ঘোষণা করেন।

আমাকে ফিরে শিষ্যদের সময়ে নিয়ে যাওয়া হয় ও প্রিয় শিষ্য যোহনকে দেখানো হয়, যে সম্পাদন তার জন্যে ঈশ্বরের এক বিশেষ কাজ ছিল। শয়তান এই কাজটি বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল আর যোহনকে বিনষ্ট করতে সে তার দাসদেরকে চালিত করে চলে। তবে ঈশ্বর তাঁর দূতকে প্রেরণ করে ও অদ্ভুতভাবে তাকে সংর(ণ করেন। যারা ঈশ্বরের সেই মহান (মতা স্বচ(ে দেখে যা যোহনের উদ্ধারে প্রকাশিত হয়, তাদের সবাই বিস্মিত হয়। আর অনেকেই বিশ্বাসসিদ্ধ হয় যে ঈশ্বর তার সঙ্গে ছিলেন, এবং যে যীশুর সম্পর্কে যে সা(্য তিনি বহন করেন তা সঠিক ছিল। যারা তাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করে তারা তার জীবন নিতে আবার চেষ্টা করতে শঙ্কিত হয়, আর তার যীশুর জন্যে কষ্টভোগ করা সহ্য করতে তাকে দেয়া হয়। তার শত্রুদের দ্বারা তিনি মিছামিছি অভিযুক্ত(হন, ও দ্রুত এক নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হন, যেখানে প্রভু তার কাছে সেই বিষয়গুলি যা পৃথিবীর ওপরে ঘটবে, এবং সমাপ্তি পর্যন্ত মন্ডলীর সেই দশা প্রকাশ করতে তার দূতকে প্রেরণ করেন(যা হচ্ছে তার বিপথগামীতাগুলি ও সেই স্থান যা মন্ডলী দখল করবে যদি সে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে ও অবশেষে জয়ী হয়। স্বর্গ থেকে দূত প্রতাপে আগমন করেন। তার মুখমন্ডল স্বর্গের চমৎকার মহিমার সাথে উজ্বল হয়। যোহনের কাছে তিনি ঈশ্বরের মন্ডলীর গূঢ় ও রোমাঞ্চকর স্বার্থের (হিতের) ঘটনাবলি প্রকাশ করেন, ও তার সা(াতে সেই বিপদসঙ্কুল সংঘর্ষগুলি আনেন যা তাদেরকে সহ্য করতে হবে। যোহন দেখেন তারা অগ্নিবৎ পরী(া-প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যায়, আর শুভ্র ও পরী(ত হয়, আর, অবশেষে, সফলকাম বিজয়ী হয়, গৌরবের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যে র(া পায়। দূতের মুখমন্ডল আনন্দে সমুজ্বল হয়ে ওঠে ও অতিশয় গৌরবময় হয়, যেমন তিনি ঈশ্বরের মন্ডলীর চূড়ান্ত সাফল্য যোহনকে দেখান। যোহন অত্যন্ত আ(াদিত হন। যেমন তিনি মন্ডলীর অন্তিম মুক্তি(দেখেন, আর যেমন তিনি দৃশ্যটির মহিমায় অভিভূত হন, ভক্তি(ও শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় নিয়ে তাকে ভজনা করতে তিনি দূতের পায়ে পতিত হন। দূত তৎ(নাৎ তাকে তোলেন, আর মৃদুভাবে এই বলে তাকে ভর্ৎসনা করেন, দেখিও এমন কর্ম করিও না(আমি তোমার সহদাস এবং তোমার যে ভ্রাতৃগণ যীশুর সা(্য ধারণ করে তাহাদেরও সহদাস(ঈশ্বরেরই ভজনা কর(কেননা যীশুর যে সা(্য, তাহাই ভাববানীর আত্মা। দূত তখন যোহনকে তার সকল প্রভা ও অতিশয় উজ্জ্বল মহিমা নিয়ে স্বর্গীয় নগরটি দেখান। নগরীর মহিমা নিয়ে যোহন অতিশয় আ(াদিত ও অভিভূত হন। দূতের কাছ থেকে তার পূর্বেকার ভর্ৎসনা তিনি কিছু মনে নেন নি, কিন্তু আবার সেই দূতের পদযুগলের সা(াতে ভজনা করতে পতিত হন যিনি আবার তাকে মৃদুভাবে ভর্ৎসনা করেন, দেখিও এমন কর্ম্ম করিও না, আমি তোমার সহদাস, এবং তোমার ভ্রাতা ভাববদিগণের ও এই গ্রন্থে লিখিত বচন পালনকারিগণের দাস(ঈশ্বরেরই ভজনা কর।

প্রচারকেরা ও লোকেরা রহস্যময় বলে "প্রকাশিত বাক্য" পুস্তকের ওপরে তাকিয়েছে, এবং পবিত্র শাস্ত্রকলাপের অন্যান্য অংশগুলির চেয়ে অপে(াকৃত কম গু(ত্বপূর্ণ বলে দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু আমি দেখি যে এই পুস্তকখানি বাস্তবিকই এক প্রত্যাদেশ তাদের সম্বন্ধে এক বিশেষ উপকারে প্রদত্ত হয়েছে যারা শেষের দিনগুলিতে বাস করবে, তাদের প্রকৃত স্থান, ও তাদের কর্তব্য নিরূপণ করায় তাদেরকে পথ-প্রদর্শন করতে দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর উইলিয়াম মিলারের মনকে ভাববানীসমূহের মধ্যে চালিত করেন, ও প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের ওপরে তাকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করেন।

যদি দানিয়েলের দর্শনগুলি বোঝা যেত, লোকেরা যোহনের দর্শনগুলি আরো ভালভাবে বুঝতে পারতো। তবে সঠিক সময়ে ঈশ্বর

মনোনীত দাসের ওপরে সত্রি(য়ে হন, যিনি স্পষ্টতায় ও পবিত্র আত্মার (মতায় ভাববানীসমূহ উন্মুক্ত(করেন, এবং দানিয়েল ও যোহনের দর্শনগুলির, এবং বাইবেলের অন্যান্য অংশগুলির সামঞ্জস্য দেখান, ও লোকদের হৃদয়ের ওপরে পীড়াপীড়ি করে বাক্যের পবিত্র, ভয়াবহ সতর্কীকরণগুলি মনুষ্য পুত্রের আগমনের জন্যে প্রস্তুত হতে ল(্যবদ্ধ করেন। গভীর ও শ্রদ্ধামিশ্রিত বি(্বাসসিদ্ধি তাদের মনে অবস্থিত করে যারা তার কথা শ্রবণ করে, আর ধর্মপরিচারক ও লোকেরা, পাপীগণ ও সংশয়বাদীরা, বিচারে দাঁড়াতে এক প্রস্তুতির চেষ্টা করতে, প্রভুর পানে ফেরে।

তার উদ্দেশ্যে ঈ(্বরের দূতগণ উইলিয়াম মিলারের সঙ্গে থাকেন। তিনি দৃঢ় ও নির্ভীক ছিলেন। তার জিম্মায় ন্যস্ত বার্তাটি তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করেন। দুষ্টতায় শায়িত এক জগৎ আর এক শীতল, জাগতিক মন্ডলী, তার উদ্যমকে কার্যে আহ্বান করতে যথেষ্ট ছিল, ও তাকে স্বেচ্ছায় কঠিন শ্রম, প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব ও দুঃখ-কষ্টভোগ সহ্য করতে চালিত করে। যদিও প্রকাশ্যে ঘোষিত খৃষ্টানগণ ও জগতের দ্বারা বি(দ্ধাচারিত, এবং শয়তান ও তার দূতগণের দ্বারা বেষ্টিত, যেখানেই তিনি আমন্ত্রিত হন জনতাসমূহের কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার প্রচার করতে, সেই আর ঘোষণাটি প্রকাশিত করতে তিনি (ান্ত হন নি, ঈ(্বরকে ভয় কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার সময় উপস্থিত।

---

১ রাজাবলি ১৯ ঃ ১৬-২১(দানিয়েল ৭ -১২ অধ্যায়(
প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়(১৪ঃ৭(১৯ঃ ৮-১০(২২ঃ৬-১০(দেখুন।

২৩শ অধ্যায়

প্রথম দূতের বার্তা

আমি দেখি যে ১৮৪৩ সালে সময়ের ঘোষণাতে ঈশ্বর ছিলেন। এতে তাঁর অভিসন্ধি ছিল লোকদেরকে জাগরিত, করা ও তাদেরকে এক পরীি(ত হবার মুহূর্তে আনা যেখানে তারা সিদ্ধান্ত নেবে। ভাববাণী সম্পর্কিত সময়গুলির ওপরে নেয়া অবস্থানগুলির নির্ভুলতার বিষয়ে ধর্মপরিচারকেরা বিশ্বাসে পরাভূত ও অপরাধী সব্যস্ত হয়, আর তারা তাদের অহঙ্কার, তাদের মাইনে-পত্র ও তাদের মন্ডলীগুলি পরিত্যাগ করে, স্থান থেকে স্থানান্তরে যায় ও বার্তাটি প্রচার করে। কিন্তু যেমন স্বর্গ থেকে বার্তাটি খৃষ্টের প্রকাশ্যে স্বীকৃত ধর্মপরিচারকদের শুধু অল্পজনের হৃদয়ে এক স্থান পায়, কাজটি তেমন অনেকের ওপরে স্থাপিত হয় যারা প্রচারক ছিল না। বার্তাটি প্রকাশিত করতে কেউ কেউ তাদের (ে ত-খামার ত্যাগ করে, যখন অন্যান্যেরা তাদের দোকান ও পণ্যদ্রব্য থেকে আহূত হয়। আর এমন কি কিছু পেশাদারী লোকেরা তাদের পেশাগুলি ছাড়তে বাধ্য হয় প্রথম দূতের বার্তা প্রদান করার অ-জনপ্রিয় কার্যে ব্যাপৃত হতে। ধর্মপ্রচারকেরা তাদের সাম্প্রদায়িক মতামতগুলি ও আবেগ-অনুভূতি সরিয়ে রাখে ও যীশুর আগমন ঘোষণায় মিলিত হয়। যেখানে যেখানে তাদের কাছে বার্তাটি পৌছোয় লোকেরা সর্বত্রই বিচালিত হয়। পাপীগণ অনুতাপ করে, (মালাভের জন্যে প্রার্থনা ও রোদন করে, আর যাদের জীবন অসাধুতা-প্রবঞ্চনার দ্বারা চিহ্নি(ত ছিল, তারা (তিপূরণের জন্যে উৎসুক ছিল।

পিতামাতারা তাদের সন্তানদের জন্যে উৎদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হয়। যারা বার্তাটি প্রাপ্ত হয়, তাদের মনপরিবর্তনহীন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে শ্রম করে, আর তাদের আত্মাসমূহ ভাবগম্ভীর বার্তার ভার নিয়ে অবনত হয়ে, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও অনুনয়-বিনয় করে মনুষ্য-পুত্রের আগমনের জন্যে প্রস্তুত হতে। সেই (ে ত্রগুলি ছিল সবচেয়ে কঠিন যা হৃদয়স্পর্শী সতর্কীকরণগুলির দ্বারা ল(্যস্থল ভেদ করা প্রমাণের এরূপ ভাবের প্রতি আত্মসমর্পণ করবে না। এই আত্মা-বিশুদ্ধকরণ কার্যটি জাগতিক বিষয়গুলি থেকে অনুরাগসমূহ, এক উৎসর্গীকরণে চালিত করে পূর্বে যার কখনো অভিজ্ঞতালাভ হয় নি। উইলিয়াম মিলারের দ্বারা প্রচারিতসত্য আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে হাজার হাজার লোক চালিত হয়, এবং বার্তাটি এলিয়ের আত্মা ও (মতায় ঘোষণা করতে ঈশ্বরের লোকেরা উৎপন্ন হয়। যারা এই ভাবগম্ভীর বার্তা প্রচার করে, যীশুর অগ্রগামী দূত যোহনের মতন, বৃ(ে র মূলে কুঠার স্থাপন করার উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়, ও মনপরিবর্তনের উপযোগী ফলে ফলবান্ হতে লোকদের ওপরে আহ্বান জানায়। তাদের সা(্য মন্ডলীকে জাগরিত করতে ও ফলপ্রদভাবে প্রভাবিত করতে, ও তাদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করতে নিরূপিত ছিল, আর আগামী ত্রে(াধ থেকে পলায়ন করতে যেমন তারা ভাবগম্ভীর সতর্কীকরণ তোলে, অনেকে যারা মন্ডলীসমূহের সঙ্গে যুক্ত(ছিল আরোগ্যকারী বার্তাটি গ্রহণ করে(তারা তাদের বিপথগমনগুলি দেখে, ও অনুতাপের তিক্ত(অশ্রু, আর আত্মার গভীর মনস্তাপ নিয়ে, ঈশ্বরের সা(াতে আপনাকে নম্র করে। আর যেমন ঈশ্বরের আত্মা তাদের ওপরে স্থিতি করে, এই ঘোষণাটি প্রকাশিত করতে তারা সাহায্য করে, ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার সময় উপস্থিত।

নির্দিষ্ট সময়ের প্রচার সকল শ্রেণী থেকে, ধর্মপ্রচার মঞ্চে পরিচারকদের কাছ থেকে নিয়ে সবচেয়ে পরিণাম-সম্বন্ধে উদাসীন, ঈশ্বর নির্ভীক পাপীর কাছ থেকে মহা বিরোধীতার আহ্বান করে। কেউই সেই দিন ও সেই মুহূর্ত জানে না, কপটী ধর্মপরিচারক ও সাহসী উপহাসকারীর কাছ থেকে শোনা যায়। সেই ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কাল শেষ হলে, যে চিহ্(গুলি দেখা দেবে। যা খৃষ্টের আগমন সন্নিকট, এমন কি দ্বারে উপস্থিত দশায়, তা বিশ্বাস করে যারা বাইবেলের সেই উদ্ধৃতিটির দিকে যারা নির্দেশ করে, তাদের এই প্রয়োগটি দ্বারা, এ দুই শ্রেণীর কোনোটিই নির্দেশপ্রাপ্ত ও সংশোধিত হবে না। পালের অনেক মেষপালক, যারা যীশুকে প্রেম করে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, বলে খৃষ্টের আগমনের প্রচারের উদ্দ্যেশ তাদের বিরোধিতা নেই(কিন্তু তারা নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি আপত্তি করে। ঈশ্বরের সবদর্শী দৃষ্টি তাদের অন্তরের কথা বুঝতে পারে। যীশুর নিকটে হওয়া তাদের প্রীতি ছিল না। তারা জানতো যে তাদের অখৃষ্টীয় জীবন পরী(ার সম্মুখীন হতে পারবে না(কারণ তারা তাঁর দ্বারা স্থাপিত নম্র পথে চলছিল না। এই ভ্রান্ত মেষপালকেরা ঈশ্বরের কার্যের পথে দাঁড়ায়। লোকদের কাছে তার বিশ্বাসসিদ্ধকারী (মতায় বলা সত্য তাদেরকে জাগরিতকরে, ও কারার(কের ন্যায় তারা জিজ্ঞেস করতে শু(করে, পরিত্রাণ পাইবার জন্যে আমাকে কি কর্িতে হইবে। কিন্তু এই মেষপালকেরা সত্য ও লোকদের মাঝে পা ফেলে ও তাদেরকে সত্য থেকে চালিত করতে কোমল-স্নিগ্ধ বিষয় প্রচার করে। তারা শয়তান ও তার দূতগণের সাথে মিলিত হয়, আর উচ্চৈঃস্বরে বলে, শান্তি, শান্তি, যখন কোনো শান্তি নেই। আমি দেখি যে ঈশ্বরের দূতগণ এ সবই ল(্য করেন, আর সেই উৎসর্গীকৃত মেষপালকদের বস্ত্রগুলি আত্মাসমূহের রক্ত(ঢাকা ছিল, যারা তাদের স্বচ্ছন্দ ভালবাসে, ও ঈশ্বরের থেকে তাদের দূরত্বে সন্তুষ্ট ছিল, তারা তাদের জাগতিক নিরাপত্তা থেকে জাগরিত হবে না।

অনেক ধর্মপরিচারকেরা নিজেরা এই ত্রাণকারী বার্তা গ্রহণ করবে না, আর যারা তা গ্রহণ করবে, তারা প্রতিরোধ করে। আত্মাসমূহের রক্ত(তাদের ওপরে রয়েছে। প্রচারকেরা ও লোকেরা স্বর্গ থেকে এই বার্তার বিরোধ করতে মিলিত হয়। তারা উইলিয়াম মিলার, ও তাদেরকে উৎপীড়ণ করে যারা এই কার্যে তার সঙ্গে মিলিত হয়। তার প্রভাব (তি করতে মিথ্যা ছড়ানো হয়, আর বিভিন্ন সময়েতে, তার শ্রোতাদের হৃদয়ের উদ্দেশে উগ্র সত্যসমূহ প্রয়োগ করে, ঈশ্বরের উপদেশ তিনি স্পষ্টভাবে বিবৃত করলে পরে, তার বি(দ্ধে মহা ত্রে(াধ প্রজ্জ্বলিত হয়, আর যেমন তিনি সভার স্থান ত্যাগ করেন, তার প্রাণ নিতে কিছু লোক পথে ওত পাতে। তবে ঈশ্বরের দূতগণকে তার জীবন সংর(ণে পাঠানো হয়, আর তারা ত্রু(দ্ধ জনতা থেকে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যান। তার কার্য তখনো শেষ হয় নি।

অতি ভক্ত(গণ সানন্দে বার্তাটি গ্রহণ করে। তারা জানতো যে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে ছিল, আর তা সঠিক সময়ে অর্পিত হয়। স্বর্গীয় বার্তাটির ফলাফল দূতগণ গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে ল(্য করেন, আর যখন মন্ডলীসমূহ তা থেকে ফেরে ও তা প্রত্যাখ্যান করে, বিষন্নতায় তারা যীশুর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি মন্ডলীগুলি থেকে তাঁর মুখ ফেরান, ও তাঁর দূতগণকে সেই অমূল্য ব্যক্তি(দের ওপরে বিশ্বস্তভাবে নজর রাখতে নির্দেশ দেন যারা সা(্যটি প্রত্যাখ্যান করে নি, কারণ তখনো আরেকটি আলোক তাদের উপরে প্রকাশিত হবে।

আমি দেখি যে যদি প্রকাশ্যে স্বীকৃত খৃষ্টানগণ ত্রাণকর্তার আর্বিভাব ভালবাসতেন, যদি তাদের অনুরাগ তাঁর ওপরে স্থাপিত হতো, যদি তারা অনুভব করতো যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে পৃথিবীর ওপরে কেউ ছিল না, তাঁর আগমনের সংবাদে (ইঙ্গিত) আনন্দের সঙ্গে সম্ভাষণ জানাতো। কিন্তু যে অপছন্দ তারা প্রকাশ করে, যেমন তারা তাদের প্রভুর আগমনের বিষয়ে শোনে, তা ছিল এক নিশ্চিত প্রমাণ যে তারা তাঁকে প্রেম করে নি। শয়তান ও তার দূতেরা সাফল্যের আনন্দ করে, আর তা যীশু খৃষ্ট ও তাঁর পবিত্র দূতগণের মুখে নি(প করে যে তাঁর স্বীকৃত লোকেদের যীশুর জন্যে এত কম প্রেম ছিল যে তারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের বাসনা করে নি।

আমি দেখি ঈশ্বরের লোকেরা, প্রত্যাশার উৎফুল্ল হয়ে, তাদের প্রভুর জন্যে প্রত্যাশা করে। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে পরী(া করার অভিসন্ধি করেন। তাঁর হস্ত ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময় নিরূপণ করতে একটি ভুল ঢেকে রাখে। যারা তাদের প্রভুর জন্যে প্রত্যাশা করছিল তারা এটা আবিস্কার করে নি, আর সর্বাধিক পন্ডিত লোকেরা যারা সময়টি রচনা করে তারা ও ভুলটি দেখতে বিফল হয়। ঈশ্বর অভিসন্ধি করেন যে তাঁর লোকেরা এক নিরাশার সম্মুখীন হয়। সময় অতিত্র(ান্ত হয়, আর যারা তাঁদের ত্রাণকর্তার জন্যে সম্পূর্ণ প্রত্যাশায় তাকিয়ে ছিল তারা বিষন্ন ও নি(ৎসাহ হয়, যখন তারা যারা তাঁর আবির্ভাব ভালবাসে, কিন্তু ভয়ের মাধ্যমে বার্তাটি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে, খুশী ছিল যে তিনি প্রত্যাশিত সময়েতে আসেন নি। তাদের প্রকাশ্য স্বীকার তাদের হৃদয় প্রভাবিত করে নি, ও তাদের জীবন বিশুদ্ধ করে নি। তেমন তেমন হৃদয় প্রকাশ করতে সময়ের অতিত্র(মণ উত্তমরূপে নিরূপিত ছিল। যারা প্রকৃতভাবে তাদের ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ভালবাসেন, সেই বিষাদে পূর্ণ নিরাশ-ব্যক্তি(গণকে বিদ্রূপ করতে তারা ছিল প্রথম। তাঁর লোকদেরকে পরী(া করতে, ও পরী(া-প্রলোভনের সময়ে সরে আসবে ও ফিরে যাবে তাদেরকে আবিষ্কার করতে বিচ(ণ পরী(ার উপায় প্রদানে আমি ঈশ্বরের বিজ্ঞতা দেখি।

যীশু ও সমস্ত স্বর্গীয় বাহিনী সহানুভূতি ও ভালবাসার সঙ্গে তাদের ওপরে তাকান যারা মধুর প্রত্যাশা নিয়ে তাঁকে দেখার বাসনা করেছিল যাঁকে তাদের প্রাণ ভালবাসে। তাদের দুঃখকষ্টের সময়ে তাদেরকে ধরে রাখতে, তাদের ওপরে চলাফেরা করছিলেন। যারা স্বর্গীয় বার্তা গ্রহণ করতে অবহেলা করেছিল তারা অজ্ঞতায় থাকে, আর তাদের বি(দ্ধে ঈশ্বরের ত্রে(াধ প্রজ্জ্বলিত হয়। কারণ তারা সে আলোক গ্রহণ করবে না যা তিনি স্বর্গ হতে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই বিশ্বস্ত নিরাশ ব্যক্তি(গণ যারা বুঝতে পারে না কেন তাদের প্রভু আসেন নি, তাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয় নি। ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কালসমূহ খুঁজতে আবার তারা বাইবেলের প্রতি চালিত হয়। সদাপ্রভুর হস্ত সংখ্যাবাচক অঙ্ক থেকে অপসারিত হয়, আর ভুলটির ব্যাখ্যা হয়। তারা দেখে যে ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কালটি ১৮৪৪ পর্যন্ত পৌঁছোয়, আর ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কাল ১৮৪৩ সালে সমাপ্ত হয় তা দেখাতে যে প্রমাণ তারা উপস্থাপন করেছিল ঠিক তা-ই প্রমাণ করে যে সেগুলি ১৮৪৪ সালে সম্পূর্ণ হবে। তাদের অবস্থানের ওপরে ঈশ্বরের বাক্যের আলোক প্রকাশিত হয়, আর তারা এক বিলম্ব করার সময় আবিস্কার করে। — যদি দর্শন বিলম্ভ করে, তার জন্যে অপে(া কর। — যীশুর অবিলম্বে আসার জন্যে তাদের অনুরাগে, তারা দর্শনের সেই বিলম্ব উপে(া করে, যা প্রকৃত অপে(াকারীদেরকে প্রকাশ করতে নিরূপিত ছিল। পুনরায় সময়ের তাদের এক মুর্হূত ছিল। তথাপি আমি দেখি যে ১৮৪৩ সালে যা তাদের বিশ্বাসকে চিহ্নি(ত করে শেই মাত্রা ধারণ করতে, অনেকেই তাদের ক্লেশকর হতাশার উর্দ্ধে উঠতে পারে না।

শয়তান ও তার দূতেরা তাদের ওপরে জয়ী হয়, আর যারা বার্তাটি গ্রহণ করবে না, যেমন তারা তাকে বলে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় তাদের দূরদর্শী বিচারে ও বিজ্ঞতার জন্যে, আপনাকে অভিনন্দন জানায়। তারা বুঝতে পারে না যে তারা ঈশ্বরের সেই লোকদেরকে অপ্রতিভ করতে শয়তান ও তার দূতগণের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে, যারা স্বর্গ-জাত বার্তা পুষ্ট করছিল।

এই বার্তায় বিশ্বাসীদেরকে মন্ডলীতে তাড়ণা করা হয়। অতঙ্ক কিছু সময়ের জন্যে তাদেরকে চেপে রাখে, যাতে করে তারা তাদের হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা কার্যে প্রকাশ করে নি, কিন্তু সময় পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রকৃত সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। তারা সেই সা(্য স্তব্ধ করার ইচ্ছে করে যা বহন করতে বিশ্বাসীরা বাধ্য হয়, যে ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কাল ১৮৪৪ শেষ হয়। স্পষ্টতার সঙ্গে তারা তাদের সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, ভুল ব্যাখ্যা করে, ও তাদের যুক্তি((হেতু) প্রদান করে কেন তারা তাদের প্রভুকে ১৮৪৪ সালে প্রত্যাশা করে। প্রস্তাবিত জোরালো যুক্তি(গুলির বি(দ্ধে বিরোধিরা কোনো যুক্তি(-তর্ক আনতে পারে না। তাদের বি(দ্ধে মন্ডলীগুলির ত্রে(াধ প্রজ্জ্বলিত হয়। কোনো প্রমাণ শ্রবণ না করতে, ও যেন অন্যেরা তা শুনতে না পারে, এ জন্য মন্ডলীসমূহ থেকে তাদের সা(্য বহির্ভূত করতে তারা সংকল্প করে। যে আলোক ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছিলেন তা ধরে রাখতে যারা সাহস করে না, তাদেরকে মন্ডলী থেকে বহির্ভূত করে রাখা হয়, তবে যীশু তাদের সঙ্গে ছিলেন, আর তারা তাঁর মুখ-মন্ডলের আলোকে পূর্ণ ছিল। তারা দ্বিতীয় দূতের বার্তা গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল।

দানিয়েল ৮ঃ১৪(হবক্কুক ২ঃ১-৪(মালাখি ৩ ও ৪ অধ্যায়(মথি ২৪ঃ৩৬(প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ৬,৭ দেখুন।

২৪শ অধ্যায়

দ্বিতীয় দূতের বার্তা

মন্ডলীসমূহ প্রথম দূতের বার্তার আলোক গ্রহণ করবে না, আর যেমন তারা স্বর্গ থেকে আলোক প্রত্যাখ্যান করে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়। তারা তাদের আপন সামর্থে আস্থা রাখে, আর প্রথম দূতের বার্তার প্রতি তাদের বিরোধিতার দ্বারা তারা আপনাকে তথায় স্থাপন করে যথায় তারা দ্বিতীয় দূতের বার্তায় আলোক দেখতে পেতো না। তবে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রেরা, যাদেরকে বিরোধিতা করা হয়, বার্তার প্রতি উপযোগী হয়। পড়িল বাবিল, ও পতিত মন্ডলীগুলি ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় দূতের বার্তার প্রায় সমাপ্তিতে আমি দেখি ঈশ্বরের লোকদের ওপরে স্বর্গ থেকে এক আলোক প্রকাশ পায়। এই আলোকের রশ্মি সূর্যের মতন উজ্জ্বল মনে হয়। আর আমি দূতগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুনি, দেখ, বর! তাঁহার সহিত সা(্য করিতে বাহির হও!

দ্বিতীয় দূতের বার্তার উদ্দেশে (মতা দিতে মধ্যরাত্রির চিৎকার প্রদান করা হয়। হতাশ সাধুগণকে জাগতে ও তাদের সমুখের মহান কার্যের জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করতে স্বর্গ হতে দূতগণকে প্রেরণ করা হয়। এই বার্তা গ্রহণ করতে অতি প্রতিভাবান ব্যক্তি(রা প্রথম ছিলনা। দূতগণকে পাঠানো হয় অতি নম্র, অনুগতদের কাছে ও এই চিৎকার তুলতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, দেখ, বর! তাহার সহিত সা(াৎ করিতে বাহির হও! যারা ঘোষণার জন্যে ভারার্পিত ছিল ত্বরা করে ও পবিত্র আত্মার (মতায় প্রচারটি ছড়ায়, ও তাদের হতাশ ভ্রাতৃগণকে জাগায়। এই ঘোষণাটি মনুষ্যদের প্রজ্ঞা ও বিদ্যায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের (মতায় স্থায়ী হয়, আর তার সাধুগণ যারা ঘোষণাটি শোনে তা প্রতিরোধ করতে পারে নি। সবচেয়ে আধ্যাত্বিকজনেরা প্রথমে এই বার্তা গ্রহণ করে, আর যারা প্রথমে কার্যটিতে পরিচালন দেয় গ্রহণ করতে, ও সেই ঘোষণাটি স্ফীত করতে সাহায্য করতে তারা শেষে ছিল, দেখ, বর! তাঁহার সহিত সা(াৎ করিতে বাহির হও!

দেশের প্রতিটি অংশে দ্বিতীয় দূতের বার্তার ওপরে আলোক প্রদান করা হয়, আর প্রচারটি হাজার হাজার লোককে দ্রবীভূত করছিল। তা নগর থেকে নগরে, গ্রাম থেকে গ্রামে যায়, যাবৎ না ঈশ্বরের অপে(াকারী লোকেরা সম্পূর্ণভাবে জাগরিত হয়। এই বার্তাটিকে মন্ডলীতে প্রবেশ করতে অনেকে দেবে না, আর এক বৃহৎ দল আপনার মাঝে যাদের এক জীবন্ত সা(্য ছিল পতিত মন্ডলীগুলিকে ত্যাগ করে। মধ্যরাত্রির ঘোষণা দ্বারা এক শক্তি(শালী কার্য সম্পাদিত হয়। বার্তাটি তন্ন তন্ন করে হৃদয় অনুসন্ধানকারী ছিল, ও আপনাদের জন্যে এক জীবন্ত অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করতে বি(্বাসীগণকে চালিত করে। তারা জানতো যে তারা পরস্পরের ওপরে হেলান দিতে (নির্ভর করতে) পারতো না।

সাধুগণ উদ্বেগের সঙ্গে উপবাস করে, জেগে থেকে ও প্রায় নিরন্তর প্রার্থনার সঙ্গে তাদের প্রভুর জন্যে অপে(া করে। এমনকি কিছু পাপী সেই সময়ের উদ্দেশে সানন্দে প্রত্যাশা করে, যখন লোকদের বিপুল প্রধান অংশ মনে হয় এই বার্তার বি(দ্ধে উত্তেজিত হয়, ও শয়তানের মনোভাব প্রকাশ করে। তারা ঠাট্টা করে এবং ঘৃণা ও বিদ্রূপ করে ও সর্বত্র শোনা যায়, সেই দিনের ও সেই দন্ডের তত্ত্ব কেউই জানে না। মন্দ দূতেরা তাদের চারিপাশে উল্লসিত হয়ে, তাদের হৃদয় কঠিন করতে, ও স্বর্গ থেকে আলোকের প্রতিটি রশ্মি অগ্রাহ্য করতে তাদেরকে উত্তেজিত করে, যেন তারা তাদেরকে ফাঁদে জড়াতে পারে। অনেকে প্রভুর জন্যে প্রত্যাশা করে বলে প্রকাশে ঘোষণা করে, ব্যাপারটিতে যাদের কোনো অংশ বা ভাগ নেই। ঈশ্বরের যে মহিমা তারা স্বচ(ে দেখেছিল, প্রতী(াকারীদের বিনয় ও গভীর নিষ্ঠা, ও প্রমাণের অভিভূতকারী ভার, সত্য গ্রহণ করা তাদেরকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা ঘটায়। তবে তারা মনপরিবর্তিত ছিল না। তারা প্রস্তুত ছিল না। ধার্মীকদের দ্বারা সর্বত্র এক ভক্তি(প্রকাশক ও একাগ্র প্রার্থনার মনোভাব অনুভূত হয়। এক পবিত্র ভাব-গম্ভীরতা তাদের ওপরে বিরাজ করে। গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে দূতগণ ফলাফল ল(্য করেছিলেন, ও তাদেরকে উত্তোলন করেছিলেন যারা স্বর্গীয় বার্তা গ্রহণ করে ও পরিত্রাণের প্রস্রবণ থেকে বড় যোগানসমূহ লাভ করতে তাদেরকে জাগতিক বিষয়গুলি থেকে টানছিলেন। ঈশ্বরের লোকেরা তখন তাঁর দ্বারা মেনে নেয়া হয়। তাদের ওপরে যীশু অনুগ্রহের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করেন। তাদের মাঝে তাঁর প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত হয়। তারা এক পূর্ণ বলিদান, এক সম্পূর্ণ উৎসর্গীকরণ করেছিল, ও অমরত্বে পরিবর্তিত হতে প্রত্যাশা করেছিল। পরন্তু তারা আবার দুঃখজনকভাবে নি(ৎসাহ হতে পূর্ব হতে নির্দ্ধারিত ছিল। উদ্ধার প্রত্যাশা করে, যে সময়ের দিকে তারা দেখছিল, অতিক্র(ান্ত হয়। তারা তখনো পৃথিবীর ওপরে ছিল, আর অভিশাপের প্রভাবগুলি কখনো অধিকতর প্রতীয়মান হয় নি। স্বর্গের ওপরে তারা তাদের অনুরাগসমূহ স্থাপন করেছিল, ও মধুর প্রত্যাশা-পূর্বানুমানে অ(য় উদ্ধার আস্বাদন করেছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যাশার উপলব্ধি হয় নি।

লোকদের অনেকেরই ওপরে যে আশঙ্কা বিরাজ করে তৎ(ণাৎ অন্তর্হিত হয় নি। তারা অবিলম্বে নি(ৎসাহিত ব্যক্তি(দের ওপরে সফল হয় নি। কিন্তু যখন কোনো আপাতদৃষ্ট ঈশ্বরের কোপ তাদের দ্বারা অনুভূত হয় নি, তারা যে আশঙ্কা অনুভব করেছিল তার থেকে তারা আরোগ্য হয়, ও তাদের বিদ্রূপ, তাদের ঠাট্টা, তাদের বিদ্বেষ আরম্ভ করে। ঈশ্বরের লোকেরা আবার পরী(িত ও পরখ-প্রাপ্ত হয়। জগৎ তাদেরকে উপহাস করে, ব্যঙ্গ করে, নিন্দা-ভৎর্সনা করে, ও তাদেরকও যারা কোনোই সন্দেহ ছাড়া বি(্বাস করে যে যীশু ঐ সময়ে আসবেন ও মৃতগণকে ওঠাবেন, ও জীবিত ধার্মিকগণকে রূপান্তরিত করবেন, ও রাজ্য গ্রহণ করবেন ও তা চিরকাল ধারণ করবেন, খৃষ্টের শিষ্যদের মতন তা অনুভব করেন। তারা আমার প্রভুকে নিয়ে গিয়াছে এবং আমি জানিনা তারা তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে।

মথি ২৪ঃ৩৬(২৫ঃ৬(যোহন ২০ঃ১৩(প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ৮ দেখুন।

২৫শ অধ্যায়

আগমনের আন্দোলন চিত্রিত হয়

আমি কিছু সংখ্যক দলকে দেখি যারা মনে হয় রজ্জুর দ্বারা বাঁধা। এই দলগুলির অনেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় ছিল। তাদের দৃষ্টি নীচের দিকে পৃথিবীর উদ্দেশে লি(্যত ছিল, আর তাদের ও যীশুর মধ্যে কোনো আত্মীয়তা ছিল না বলে মনে হয়। আমি দেখি ব্যক্তি(বিশেষেরা এই দলগুলি ব্যাপী ছড়ানো যাদের মুখমন্ডল আলোক দেখায়, আর যাদের দৃষ্টি ঊর্দ্ধমুখে স্বর্গের দিকে ছিল। যীশুর থেকে, সূর্য থেকে আলোকের রশ্মিসমূহের মতন আলোকের কিরণরাশি তাদের উদ্দেশে অংশ প্রদান করা হয়। একজন দূত আমাকেমনোযোগের সঙ্গে দেখতে নির্দেশ দেন, আর আমি দেখি এক দূত তাদের প্রত্যেকের ওপরে নজর রাখছেন যারা এক আলোকের রশ্মি ছিল, যখন মন্দ দূতগণ তাদের ঘিরে রাখে যারা অন্ধকারে ছিল। আমি শুনি একজন দূতের কণ্ঠ ঘোষণা করে, ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার-সময় উপস্থিত।

এক মহিমাময় আলোক এই দলগুলির ওপরে বিরাজ করে, তাদের সবাইকে জ্ঞান প্রদান (আলোকসম্পাত) করতে যারা তা গ্রহণ করবে। তাদের কেউ কেউ যারা অজ্ঞতায় ছিল আলোক গ্রহণ করে ও আনন্দিত হয়(যখন অন্যেরা স্বর্গ হতে আলোক প্রত্যাখ্যান করে, ও বলে যে তাদেরকে বিপথগামী করতে তা হচ্ছে প্রবঞ্চনা। তাদের কাছ থেকে আলোক পার হয়ে যায়, আর তারা অন্ধকারে পরিত্যক্ত(থেকে যায়। যীশুর কাছ থেকে যারা আলোক প্রাপ্ত হয়েছিল, আনন্দ সহকারে বহুমূল্য আলোকের বৃদ্ধি সস্নেহে ব্যবহার করে, যখন তাদের স্থির দৃষ্টি নির্দেশিত হয় ঊর্দ্ধমুখে যীশুর দিকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে, আর তাদের কণ্ঠ দূতগণের কণ্ঠের সঙ্গে সমতানে শোনা যায়, ঈশ্বরকে ভর কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর। কেননা তাঁহার বিচারসময় উপস্থিত যেমন তারা এই ঘোষণা উত্তোলন করে। আমি তাদেরকে দেখি যারা অন্ধকারে ছিল তাদেরকে পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধ দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। তখন তাদের অনেকে যারা আলোক ধারণ করে, সেই রজ্জু খন্ডন করে যা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখে, এইসব বিভিন্ন দলে অর্ন্তভুক্ত(থাকা লোকেরা, যারা তাদের দ্বারা শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত ছিল, দলগুলির মধ্যে দিয়ে যায়, আর কেউ কেউ প্রীতিকর বাক্যসমূহে, আবার কেউ কেউ রোষপূর্ণ দৃষ্টি ও ভয়প্রদর্শনীকারী অঙ্গভঙ্গী নিয়ে রজ্জু আবদ্ধ করে যা দুর্বল হয়ে পড়ছিল, আর অবিরত বলছিল, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা আলোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আমাদেরই সত্য আছে। আমি জানতে চাই এইসব লোক কারা। আমাকেবলা হয় যে তারা ছিল ধর্মপরিচারক, ও নেতৃস্থানীয় লোক, যারা নিজেরা আলোক প্রত্যাখ্যান করেছিল আর অন্যেরা যে তা গ্রহণ ক(ক তাতে অনিচ্ছুক ছিল। আমি তাদেরকে দেখি যারা আলোক পোষণ করে আগ্রহ ও একাগ্র বাসনা নিয়ে ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে, যীশু আসবেন ও তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন বলে প্রত্যাশা করছে। শীঘ্রই একখানি মেঘ তাদের ওপর দিয়ে চলে যায় যারা আলোকে আনন্দ প্রকাশ করে, আর তাদের মুখসমূহ বিষন্ন দেখায়। আমি এই মেঘের কারণ জিজ্ঞাসা করি। আমাকে দেখানো হয় যে তা ছিল তাদের নি(ৎসাহ। সেই সময় যখন তারা তাদের ত্রাণকর্তার প্রত্যাশা করেন অতিত্র(ান্ত হয়েছিল, আর যীশু এলেন না। হতাশা তাদের ওপরে দৃঢ় হয়, আর সেই লোকেরা পূর্বে আমি যাদেরকে দেখি, ধর্মপ্রচারক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি(রা আনন্দিত হয়। যারা আলোক প্রত্যাখ্যান করেছিল, ভীষণভাবে সাফল্যের আনন্দে মাতে, যখন শয়তান এবং তার দূতেরাও তাদের চারিপাশে উল্লসিত হয়।

তখন আমি আরেক দূতের কণ্ঠকে বলতে শুনি, পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল! সেই হতাশ ব্যক্তি(দের ওপরে এক আলোক প্রকাশ পায়, আর তাঁর আবির্ভাবের জন্যে এক উদ্দীপনাময় বাসনা নিয়ে, তারা আবার যীশুর ওপরে তাদের দৃষ্টি সংলগ্ন করে। তখন আমি দেখি কিছু সংখ্যক দূত দ্বিতীয় দূতের সঙ্গে কথাবার্তা করতে, যিনি ঘোষণা করেছিলেন, পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল! আর এই দূতেরা দ্বিতীয় দূতের সঙ্গে তাদের কণ্ঠ তোলেন, ও ঘোষণা করেন, দেখ, বর! তাঁহার সহিত সা(্যৎ করিতে বাহির হও! এই দূতগণের সঙ্গীতময় কণ্ঠ সর্বত্র পৌঁছোয় বলে মনে হয়। এক অতিশয় উজ্জ্বল ও মহিমাময় আলোক তাদের চারিপাশে প্রকাশ পায় যারা আলোক লালনপালন করে যার অংশ তাদের কাছে প্রদান করা হয়ে এসেছিল। তাদের চেহারা চমৎকার মহিমায় প্রকাশ পায়, আর তারা দূতগণের সঙ্গে ঘোষণায় মিলিত হয়, দেখ, বর! আর যেমন তারা সমতানে ঘোষণাটি তোলেন এই বিভিন্ন দলের মাঝে, যারা আলোক প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে ঠেলতে থাকে, আর রোষপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে, তাদেরকে বিদ্রূপ-উপহাস ও ঘৃণা অবজ্ঞা করে। কিন্তু ঈশ্বরের দূতেরা অত্যাচারিত লোকেদের ওপরে তাদের প(সমূহ মৃদু ঝাপ্টা মারেন, যখন শয়তান ও তার দূতেরা তাদের চারিপাশে তাদের অন্ধকার চালাতে চায়, স্বর্গ থেকে আলোক প্রত্যাখ্যান করতে তাদেরকে চালিত করতে।

তখন আমি এক কণ্ঠ শুনি তাদেরকে বলতে যাদেরকে ঠেলা মারা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছিল, তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না। এক বৃহৎ সংখ্যক লোক সেই রজ্জু ছিন্ন করে যা তাদেরকে বেঁধে রাখে। আর তারা রবে কর্ণপাত করে, আর তাদেরকে পরিত্যাগ করে যারা অন্ধকারে ছিল, আর তাদের সঙ্গে মিলিত হয় যারা পূর্বেই রজ্জু খন্ডন করেছিল, আর তারা আনন্দের সঙ্গে তাদের সঙ্গে তাদের কণ্ঠ মেলায়। আমি একাগ্র, দুঃখদায়ক প্রার্থনা অল্প কিছু লোকেদের কাছ থেকে শুনতে পাই যারা তখনো সেই দলগুলির সাথে থেকে যায় যারা অন্ধকারে ছিল। ধর্মপরিচারকেরা ও নেতৃস্থানীয়েরা এইসব বিভিন্ন দলের চারিদিক দিয়ে অতিত্র(ম করছিল, তাদের রজ্জুগুলিকে শক্ত(করে আবদ্ধ করতে(কিন্তু তবুও আমি এই একাগ্র প্রার্থনার রব শুনতে পাই। তখন আমি দেখি তাদেরকে যারা প্রার্থনা করে আসছিল, যারা মুক্ত(থেকে ঈশ্বরের আনন্দ করছিল সেই মিলিত দলটির দিকে সাহায্যের জন্যে হস্ত প্রসারিত করতে। তাদের কাছ থেকে উত্তর, যেমন তারা আগ্রহের সঙ্গে স্বর্গের দিকে তাকায় ও ঊর্দ্ধদিকে নির্দেশ করেছিল, তাহাদের মধ্য হইতে

বাহির হইয়া আইস, ও পৃথক হও। আমি দেখি ব্যক্তি(বিশেষকে মুক্তি(র জন্যে চেষ্টা করছে, আর অবশেষে তারা রজ্জু ছিঁড়ে ফেলে যা তাদেরকে বেঁধে রাখে। রজ্জু আটোসাটো করে বাঁধতে যা করা হয় তারা সেই চেষ্টাগুলির প্রতিরোধ করে, আর সেই বারংবার করা দৃঢ়কথনগুলি অবধান করে না, ঈ(্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের সঙ্গে সত্য আছে। ব্যক্তি(বিশেষেরা সেই দলগুলি ছেড়ে আসতে থাকে যারা অন্ধকারে ছিল, আর মুক্ত(দলটিতে যোগ দেয়, যাদেরকে মনে হয় এক মুক্ত(ভূমিতে রয়েছে যা পৃথিবীর ঊর্দ্ধে ওঠানো। তাদের স্থিরদৃষ্টি ছিল ঊর্দ্ধমুখী, আর ঈ(্বরের মহিমা তাদের ওপরে বিরাজ করে, আর তারা ঈ(্বরের প্রশংসাবলী উচ্চধ্বনিতে ঘোষণা করে। তারা সংযুক্ত(ছিল, আর মনে হয় স্বর্গের আলোকে মোড়া ছিল। এই দলটির চারিদিকে কেউ কেউ ছিল যারা আলোকের প্রভাবের বশে আসে, কিন্তু তারা বিশেষভাবে দলটির সঙ্গে যুক্ত(ছিল না। তাদের ওপরে পতিত আলোকের যারা সযত্নে ব্যবহার করে তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঊর্দ্ধমুখে স্থিরদৃষ্টি রাখছিল। মধুর অনুমোদন নিয়ে যীশু তাদের ওপরে দৃষ্টি রাখেন। যীশু আসবেন বলে তারা প্রত্যাশা করে। তারা সাগ্রহে তার আবির্ভাব প্রতী(া করে। পৃথিবীর দিকে তারা একটিও গরিমসি করা দৃষ্টি দেয় নি। আবার আমি দেখি একখানি মেঘ প্রতী(াকারীদের ওপরে স্থির হয়। আমি দেখি তারা নিম্নদিকে তাদের ক্লান্ত দৃষ্টি ফেরায়। আমি এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চাই। আমার সহচর দূত বলেন, তারা আবার তাদের প্রত্যাশাসমূহে হতাশ হয়। যীশু তখনো পৃথিবীতে আসতে পারেন না। তারা অবশ্যই তখনো যীশুর জন্যে দুঃখভোগ করবে ও আরো অধিক দুঃখকষ্ট সহ্য করবে। মনুষ্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করা ভ্রান্তিগুলি ও পরম্পরাসমূহ তাদেরকে ত্যাগ করতেই হবে, ও সম্পূর্ণভাবে ঈ(্বর ও তাঁর বাক্যের দিকে অবশ্য ফিরতে হবে। তাদেরকে বিশুদ্ধিকৃত হতে হবে, (্বেতকৃত ও পরী(ত হতে হবে। আর যারা সেই তীব্র দুঃখকষ্ট সহ্য করে তারা এক অনন্ত বিজয় লাভ করবে।

অগ্নি দ্বারা পৃথিবীকে শুদ্ধিকরণের দ্বারা, ধর্মধাম শুচি করতে যেমন প্রতী(াকারী, হর্ষোৎফুল্ল দলটি প্রত্যাশা করে, যীশু পৃথিবীতে আসেন নি। আমি দেখি যে ভাববানী-সম্পর্কিত তাদের নিরূপণে তারা ঠিক ছিল। ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কাল ১৮৪৪ সালে শেষ হয়। তাদের ভুল ধর্মধাম কি ছিল তা বুঝায় ও তার শুদ্ধিকরণের প্রকৃতিতে ছিল না। দিনগুলির শেষেতে ধর্মধাম শুচি করতে যীশু মহাপবিত্র স্থানেতে প্রবেশ করেন। আমি আবার প্রতী(াকারী হতাশ দলটি দিকেতে তাকাই। তাদেরকে বিষন্ন দেখায়। তারা মনোযোগের সঙ্গে তাদের বি(্বাসের প্রমাণগুলি পরী(া করে, আর ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কালের নিরূপণে ধরে তারা আদ্যোপান্ত অনুসরণ করে আর কোনো ভুল আবিস্কার করতে পারে না। সময় পূর্ণ ছিল, কিন্তু ত্রাণকর্তা কোথায়? তাঁকে তারা হারিয়েছিল।

আমাকে তখন দেখানো হয় শিষ্যদের নি(ৎসাহ যেমন তারা কবরের কাছে আসেন ও যীশুর দেহখানি দেখতে পান না। মরিয়াম বলেন, লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে(তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে, আমি জানিনা। দূতেরা দুঃখ প্রকাশকারী শিষ্যদেরকে বলেন যে তাদের প্রভু উঠেছেন, ও তাদের পূর্বে গালীলে যাবেন।

আমি দেখিযে যেমন যীশু গভীরতম অনুকম্পা নিয়ে শিষ্যদের ওপরে তাকান, তিনি তাদের মনকে নির্দেশিত করতে তাঁর দূতগণকে পাঠান যাতে তারা তাঁকে খুঁজে পান, তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে তার অনুসরণ করেন, যাতে তারা বুঝতে পারেন যে পৃথিবী ধর্মধাম নয়(যে তা শুচি করতে তাঁকে স্বর্গের ধর্মধামে মহাপবিত্র স্থানেই প্রবেশ করা প্রয়োজন(ইস্রায়েলের জন্যে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করতে, ও তাঁর পিতার রাজ্যটি গ্রহণ করতে, ও তারপরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে তাঁর সঙ্গে চিরকাল বাস করতে তাদেরকে নিয়ে যেতে। শিষ্যদের হতাশা ভালভাবে তাদের হতাশা বর্ণনা করে যারা ১৮৪৪ সালে তাদের প্রভুর প্রত্যাশা করে। আমাকে তখন সেই সময় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যখন খৃষ্ট বিজয়ের সঙ্গে পশুর পিঠে চড়ে যিরূশালেমে যান। হর্ষোৎফুল্ল শিষ্যেরা বি(্বাস করেন যে তিনি তখন তাঁর রাজ্য গ্রহণ করবেন, ও এক জাগতির রাজার ন্যায় রাজত্ব করবেন। তাদের রাজাকে তারা উচ্চ উচ্চ আশা নিয়ে অনুসরণ করেন। তারা সুন্দর সুন্দর খেজুর পত্র কেটে আনেন, ও তাদের বস্ত্রদি খুলে নেন, আর অত্যন্ত আগ্রহান্বিত উদ্যোগে পথে বিছিয়ে দেন(আর কিছু জন অগ্রে গমন করেন, আর অন্যেরা ঘোষণা করে অনুসরণ করেন, হোশান্না দায়ূদ সন্তান! ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন! ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না! উত্তেজনাটি ফরীশীদেরকে বিরক্ত(করে, আর তারা ইচ্ছে প্রকাশ করে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, ইহারা যদি চুপ করিয়া থাকে, প্রস্তর সকল চেঁচাইয়া উঠিবে। সখরিয় ৯ঃ৯, পদের ভাববানী পূর্ণ হতেই হবে, তথাপি, আমি দেখি, শিষ্যেরা এক তীব্র হতাশায় ভাগ্য-নির্দিষ্ট ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তারা যীশুকে কালভেরীতে অনুসরণ করেন, ও তাকে দেখেন রক্ত(ঝরা অবস্থায় ও নিষ্ঠুর ত্রু(শের ওপরে ছিন্ন-কলেবরে। তারা তাঁর অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু স্বচ(দেখেন, ও তাঁকে কবরে শয়ন করান। শোকে তাদের হৃদয় নিমজ্জিত হয়। তাদের প্রত্যাশাগুলির কোনো একটি যথাযথতায় উপলব্ধি হয় না। যীশুর সঙ্গে তাদের প্রত্যাশাগুলি শেষ হয়। কিন্তু যেমন তিনি মৃতগণের মধ্য হতে ওঠেন, ও তাঁর দুঃখপ্রকাশকারী শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হন, তাদের আশাগুলি পুনর্জীবিত হয়। তাদের ত্রাণকর্তাকে তারা হারিয়েছিলেন, কিন্তু আবার তারা তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

আমি দেখি যে ১৮৪৪ সালে যারা প্রভুর আগমন বি(্বাস করে তাদের হতাশা, শিষ্যদের হতাশার সমান ছিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় দূতগণের বার্তায় ভাববানীসমূহ পূর্ণ হয়। সেগুলি যথাযথ সময়ে দেয়া হয়, আর ঈ(্বরের যে অভিসন্ধি সেগুলি সম্পাদন করবে তা করে।

দানিয়েল ৮ঃ১৪(মথি ২১ঃ৪-১৬(২৫ঃ৬(মার্ক ১৬ঃ৬,৭(লূক ১৯ঃ৩৫-৪০(যোহন ১৪ঃ১-৩(২০ঃ১৩(২ করিন্থীয় ৬ঃ১৭(প্রকাশিত বাক্য ১০ঃ৮-১১(১৪ঃ৭, ৮ দেখুন।

২৬শ অধ্যায়

আরেকটি দৃষ্টান্ত

আমাকে দেখানো হয় সেই মনোযোগ যা সেই কার্যে সমগ্র স্বর্গ নিয়েছিল যা পৃথিবীর ওপরে চলছিল। এক সমর্থ ও শক্তি(শালী দূতকে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্যে পৃথিবী নিবাসীদেরকে প্রস্তুত হতে অবতরণ করতে ও সতর্ক করে দিতে যীশু ভারার্পণ করেন। আমি পরাত্র(মী দূতকে স্বর্গে যীশুর উপস্থিতি ত্যাগ করতে দেখি। তার অগ্রে এক অতিশয় উজ্জ্বল ও গৌরবময় আলোক গমন করে। আমাকে বলা হয় যে তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে তার প্রতাপ দিয়ে আলোকিত করা, ও ঈশ্বরের রোষের বিষয়ে মানবকে সচেতন করা। জনগণ আলোকটি গ্রহণ করে। কেউকে খুবই ভাবগম্ভীর মনে হয়, যখন অন্যেরা ছিল আনন্দিত ও অত্যন্ত আ(াদিত। আলোক সকলের ওপরে পাতিত হয়, কিন্তু কেউ কেউ শুধু আলোকের প্রভাবের মধ্যে আসে, আর আন্তরিকতার সঙ্গে তা গ্রহণ করে না। কিন্তু যারা তা গ্রহণ করে তাদের সবাই ঊর্দ্ধমুখে স্বর্গের দিকে তাদের মুখ ফেরায়, আর ঈশ্বরের গৌরব করে। অনেকে মহা ত্রে(াধে পূর্ণ হয়। ধর্মপরিচারক ও লোকেরা দুষ্টদের সঙ্গে মিলিত হয় ও পরাত্র(মী দূতের দ্বারা পাতিত আলোক একগুঁয়েমির সঙ্গে প্রতিরোধ করে। তবে যারা তা গ্রহণ করে তাদের সবাই জগৎ থেকে আপনাকে সরিয়ে নেয়, ও ঘনিষ্টভাবে একত্রে মিলিত হয়ে থাকে।

আলোক থেকে যতজনের মন তারা আকর্ষণ করতে পারতো তা করতে শয়তান ও তার দূতগণ ব্যস্তভাবে ব্যাপৃত হয়। যে দলটি তা প্রত্যাহার করে তারা আঁধারে পরিত্যক্ত(হয়। আমি দেখি ঈশ্বরের প্রকাশ্যে স্বীকৃত লোকদেরকে সেই দূত গভীরতম মনোযোগ দিয়ে নিরী(ণ করছেন, সেই চরিত্র লিপিবদ্ধ করতে যা তারা বিকশিত করে, যেমন স্বর্গীয় মূলোদ্ভূত বার্তা তাদের কাছে সূচিত হয়। আর যেমন অতি অধিক সংখ্যক ব্যক্তি(যারা যীশুর জন্যে ভালবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বিদ্রূপ, উপহাস, ও বিদ্বেষের সঙ্গে স্বর্গীয় বার্তা থেকে ফেরে, তার হাতে এক চামড়ার কাগজ নিয়ে একজন দূত, লজ্জাস্কর নথি করেন। সমস্ত স্বর্গ ঘৃণমিশ্রিত ত্রে(াধে পূর্ণ হয়, কারণ তাঁর প্রকাশ্যে স্বীকৃত অনুগামীদের দ্বারা যীশু অবজ্ঞাত হন।

আমি বিশ্বাসকারী জনদের হতাশা দেখি। প্রত্যাশিত সময়ে তারা তাদের প্রভুকে দেখতে পান নি। ভবিষ্যৎ আড়াল করা ও তাঁর লোকদেরকে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার এক নির্দিষ্ট সময়ে আনা তাঁর অভিপ্রায় ছিল। সময়ের এই নির্দিষ্ট (ণ ছাড়া ঈশ্বরের দ্বারা অভিসন্ধি করা কাজটি সম্পাদিত হতো না। শয়তান অতি অধিক সংখ্যক লোকদের মনকে ভবিষ্যতে অনেক দূরে চালিত করছিল। খৃষ্টের আর্বিভাবের জন্যে ঘোষিত এক সময়ের নির্দিষ্ট কাল মনকে অবশ্যই এক বর্তমান প্রস্তুতির উদ্দেশে একাগ্রভাবে চেষ্টা করবে। যেমন সময় অতিত্র(ান্ত হয়, যারা দূতের আলোক সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নি, তাদের সঙ্গে মিলিত হয় যারা স্বর্গীয় বার্তা ঘৃণা করেছিল, আর বিদ্রূপে তারা হতাশাগ্রস্তদের ওপরে ফেরে। আমি দেখি স্বর্গে দূতগণ যীশুর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। তারা খৃষ্টে প্রকাশ্যে স্বীকৃত অনুগামীদের গতিক-অবস্থান ল(্য করেন। নির্দিষ্ট সময়ের অতিত্র(ান্ত হওয়া তাদেরকে পরখ করে ও প্রমাণিত করে, আর অতি অধিক সংখ্যায় লোকেরা পরিমিত হয় ও তাদের ঘাটতি পাওয়া যায়। তারা সবাই সশব্দে খৃষ্টান হবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, তবুও প্রায় প্রতিটি বিশেষে অনুগামীদের অবস্থায় উল্লসিত হয়। তাদেরকে সে তার ফাঁদে রাখতে পেরেছিল। অধিকাংশকে সে সোজা পথ ছাড়তে চালিত করেছিল, আর তারা অন্য কোনো রাস্তায় স্বর্গের দিকে চড়বার উদ্যম নিচ্ছিল। দূতগণ দেখেন বিশুদ্ধ (নির্মল) শুচি, পবিত্র, সবাই সীয়োনে পাপীদের, ও জগৎ-অনুরাগী কপটকারীদের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। তারা যীশুর প্রকৃত প্রেমীদের ওপরে নজর রাখছিলেন(কিন্তু নীতিহীনেরা পবিত্রদেরকে প্রভাবিত করছিল।

যাদের প্রাণ এক প্রবল বাসনা, ইচ্ছে নিয়ে উত্তেজিত হয় তারা, তাদের প্রকাশ্যে স্বীকৃত ভ্রাতৃগণের দ্বারা তাঁর আগমনের বিষয় বলতে নিষেধপ্রাপ্ত হয়। দূতগণ সমগ্র দৃশ্যটি বিচার করেন ও সেই অবশিষ্টদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, যারা যীশুর আর্বিভাবে আনন্দ পান। পৃথিবীর উদ্দেশে অবতরণ করতে আরেক পরাত্র(মী দূতকে ভারার্পণ করা হয়। তার হস্তে যীশু এক লেখন স্থাপন করেন, আর যেমন তিনি পৃথিবীর দিকে নেমে আসেন, তিনি ঘোষণা করেন, পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল। তখন আমি দেখি হতাশ ব্যক্তি(রা আবার প্রফুল্ল, ও তাদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে তুলে, বিশ্বাস ও প্রত্যাশার সঙ্গে তাদের প্রভুর আবির্ভাবের জন্যে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু অনেকে মনে হয়, যেন ঘুমন্ত অবস্থায়, এক নির্বোধ অবস্থায় থাকে(তথাপি আমি তাদের মুখমন্ডলের ওপরে এক গভীর দুঃখের ছাপ দেখি। নি(ৎসাহীগণ বাইবেল থেকে দেখতে পায় যে তারা এক বিলম্বের সময়ে ছিল, আর যে তাদেরকে ধৈর্যের সঙ্গে দর্শনের পূর্ণতা অপে(া করতেই হবে। সেই একই প্রমাণ যা তাদেরকে ১৮৪৩ সালে তাদের প্রভুর প্রত্যাশা করতে চালিত করে, ১৮৪৪ সালে তাঁকে প্রত্যাশা করতে চালিত করে। আমি দেখি যে অধিকাংশই সেই উদ্যম (কর্মশক্তি( ) ধারণ করে নি যা ১৮৪৩ সালে তাদের বিশ্বাস চিহ্নি(ত করে। তাদের হতাশা তাদের বিশ্বাসকে নি(ৎসাহ করেছিল। কিন্তু যেমন নি(ৎসাহীগণ দ্বিতীয় দূতের ঘোষণায় মিলিত হয়, স্বর্গীয় বাহিনী গভীরতম মনোযোগ নিয়ে তাকান, ও বার্তাটির প্রভাব ল(্য করেন। তারা তাদেরকে দেখতে পান যারা খৃষ্টের নাম বহন করে বিদ্বেষ-ঘৃণা ও বিদ্রূপ-উপহাসের সঙ্গে তাদের ওপরে ফেরে যারা হতাশ হয়েছিল। যেমন পরিহাসকারীদের ওষ্ঠ থেকে এই কথাগুলি পতিত হয়, তোমরা এখনো ঊর্দ্ধে গমন কর নি! একজন দূত সেগুলি লেখেন। দূত বলেন, তারা ঈশ্বরের পরিহাস করে।

আমাকে ফিরে এলিয়ের রূপান্তরের দিকে নির্দেশিত করা হয়। তার চাদর ইলীশায়ের ওপরে পতিত হয়, আর দুষ্ট ছেলেমেয়েরা (কিম্বা যুবক লোকেরা) তাকে অনুসরণ করে, উপহাস করে, ঘোষণা করে, রে টাকপড়া, উঠিয়া আয়! রে টাকপড়া উঠিয়া আয়! তারা ঈশ্বরের উপহাস করে আর সেখানেই তাদের শাস্তিভোগ করে। তারা তা তাদের মাতাপিতার কাছে শিখেছিল, আর যারা ধার্মিকগণের উঠে যাওয়ার ধারণাকে বিদ্রূপ ও পরিহাস করেছে, তারা ঈশ্বরের আঘাতসমূহের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, ও বুঝতে পারবে যে তাঁর সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সামান্য বিষয় নয়।

তাঁর লোকেদের অবসন্ন হওয়া বিশ্বাসকে পুনর্জীবিত ও তাদেরকে দ্বিতীয় দূতের বার্তা বুঝবার জন্যে বলবান করতে, ও সেই গুরুত্বপূর্ণ কৌশল যা শীঘ্রই স্বর্গে করা হবে তার জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করতে শীঘ্র করে উড়ে যেতে যীশু অন্যান্য দূতকে ভারার্পণ করেন। আমি দেখি এই দূতগণ যীশুর কাছ থেকে অদ্ভুত ক্ষমতা ও আলোক প্রাপ্ত হন, ও তাঁর কার্যে দ্বিতীয় দূতকে সাহায্য করতে তাদের অর্পিত কর্মভার পূর্ণ করতে দ্রুত পৃথিবীতে উড়ে যান। ঈশ্বরের লোকদের ওপরে এক মহান আলোক প্রকাশিত হয় যেমন দূতগণ ঘোষণা করেন, দেখ, বর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও। তখন আমি দেখি সেই হতাশ ব্যক্তিরা ওঠে, ও দ্বিতীয় দূতের সঙ্গে সমতানে, ঘোষণা করে, দেখ, বর, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করতে বাহির হও। দূতের কাছ থেকে আলোক সর্বত্র প্রবেশ করে। শয়তান ও তার দূতেরা এই আলোক ছড়ানো হওয়া থেকে ও তার অভিপ্রেত প্রভাব ফলানো থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তারা ঈশ্বরের দূতগণের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে, ও তাদেরকে বলে যে ঈশ্বর লোকদেরকে প্রতারিত করেছিলেন, ও যে তাদের সমস্ত আলোক ও ক্ষমতা দিয়ে, তারা লোকদেরকে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে যীশু আসছেন। ঈশ্বরের দূতেরা তাদের কাজ চালিয়ে যান, যদিও শয়তান পথের বেড়া হতে কঠোর চেষ্টা করে ও লোকদের মনকে আলোক থেকে টানবার প্রতিযোগীতা করে। যারা তা গ্রহণ করে তাদেরকে খুবই খুশী দেখায়। তারা তাদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ করে, ও যীশুর আর্বিভাবের প্রবল বাসনা করে। অনেকে মহা ক্লেশ থেকে, রোদন ও প্রার্থণা করে। তাদের দৃষ্টি মনে হয় নিজেদের ওপরে নিবদ্ধ, আর তারা ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি রাখতে সাহস করে না।

স্বর্গ হতে এক বহুমূল্য আলোক তাদের কাছ থেকে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে, আর তাদের দৃষ্টি যা হতাশায় আপনাদের ওপরে নিবদ্ধ ছিল, ঊর্দ্ধমুখে ফেরে, যখন কৃতজ্ঞতা ও পবিত্র আনন্দ মুখের প্রতিটি অংশে ব্যক্ত হয়। যীশু ও সমস্ত দূতীয় বাহিনী বিশ্বস্ত, প্রতীক্ষাকারীদের ওপরে অনুমোদনের দৃষ্টি নিয়ে তাকান।

যারা প্রথম দূতের আলোক প্রত্যাখ্যান ও বিরোধ করে, দ্বিতীয়টির আলোক হারায়, ও দেখ, বর, এই বার্তাটিতে থাকা ক্ষমতা ও মহিমার দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এক ভ্রূকুটি নিয়ে যীশু তাদের কাছ থেকে মুখ ফেরান। তারা তাঁকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। যারা বার্তাটি গ্রহণ করে তারা মহিমার এক মেঘে মোড়া ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছে জানতে তারা প্রতীক্ষা করে, সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও প্রার্থনা করে। তাকে অসন্তুষ্ট করতে তারা ভীষণভাবে ভয় করে। আমি দেখি শয়তান ও তার দূতেরা ঈশ্বরের লোকদের থেকে এই আলোক রুদ্ধ রাখতে চেষ্টা করছে; কিন্তু যতক্ষণ প্রতীক্ষাকারীগণ সযত্নে এই আলোক পোষণ করে ও পৃথিবী থেকে তাদের দৃষ্টি খৃষ্টের প্রতি উত্তোলন করে, এই বহুমূল্য আলোক থেকে তাদের বঞ্চিত করতে শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই। স্বর্গ হতে প্রদত্ত বার্তা শয়তান ও তার দূতগণকে ব্যাপৃত রাখে, ও সেই সঙ্গে তাদেরকেও যারা যীশুকে প্রেম করতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, কিন্তু তাঁর আগমন অবজ্ঞা করে, বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসকারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ-ঘৃণা করতে। কিন্তু একজন দূত প্রতিটি অপমান লক্ষ্য করেন, নজরে রাখেন প্রতিটি দুর্ব্যবহার যা তারা তাদের প্রকাশ্যে ঘোষিত ভ্রাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। অতি অধিক সংখ্যায় লোক ঘোষণাটি করতে তাদের কণ্ঠ তোলে, দেখ, বর, ও তাদের ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করে যারা যীশুর আর্বিভাব ভালোবাসেন নি; ও যারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ওপরে ধ্যান-চিন্তন করতে তাদেরকে দেবে না। আমি দেখি যীশু তাদের কাছ থেকে তার মুখ ফেরান যারা তাঁর আগমন প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা করে, আর তখন তিনি তাঁর দূতগনকে আজ্ঞা করেন, অশুচিদের মধ্য হতে তাঁর লোকদেরকে বাইরে চালিত করতে, পাছে তারা কলুষিত হয়। বার্তাটির প্রতি অনুগত লোকেরা মুক্ত ও একত্রিত হয়ে দাঁড়ায়। এক পবিত্র ও চমৎকার আলোক তাদের ওপরে প্রকাশিত হয়। তারা জগৎ পরিহার করে, তার থেকে তাদের অনুরাগ বিছিন্ন করে, ও তাদেরপার্থিব স্বার্থগুলি ত্যাগ করে। তারা তাদের পার্থিব ধন-সম্পদ বর্জন করে ও তাদের উৎকণ্ঠিত স্থিরদৃষ্টি স্বর্গের দিকে নির্দেশিত করে, তাদের প্রিয় উদ্ধারকর্তাকে দেখবার প্রত্যাশা করে। এক পূত পবিত্র আনন্দ তাদের মুখমন্ডলে উদ্ভাসিত হয়, ও অভ্যন্তরে কর্তৃত্ব বিরাজকরা শান্তি ও আনন্দের বিষয় জ্ঞাত করে। তাদেরকে সবল করতে যীশু তাঁর দূতগণকে নির্দেশ দেন, কারণ তাদের দুঃখকষ্টের সময় নিকটবর্তী হয়। আমি দেখি যে এই প্রতীক্ষাকারীগণ সেভাবে পরীক্ষিত হয় যা তাদের হতেই হবে। তারা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিল না। পৃথিবীতে লোকদের কাছে এক সতর্কীকরণ প্রেরণ করায়, ও তাদেরকে সময়ের এক নির্দিষ্ট স্থানে আনতে পুনঃপুনঃ বার্তা প্রেরণ করায় নিজেদের বিষয়ে এক অধ্যাবসায়শীল অনুসন্ধান করতে চালিত করতে, এইজন্যে ঈশ্বরের করুণা ও সদাশয়তান আমি দেখি, যাতে তারা সেই ত্রুটিগুলির বিষয়ে আপনাকে বর্জিত করতে পারে যা বিধর্মী ও পোপবাদীদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এই বার্তাসমূহের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে বের করে নিয়ে আসছিলেন যেখানে তাদের জন্যে তিনি প্রবলতর ক্ষমতায় কাজ করতে পারেন, আর যেখানে তারা তাঁর সমস্ত আজ্ঞা রাখতে পারে।

---

২ রাজাবলি ২ঃ১১-২৫; দানিয়েল ৪ঃ১৪; হবককূক ২ঃ ১-৪;
মথি ২৫ঃ৬; প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ ৮; ১৮ঃ১-৫ দেখুন।

২৭শ অধ্যায়

ধর্মধাম

তারপরে আমাকে দেখানো হয় ঈশ্বরের লোকদের দুঃখজনক হতাশা। প্রত্যাশিত সময়ে তারা যীশুকে দেখতে পায় নি। তারা কোনো প্রমাণ দেখতে পায়নি কেন ভাববানী-সম্পর্কিত সময় শেষ হয় নি। একজন দূত বলেন, ঈশ্বরের বাক্য কি বিফল হয়েছে? ঈশ্বর কি তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করতে বিফল হয়েছেন? না(তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেন তার সবই তিনি পূর্ণ করেছেন। যীশু উত্থিত হয়েছেন, এবং স্বর্গীয় ধর্মধামের পবিত্র স্থানের দ্বার বন্ধ করেছেন, ও মহাপবিত্র স্থানের পানে এক দ্বার খুলেছেন, আর ধর্মধাম শুচি করতে প্রবেশ করেছেন। মনুষ্য ভুল করেছে(কিন্তু ঈশ্বরের প(থেকে কোনো বিফলতা হয় নি। সবই সম্পাদিত হয় যা ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন(কিন্তু লোকেরা এটা বিশ্বাস করে পৃথিবীর উদ্দেশে তাকায়(তাকে সেই ধর্মধাম মনে করে যা ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কালের শেষে শুচিকৃত হবে। মানবের প্রত্যাশাসমূহ বিফল হয়েছে(তবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি একেবারেই নয়। হতাশ ব্যক্তি(দেরকে, সেই মহাপবিত্র স্থানের মধ্যে তাদের মনকে চালিত করতে তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করেন যেখানে ধর্মধাম শুচিকৃত করতে এবং ইস্রায়েলের জন্যে এক বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি গিয়েছিলেন। যীশু দূতগণকে বলেন যে যারা তাকে দেখতে পায় সেই কার্যটি বুঝতে পারবে যা তাঁকে সম্পাদন করতে হবে। আমি দেখি যে যখন যীশু মহাপবিত্র স্থানে ছিলেন তিনি নতুন যিরূশালেমের সঙ্গে বিবাহিত হবেন, ও মহাপবিত্র স্থানে তাঁর কার্য সম্পাদিত হবার পরে, তিনি রাজকীয় (মতায় পৃথিবীর অবতরণ করবেন ও অমূল্য ব্যক্তি(গণকে আপনার কাছে নেবেন যারা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতী(া করেছিল।

আমাকে তখন দেখানো হয় স্বর্গে কি ঘটে যেমন ১৮৪৪ সালে ভাববানী-সম্বন্ধীয় সময়কাল শেষ হয়। আমি দেখি যে পবিত্র স্থানে যেমন যীশুর পরিচর্যাকার্য শেষ হয়, আর তিনি সেই ক(রদ্বার বন্ধ করেন, এক মহা অন্ধকার তাদের ওপরে বসে যারা খৃষ্টের আগমনের বার্তা শোনে, ও প্রত্যাখ্যান করে, আর তারা তাঁকে দৃষ্টিবর্হিভূত করে। যীশু তখন আপনাকে বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত করেন। তাঁর বস্ত্রের নীচেকার চারিদিকে একটি কিঙ্কিণী (ঘন্টা) ও একটি দাড়িম্ব (ডালিম), একটি ঘন্টা ও একটি দাড়িম্ব ছিল। তাঁর স্কন্ধ থেকে ঝোলানো ছিল বুননি করা এক বুকপাটা। আর যেমন তিনি চলেন, তা হীরকের ন্যায় ঝলমল করে, সেই অ(রগুলিকে প্রশংসিত করে যা দেখায় বুকপাটায় লেখা, বা খোদিত নামসমূহ। তাঁর মস্তকের ওপরে কিছু নিয়ে যা কোনো মুকুটের ন্যায় দেখায়, তিনি সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত হলে পরে, দূতগণ তাকে বেষ্টন করেন, আর এক অগ্নিবৎ রথে তিনি দ্বিতীয় যবনিকার (পর্দা) মধ্যে পার হয়ে যান। আমাকে তখন স্বর্গীয় ধর্মধামের দুটি ক(ল(্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়। পর্দা বা দ্বার খোলা হয় আমাকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। প্রথম ক(আমি দেখি দীপবৃ(সাতটি প্রদীপ সহ, যা মূল্যবান ও গৌরবান্বিত দেখায়(মেজও যার ওপরে ছিল দর্শন-(টী আর ধূপবেদি, ও ধূপদানি। এই ক(র সকল পাত্রাদি নির্মল সূর্যের ন্যায় দেখায়, ও তাঁর প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করে যিনি সে স্থানে প্রবেশ করেন। যে যবনিকা দুটি ক(কে পৃথক করে গৌরবময় দেখায়, তা বিভিন্ন বর্ণের ও দ্রব্যের ছিল, এক সুন্দর মুড়া নিয়ে, তার ওপরে স্বর্ণের মূর্তিসমূহ খচিত হয়ে, যা দূতগণকে বর্ণিত করে। যবনিকা তোলা হয়, আর আমি দ্বিতীয় ক(র মধ্যে দৃষ্টি ফেলি। আমি সেখানে একটি সিন্দুক দেখি যার বিশুদ্ধতম স্বর্ণের বাহ্যাকৃতি ছিল। সিন্দুকের ওপরে এক কিনারা রূপে, মুকুটসমূহ বর্ণনা করা অতি সুন্দর কার্য ছিল। তা ছিল বিশুদ্ধ স্বর্ণের। সিন্দুকের মধ্যে ছিল দশ আজ্ঞা সম্বলিত প্রস্তর ফলকদ্বয়। সিন্দুকের প্রত্যেক প্রান্তে এক সুন্দর করূব ছিল তাদের প(গুলি তার ওপরে বিস্তারিত অবস্থায়। তাদের প(গুলি উচ্চে ওঠানো ছিল, ও যীশুর মস্তকের ওপরে পরস্পরকে স্পর্শ করে, যেমন তিনি সিন্দুকের পাশে দাঁড়ান। তাদের চেহারা পরস্পরের দিকে ফেরানো ছিল, আর তারা নিম্নমুখে সিন্দুকের দিকে তাকিয়ে, সমস্ত দূতীয় বাহিনীকে বর্ণনা করে যারা মনোযোগের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবস্থার পানে তাকান। করূবদের মাঝে ছিল এক স্বর্ণময় ধূপদানি। আর যেমন বিশ্বাসে সাধুগণের প্রার্থনাসমূহ যীশুর সমীপ পর্যন্ত আসে, আর তিনি সেগুলিকে তাঁর পিতার কাছে অর্পণ করেন, এক মিষ্ট সুগন্ধ ধূপ থেকে ওঠে আসে। তা অতি সুন্দর ধোঁয়ার রংসমূহের ন্যায় দেখায়। সেই স্থানের ওপরে যেখানে যীশু দাঁড়িয়ে, সিন্দুকের পাশে, আমি দেখি এক অতিশয় উজ্জ্বল মহিমা যার ওপরে আমি তাকাতে পারি না। তা এক সিংহাসনের মত দেখায় যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। যেমন ধূপ পিতার কাছে ওপর দিকে উত্থিত হয়, সেই চমৎকার মহিমা পিতার কাছ থেকে যীশুর কাছে আসে, আর যীশুর কাছ থেকে তা তাদের ওপরে পতিত হয়, যাদের প্রার্থণাসমূহ মিষ্ট ধূপে উঠে আসে। যথেষ্ট প্রাচুর্যে আলোক ও মহিমা যীশুর ওপরে ঢালা হয়, আর পাপাবরণকে ছায়ায় ঢাকে, আর মহিমার শ্রেণী মন্দির পূর্ণ করে। আমি মহিমার ওপরে দীর্ঘ(ণ তাকাতে পারি না। কোনো ভাষা তা বর্ণনা করতে পারে না। আমি বিহ্বল হই, ও দৃশ্যটির মহিমা ও প্রতাপ থেকে দৃষ্টি ফেরাই।

পৃথিবীর ওপরে দুই ক(সম্বলিত এক ধর্মধাম আমাকে দেখানো হয়। তা স্বর্গেরটির অনুরূপ ছিল। আমাকে বলা হয় যে তা পার্থিব ধর্মধাম, স্বর্গে যেটি তার এক আকৃতি। পার্থিব ধর্মধামের প্রথম ক(র দ্রব্য ছিল তাই স্বর্গীয়টির প্রথম ক(যা ছিল। পর্দা ওঠানো হয়, আর আমি পবিত্র- সকলের পবিত্রের ভেতরে (মহাপবিত্র স্থানে) তাকাই, যে দ্রব্যদি ছিল একই প্রকার যেমন স্বর্গীয় ধর্মধামে মহাপবিত্র স্থানে ছিল। পার্থিবটির উভয় ক(যাজকেরা পরিচর্য়া করে। প্রথম ক(সে বছরের প্রত্যেক দিন পরিচর্যা করে, এবং মহাপবিত্র (স্থানে) সে শুধু বছরে একবার, সেটিকে সেখানে স্থানান্তর করা পাপসমূহ থেকে শুচি করতে, প্রবেশ করে। আমি দেখি যে স্বর্গীয় ধর্মধামের উভয় ক(যীশু পরিচর্যা করেন। তাঁর আপন রক্ত(-নৈবেদ্য দেবার দ্বারা তিনি স্বর্গীয় ধর্মধামে প্রবেশ করেন। পার্থিব যাজকেরা মৃত্যু দ্বারা অপসারিত হয়, তাই তারা

দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না(কিন্তু যীশু, আমি দেখি, এক চিরকালের যাজক ছিলেন। পার্থিব ধর্মধামে আনিত বলিদান ও নৈবেদ্যসমূহের মাধ্যমে, ইস্রায়েল সন্তানেরা এক ত্রাণকর্তার ভাবী গুণের ওপরে অবলম্বন রাখে। আর ঈ(রের বিজ্ঞতায় এই কার্যটির সুক্ষ্মবিষয়গুলি আমাদেরকে দেয়া হয় যাতে আমরা সে সবের দিকে ফিরে তাকাতে পারি, এবং স্বর্গীয় ধর্মধামে যীশুর কার্য বুঝতে পারি।

ত্রু(শারোপণেতে, যেমন যীশু কালভেরীর ওপরে মরেন তিনি ঘোষণা করেন, সমাপ্ত হইল, আর মন্দিরের তিরস্করিণী দুভাগে ছিড়ে যায়, উপর থেকে নীচে পর্যন্ত। এটা এই দেখাবার জন্যে ছিল যে পার্থিব ধর্মধামের পরিচর্যাকার্য চিরকালের মত শেষ হয়, এবং যে ঈ(র, তাদের বলিদানাদি গ্রহণ করতে, তাদের পার্থিব ধর্মধামে তাদের সঙ্গে আর মিলিত হবেন না। যীশুর রক্ত(তখন পাতিত হয়, যা স্বর্গীয় ধর্মধামে নিজেরই দ্বারা পরিচর্যাপ্রাপ্ত হবে। পার্থিব ধর্মধামে যেমন পুরোহিতেরা ধর্মধাম শুচি করতে বছরে একবার মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করে, দানিয়েল ৮ অধ্যায়ের ২৩০০ দিনের শেষে, ১৮৪৪ সালে, তাঁর মধ্যস্থতার দ্বারা যারা উপকৃত হবে তাদের সবাকার জন্যে এক অন্তিম প্রায়শ্চিত্ত করতে, ও র্ধধাম শুচি করতে, যীশু স্বর্গীয়টির মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন।

যাত্রা পুস্তক ২৫-২৮ অধ্যায়(লেবীয় ১৬ অধ্যায়(২ রাজাবলি ২ঃ১১(
দানিয়েল ৮ঃ১৪(মথি ২৭ঃ৫০,৫১(ইব্রীয় ৯ অধ্যায়(
প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায় দেখুন।

২৮শ অধ্যায়

তৃতীয় দূতের বার্তা

পবিত্র স্থানে যেমন যীশুর পরিচর্যাকার্য শেষ হয়, আর তিনি মহাপবিত্র স্থানে চলে যান(এবং ঈ(রের ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত(হওয়া সিন্দুকের পাশে দাঁড়ান, তৃতীয় বার্তাটি নিয়ে তিনি আরেক পরাত্র(মী দূতকে পৃথিবীতে পাঠান। দূতের হাতে তিনি একখানি চামড়ার কাগজ স্থাপন করেন, আর যেমন তিনি পরাত্র(ম ও (মতায় মর্তে অবতরণ করেন, তিনি এক ভয়াবহ সতর্কীকরণ ঘোষণা করেন, যা ছিল মনুষ্যের কাছে কখনো বহন করে নিয়ে যাওয়া সবচেয়ে অত্যধিক ভয় প্রর্দশনকারী। এই বার্তাটির অভিসন্ধি ছিল ঈ(রের সন্তানগণকে তাদের সতর্কতার ওপরে রাখা, ও তাদেরকে তাদের সা(াতে যে প্রলোভনের মুর্হূত ও মনস্তাপ ছিল তা দেখানো। দূত বলেন, তারা পশু ও তার মূর্তির সঙ্গে নিবিড়-যুদ্ধে আনিত হবে। অনন্ত জীবনের একমাত্র আশা হচ্ছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকা। যদিও তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তথাপি সত্যকে তাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে। দূত তার বার্তা এই কথাগুলি দিয়ে শেষ করেন, এস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈ(রের আজ্ঞা ও যীশুর বি(াস পালন করে। যেমন তিনি এই শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করেন তিনি স্বর্গীয় ধর্মধামের দিকে নির্দেশ করেন, যারা এই বার্তা সাগ্রহে গ্রহণ করে তাদের সকলের মন মহাপবিত্র স্থানের দিকে নির্দেশিত হয় যেখানে যীশু সিন্দুকের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের সকলের জন্যে অন্তিম মধ্যস্থতা করেন যাদের জন্যে অনুগ্রহ তখনো বিলম্ব করে, ও যারা অজান্তে ঈ(রের ব্যবস্থা খন্ডন করেছে তাদের জন্যেও বিলম্ব করে। এই প্রায়শ্চিত্ত করা হয় মৃত ধার্মিক তথা জীবিত ধার্মিকদের জন্যে। যীশু তাদের জন্যে এক প্রায়শ্চিত্ত করেন যারা ঈ(রের আজ্ঞাসমূহের ওপরে আলোকপ্রাপ্ত না হয়ে মরে, ও যারা অজ্ঞতায় পাপ করে।

যীশুর মহাপবিত্র স্থানের দ্বার খোলার পরে বিশ্রামদিনের আলোক দেখা যায়, এবং ঈ(রের লোকেরা পরখপ্রাপ্ত ও পরী(ত হবে, তারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করবে কি না দেখতে, যেমন ঈ(র প্রাচীনকালে ইস্রায়েল সন্তানদেরকে পরী(া করেন। আমি দেখি তৃতীয় দূত ঊর্দ্ধমুখে নির্দেশ করে, স্বর্গীয় ধর্মধামের মহাপবিত্র স্থানের দিকে হতাশগ্রস্তদেরকে পথ দেখান। মহাপবিত্র স্থানে তারা বি(াসের দ্বারা যীশুকে অনুসরণ করে। পুনরায় তারা যীশুকে দেখতে পায়, আর নতুন করে আনন্দ ও আশা জাগে। তাদেরকে আমি দেখি পর্যবে(ণ করছে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের ঘোষণা থেকে ১৮৪৪ সালে সময়ের অতিত্র(ান্ত হয়ে যাওয়ার প্রতি তাদের যাত্রার মধ্য দিয়ে। তারা দেখে তাদের হতাশার ব্যাখ্যা হয়, এবং আনন্দ ও নিশ্চয়তা আবার তাদেরকে প্রাণবন্ত করে। তৃতীয় দূত অতীত আলোকিত করে দেন, সেই সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতও, আর তারা বুঝতে পায় যে তাঁর রহস্যময় দূরদর্শীতায় ঈ(র বাস্তবিকই তাদেরকে চালনা করেন।

এটা আমার কাছে বর্ণিত হয় যে অবশিষ্টেরা মহাপবিত্র স্থানের মধ্যে যীশুর অনুসরণ করে, আর নিয়ম সিন্দুক, ও পাপাবরণ দেখে, ও সে সবের মহিমায় মুগ্ধ হয়। যীশু সিন্দুকের ডালা খোলেন, আর দেখ! প্রস্তরফলকদ্বয়, সেসবের ওপরে লিখিত দশ আজ্ঞা নিয়ে! তারা প্রাণবন্ত দৈববানী ধরে চোখ বুলায়(কিন্তু তারা কম্পিত কলেবরে চমকে উঠে পিছু হটে যায় যখন তারা দেখে চতুর্থ আজ্ঞাটি দশটি পবিত্র বিধির মধ্যে জীবন্ত, যখন অন্য নটির উপরের চেয়ে তার ওপরে এক উজ্জ্বলতর আলোক ও তার চারিদিকে মহিমায় এক উজ্জ্বল মন্ডল। সেখানে তারা এমন কিছুই পায়না যা তাদেরকে জ্ঞাত করে যে বিশ্রামদিন রদ হয়, কিম্বা সপ্তাহের প্রথম দিনে পরিবর্তিত হয়। তা বোধগম্য হয়, যেমনটি যখন পবিত্র ও ভীষণ আড়ম্বরে পর্বতের ওপরে ঈ(রের মুখ দ্বারা কথিত হয়, যখন বিদ্যুৎ চমকায় ও মেঘগর্জনের শব্দ হয়, এবং যখন প্রস্তর ফলকদ্বয়ে তাঁর আপন পবিত্র অঙ্গুলী দ্বারা লিখিত হয়। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও(কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈ(র সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন। তারা অবাক হয় যেমন তারা দেখে দশ আজ্ঞার সম্বন্ধে যত্ন নেয়া হয়। তারা দেখে যিহোবার অতি কাছে তা স্থাপিত, তাঁর পবিত্রতা দ্বারা ছায়ায় ঢাকা ও সুর(িত। তারা দেখে যে দশ আজ্ঞায় চতুর্থ আজ্ঞাটি তারা অবজ্ঞা করছিল, ও একটি দিনকে পালন করে যা যিহোবার দ্বারা পবিত্রীকৃত হওয়া দিনটির পরিবর্তে বিধর্মীগণ ও পোপবাদিদের দ্বারা হস্তান্তরিত হওয়া। তারা ঈ(রের সা(াতে আপনাকে বিনম্র করে, ও তাদের বিগত সত্যলঙ্ঘনগুলির ওপরে দুঃখিত হয়।

ধূপদানিতে আমি ধোঁয়ার বৃদ্ধি দেখি যেমন যীশু তাঁর পিতার কাছে তাদের পাপস্বীকার ও প্রার্থণাসমূহ অর্পণ করতে চান। আর যেমন তা আরোহণ করে, এক উজ্জ্বল আলোক যীশুর, এবং পাপাবরণের ওপরে বিরাজ করে, আর উৎসুক, প্রার্থনাকারীগণ যারা দঃখিত ছিল কারণ তারা আপনাকে ঈ(রের ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী রূপে আবিষ্কার করে, আর্শীবাদযুক্ত(হয়, এবং আশা ও আনন্দে তাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়। তারা তৃতীয় দূতের কার্যে যোগ দেয়, আর তাদের কন্ঠ তোলে ও ভাবগম্ভীর সতর্কীকরণ ঘোষণা করে। কিন্তু অল্প ব্যক্তি(প্রথমে বার্তাটি গ্রহণ করে, তথাপি তৎপরতার সঙ্গে তারা সতর্কীকরণ ঘোষণা চালিয়ে যায়। তখন আমি দেখি অনেকেই তৃতীয় দূতের বার্তা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে, এবং তাদের সঙ্গে তাদের কন্ঠ মেলায় যারা প্রথমে সতর্কীকরণ ঘোষণা করেছিল। আর তারা ঈ(রকে প্রশংসিত করে ও তাঁর পবিত্রীকৃত বিশ্রাম-দিনকে পালনের দ্বারা তাঁকে মহৎ করে।

অনেকে যারা তৃতীয় দূতের বার্তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে পূর্বেকার দুটি বার্তায় এক অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। শয়তান এটা

বুঝতে পারে, আর তার দুষ্ট দৃষ্টি ছিল তাদের ওপরে তাদেরকে পরাজিত করতে(তবে তৃতীয় দূত তাদেরকে মহাপবিত্র স্থানের দিকে নির্দেশিত করছিলেন, আর অতীতের বার্তাগুলিতে যাদের এক অভিজ্ঞতা ছিল তারা তাদেরকে স্বর্গীয় ধর্মধামের দিকে পথ নির্দেশ করছিল। অনেকেই দূতগণের বার্তাসমূহে সত্যের সিদ্ধ শৃঙ্খল দেখে, ও সানন্দে তা গ্রহণ করে। তারা সেগুলি অনুত্র(মে গ্রহণ করে ও যীশুকে বি(্বাসের দ্বারা স্বর্গীয় ধর্মধামের মধ্যে অনুসরণ করে। দেহকে ধরে রাখতে এক নঙ্গর রূপে এই বার্তাগুলি আমার কাছে বর্ণনা করা হয়। আর যেমন ব্যক্তি(বিশেষেরা সেগুলি গ্রহণ করে ও উপলব্ধি করে, তারা শয়তানের অনেক প্রবঞ্চনার বি(দ্ধে আচ্ছাদিত হয়।

১৮৪৪ সালে মহা নিরাশার পরে, দেহের দলটির বি(্বাস বিশৃঙ্খল করতে ফাঁদসমূহ স্থাপন করতে শয়তান ও তার দূতেরা ব্যস্ততার সঙ্গে ব্যাপৃত হয়। সে সেই ব্যক্তি(বিশেষদের মন প্রভাবিত করছিল এসব বিষয়ে যাদের এক ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের নম্রতার এক বাহ্য আড়ম্বর (হাবভাব) ছিল। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তা পরিবর্তন করে, ও সেগুলি পূর্ণতার জন্যে ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশ করে, যখন অন্যেরা বহু দূরে অতীতে নির্দেশ করে, বিবৃত করে যে সেখানে সেগুলি পূর্ণ হয়েছিল। এই ব্যক্তি(বিশেষেরা অনভিজ্ঞদের মন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ও তাদের বি(্বাস বিশৃঙ্খল করছিল। তাদের নিজেদের সম্বন্ধে, দেহের সাহায্য ছাড়া এক বি(্বাস নির্মাণ করার চেষ্টা করতে কেউ কেউ বাইবেল অনুসন্ধান করছিল। শয়তান এ সবেতে উল্লসিত হয়(কারণ সে জানতো যে যারা নঙ্গর থেকে আলগা হয়, সে বিভিন্ন ত্রুটি দ্বারা প্রভ াবিত করতে পারে ও শি(ার প্রবাহমান বায়ু দ্বারা চালাতে (তাড়াতে) পারে। অনেকে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তায় চালিত করে, সেগুলি অসত্য বলে ঘোষণা করে, এবং দলব্যাপী দলাদলি ছাড়াছাড়ি হয়। আমি তখন উইলিয়াম মিলারকে দেখি। তাকে হতবুদ্ধি দেখায়, তার লোকদের জন্যে দুঃখ ও দুর্দশার সাথে নুয়ে পড়েন। তিনি সেই দলটি দেখেন যারা ১৮৪৪ সালে মিলিত ও প্রেমপ্রকাশক ছিল, পরস্পরের জন্যে তাদের ভালবাসা হারায়, ও পরস্পরকে বিরোধ করে। তাদেরকে তিনি এক শীতল, বিপথবামী আস্থায় দেখেন। মনস্তাপ তার শক্তি(নষ্ট করে। আমি দেখি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি(রা উইলিয়াম মিলারকে ল(্য করে, ও ভয় করে পাছে তিনি তৃতীয় দূতের বার্তা ও ঈ(্বরের দশ আজ্ঞা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। আর যেমন তিনি স্বর্গ হতে আলোকের পানে হেলান দেবেন, তার মন টেনে নিতে এই লোকেরা কিছু পরিকল্পনা স্থাপন করবে। তার মনকে অজ্ঞতায় রাখতে ও তাদের মাঝে তার প্রভাব ধরে রাখতে এক মানবীয় প্রভাব প্রয়োগ করা হয় আমি দেখতে পাই। অবশেষে স্বর্গ থেকে আলোকের বি(দ্ধে উইলিয়াম মিলার তার কণ্ঠ তোলেন। তিনি সেই বার্তা গ্রহণে বিফল হন যা সম্পূর্ণ রূপে তার হতাশা ব্যাখ্যা করতে পারতো, এবং অতীতের ওপরে এক আলোক ও গৌরবপাত করতে পারতো, যা তার (য়প্রাপ্ত কর্ম(মতা পুন(দ্ধার করতে পারতো, তার আশা উজ্জ্বল করে দিতে পারতো, ও তাকে ঈ(্বরকে গৌরাবান্বিত করতে চালিত করতে পারতো। কিন্তু ঐ(্বরিক বিজ্ঞতার পরিবর্তে তিনি মানব বিজ্ঞতায় আনত হন। আর তার প্রভুর উদ্দেশে কঠিন শ্রমে, এবং বয়সের দ্বারা দুর্বল হয়ে গিয়ে, তিনি তাদের মত তেমন জবাবদিহি ছিলেন না যারা তাকে সত্য থেকে ধরে রেখেছিল। তারাই দায়ি, আর তাদের ওপরেই পাপ স্থায়ী হয়। উইলিয়াম মিলার যদি তৃতীয় দূতের বার্তার আলোক দেখতে পেতেন, অনেক বিষয় যা তার কাছে আবছা ও রহস্যময় দেখায় ব্যাখ্যা পেতে পারতো। তার ভ্রাতৃগণ তার প্রতি এতই গভীর প্রেম ও মনোযোগ প্রকাশ্যে দেখায়, তিনি ভাবেন, তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারতেন না। তার হৃদয় সত্যের পানে ঝুঁকবে(কিন্তু তখন তিনি তার ভ্রাতৃগণের পানে তাকান। তারা তা বিরোধ করে। তিনি কি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন যারা যীশুর আগমন ঘোষণা করতে তার সঙ্গে পাশাপাশি ছিল? তিনি ভাবেন তারা নিশ্চয়ই তাকে বিপথে চালিত করবে না।

শয়তানের (মতার অধীনে ঈ(্বর তাকে আসতে দেন, ও মৃত্যুকে তার ওপরে আধিপত্য রাখতেও তিনি দেন। তিনি তাকে কবরে লুকোন, তাদের কাছ থেকে দূরে যারা তাকে সদাই ঈ(্বরের কাছ থেকে টেনে নিয়ে যায়। মোশি ভুল করেন যেমন তিনি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে উদ্যত ছিলেন। তেমনি করেই আমি দেখি যে উইলিয়াম মিলার, সত্যের বি(দ্ধে তার প্রভাব যেতে দিতে দিয়ে ভুল করেন যেমন তিনি শ্রীঘই স্বর্গীয় কনানে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। অন্যেরা তাকে এতে চালিত করে। অন্যদেরকে এর জন্যে দায়ী হতে হবে। কিন্তু ঈ(্বরের এই দাসের বহুমূল্য কবর পাহারা দেন, আর তিনি শেষ তূরীর ধ্বনিতে বের হয়ে আসবেন।

যাত্রাপুস্তক ২০ঃ১-১৭(৩১ঃ১৮(১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬(প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ৯-১২ দেখুন।

২৯শ অধ্যায়

এক দৃঢ় মঞ্চ

আমি একটি দল দেখি যা সুর(ত ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, ও তাদের উদ্দেশে কোনোই নৈতিক সমর্থন দেবে না যারা দলের প্রতিষ্ঠিত বি(াস বিশৃঙ্খল করবে। তাদের ওপরে ঈ(রের অনুমোদন নিয়ে তাকান। আমাকে তিনটি ধাপ (পদ(প) দেখানো হয় — এক, দুই ও তিন — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দূতের বার্তা। দূত বলেন, হায় সে ব্যক্তি(যে এই বার্তাসমূহে একটি চাঁই সরাবে, কিম্বা গোঁজ নড়াবে। এই বার্তাসমূহের যথাযথ জ্ঞান অপরিহার্য গু(ত্বের।প্রাণীসমূহের নিয়তি সেই রীতির ওপরে ঝুলছে যেমন ভাবে তা গ্রহণ করা হয়। আমাকে আবার এই বার্তাসমূহের মধ্য দিয়ে আনা হয় ও দেখি কিভাবে ঈ(রের লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। তা অত্যধিক পরিমাণ দুঃখভোগ ও ভীষণ সংঘর্ষের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। ধাপে ধাপে ঈ(র তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, যাবৎ না তিনি তাদেরকে এক দৃঢ়, অনড়, মঞ্চের ওপরে স্থাপন করেছিলেন। তখন আমি দেখি ব্যক্তি(বিশেষদের যেমন তারা মঞ্চের কাছে এগিয়ে যায়, তার ওপরে পদ(প করার পূর্বে ভিত্তি পরী(া করে। কেউ কেউ আনন্দ সহকারে অবিলম্বে তার ওপরে পা রাখে। অন্যেরা মঞ্চের ভিত্তি স্থাপন নিয়ে ভুল খুঁজে পাওয়া আরম্ভ করে। তারা চায় উন্নতি যেন করা হয়, আর তাহলে মঞ্চটি আরো সিদ্ধ হবে, আর লোকেরা অধিক পরিমাণে আরো সুখী হবে। অনেকে মঞ্চ থেকে বাইরে পদ(প করে ও তা পরী(া করে, তখন তাকে নিয়ে ভুল পায়, বলে তা ভুলভাবে স্থাপিত হয়। আমি দেখি যে প্রায় সকলেই দৃঢ়ভাবে মঞ্চের ওপরে দাঁড়ায় ও যারা বাইরে পা রেখেছে তাদেরকে তাদের অভিযোগ থামাতে উপদেশ দেয়, কারণ ঈ(র ছিলেন সুনিপুণ নির্মাতা, আর তারা তাঁরই বি(দ্ধে লড়ছিল। তারা ঈ(রের সেই অদ্ভুত কার্য বর্ণনা করে যা তাদেরকে দৃঢ় মঞ্চের পানে চালিত করেছিল, আর একত্রে প্রায় সবাই স্বর্গের পানে তাদের দৃষ্টি তোলে, ও এক উচ্চৈঃস্বরে ঈ(রের গৌরব করে। এটা তাদের কেউ কেউকে প্রভাবিত করে যারা অভিযোগ করেছিল, ও মঞ্চ ত্যাগ করে, আর আবার তারা বিনম্র দৃষ্টি নিয়ে তার ওপরে পা রাখে।

আমাকে ফিরে খৃষ্টের প্রথম আগমনের ঘোষণার দিকে নির্দেশিত করা হয়। যীশুর আগমনের পথ প্রস্তুত করতে এলিয়ের আত্মার ও (মতায় যোহনকে প্রেরণ করা হয়। যারা যোহনের সা(্য প্রত্যাখ্যান করে খৃষ্টের শি(ার দ্বারা উপকৃত হয় নি। তাঁর প্রথম আগমনের ঘোষণার প্রতি তাদের বিরোধিতার তাদেরকে স্থাপন করে যেখানে তাঁর মশীহ হবার প্রবলতম প্রমাণ তারা ইচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করতে পারতো না। শয়তান তাদেরকে চালাতে থাকে যারা যোহনের বার্তা প্রত্যাখ্যান করে, আরো অধিক পরিমাণে অগ্রসর হতে, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে ও তাঁকে ক্রু(শে দিতে। এটা করায় আপনাদেরকে তারা স্থাপন করে এমন স্থানে যেখানে তারা পঞ্চাশত্তমীর দিনে ওপরে সেই আর্শীবাদ গ্রহণ করতে পারতো না, যা তাদেরকে স্বর্গীয় ধর্মধামের মধ্যে পথ শেখাতে পারতো। মন্দিরের তিরস্করিনী ছিঁড়ে যাওয়া দেখায় যে যিহূদী বলিদানাদি ও বিধিসমূহ আর গ্রাহ্য হবে না। মহা বলিদান প্রদত্ত হয়েছিল, ও গ্রাহ্য হয়েছিল, আর পবিত্র আত্মা যা পঞ্চাশত্তমীর দিনে অবতরণ করে শিষ্যদের মনকে পার্থিব ধর্মধাম থেকে স্বর্গীয়টির পানে নিয়ে যায়, যেখানে তাঁর আপন রক্ত(ের দ্বারা যীশু প্রবেশ করেছিলেন, এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তের লাভসমূহ তাঁর শিষ্যদের ওপরে পাতিত করেছিলেন। যিহূদীরা সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনা ও সম্পূর্ণ অজ্ঞতায় পরিত্যক্ত(হয়। পরিত্রাণ পরিকল্পনার ওপরে যে আলোক তাদের থাকতে পারতো তারা তার সবটুকু হারায়, আর তখনো তাদের অকেজো বলিদান ও নৈবেদ্যসমূহে আস্থা রাখে। পবিত্র স্থানে খৃষ্টের মধ্যস্থতার দ্বারা তারা লাভবান হতে পারতো না। স্বর্গীয় ধর্মধাম পার্থিবটির স্থান নিয়েছিল, তবুও স্বর্গীয় ধর্মধামের প্রতি পথের বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না।

যীশুকে প্রত্যাখ্যান করায় ও তাঁকে ক্রু(শে দেয়ায় যিহুদীদের কার্যধারার প্রতি অনেকে অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে দেখে। আর যেমন তারা তাঁর লজ্জাষ্কর দুর্ব্যবহারের বিষয়ে ইতিহাস পাঠ করে, তারা মনে করে তারা খৃষ্টকে ভালবাসে, এবং পিতরের মতন তাঁকে অস্বীকার করতো না, বা যিহূদীদের মতন তাঁকে ক্রু(শে দিত না। কিন্তু ঈ(র যিনি তাঁর পুত্রের প্রতি তাদের প্রকাশ্যে ঘোষিত সহানুভূতি প্রত্য(্য করেছেন, তাদেরকে পরী(ত করেছেন ও সেই ভালবাসাকে পরখে এনেছেন যা তারা যীশুর জন্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে।

সমগ্র স্বর্গ গভীরতম মনোযোগের সঙ্গে বার্তাটির অভ্যর্থনা-সমাদর ল(্য করে। কিন্তু অনেকে যারা যীশুকে ভালোবাসে বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করে, আর যারা অশ্রুপাত করে যেমন তারা ক্রু(শের গল্প পাঠ করে, আনন্দের সঙ্গে বার্তাটি গ্রহণ করার পরিবর্তে, ক্রে(াধে উত্তেজিত হয়, ও যীশুর আগমনের শুভ সমাচার পরিহাস করে, ও তা প্রবঞ্চনা (বিভ্রান্তি) বলে বিবৃত করে। তারা তাদের সঙ্গে সহভাগীতা রাখে না যারা তাঁর আবির্ভাব ভালবাসে, কিন্তু তাদেরকে ঘৃণা করে ও তাদেরকে মন্ডলীসমূহ থেকে বহির্ভূত করে। যারা প্রথম বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয়টির দ্বারা লাভবান হতে পারতো না, ও সেই মধ্যরাত্রির ঘোষণার দ্বারা লাভান্বিত হয় না, যা তাদেরকে স্বর্গীয় ধর্মধামের মহাপবিত্র স্থানের ভেতরে বি(াসের দ্বারা যীশুর সঙ্গে প্রবেশ করতে তাদেরকে প্রস্তুত করবে। আর দুটি পূর্বের বার্তা প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা, তৃতীয় দূতের বার্তায় তারা কোনো আলোক দেখতে পায় না, যা মহাপবিত্র স্থানের ভেতরে পথ দেখায়। আমি দেখি যে নামমাত্র মন্ডলীগুলি, যেমন যিহূদীরা যীশুকে ক্রু(শে দেয়, এই বার্তাসমূহকে ক্রু(শে দিয়েছিল, আর তাই স্বর্গে করা চালের (কৌশলের), বা মহাপবিত্র স্থানের মধ্যে পথের বিষয়ে ও তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, সেখানে যীশুর মধ্যস্থতার দ্বারা তারা লাভ প্রাপ্ত হতে পারে না। যিহূদীদের মতন, যারা তাদের অর্থহীন বলিদানাদি প্রদান করে, তারা সেই কে(তাদের অকেজো প্রার্থনাসমূহ উৎসর্গ করে যা যীশু ত্যাগ করেছেন, আর শয়তান, খৃষ্টের প্রকাশ্যে স্বীকৃত অনুগামীদের প্রবঞ্চনা নিয়ে প্রীত হয়ে, তার ফাঁদে তাদেরকে জড়ায়, ও এক ধর্মীয় চরিত্র ধারণের ভান করে, ও এইসব স্বীকৃত খৃষ্টানদের মনকে আপনার দিকে চালিত করে,

ও তার (মতা, তার চিহ্(কার্য ও বিস্ময়গুলির দ্বারা কাজ করে। কেউকে সে এক উপায়ে প্রতারিত করে, আর কেউকে অন্য উপায়ে। বিভিন্ন মনকে প্রভাবিত করতে তার বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রস্তুত আছে। আতঙ্কে কেউ একটি প্রতারণার দিকে তাকায়, যখন তারা ইচ্ছাপূর্বক অন্যটি গ্রহণ করে। কেউ কেউকে শয়তান প্রেতত্বের দ্বারা প্রতারিত করে। সে এক আলোকের দূতের ন্যায় আসে, ও দেশের ওপরে তার প্রভাব ছড়ায়। সর্বত্র আমি ভ্রান্ত ধর্মাসংস্কার দেখি। মন্ডলীসমূহকে গর্বিত (উৎফুল্ল) করা হয়, ও বিবেচনা করে যে ঈ(র তাদের জন্যে আশ্চর্যের সঙ্গে কাজ করছিলেন, যখন তা ছিল অন্য আত্মা। তা ধ্বংস হয়ে যাবে, ও মন্ডলীকে পূর্ব্বের চেয়ে নিকৃষ্টতর অবস্থায় ছেড়ে যাবে।

আমি দেখি যে নামীয় এভ্ভেন্টিষ্টদের মাঝে ঈ(রের অকপট সন্তানেরা ছিল, আর এই মন্ডলীসমূহ থেকে তখনো ধর্মপরিচারকগণ ও লোকেরা আহূত হবে, আঘাতসমূহ ঢালার পূর্বে, আর তারা সানন্দে আগ্রহের সঙ্গে সত্য গ্রহণ করবে। শয়তান এটা জানে, এবং তৃতীয় দূতের উচ্চ ঘোষণার পূর্বে এই ধর্মীয় দলগুলিতে এক উত্তেজনা ওঠায়, যাতে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা মনে করে ঈ(র তাদের সঙ্গে আছেন। সৎলোকদেরকে সে প্রবঞ্চনা করার আশা করে ও তাদেরকে মনে করতে চালিত করে যে ঈ(র তখনো মন্ডলীসমূহের জন্যে কাজ করছেন। কিন্তু আলোক প্রকাশিত হবে, এবং সৎব্যক্তি(দের প্রত্যেকে পতিত মন্ডলীসমূহ ত্যাগ করবে, ও অবশিষ্টদের সঙ্গে তাদের অবস্থান নেবে।

মথি ৩ অধ্যায়(প্রেরিত ২ অধ্যায়(২ করিন্থীয় ১১ঃ১৪(
২ থিষলনীকীয় ২ঃ৯-১২(প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ৬-১২ দেখুন।

৩০শ অধ্যায়

প্রেততত্ত্ব

আমি 'র‍্যাপ' এর (ঠোক্কর মারার) বিভ্রান্তি দেখি। এরূপ তাৎপর্য করে আমাদের সা(াতে সেই অপচ্ছায়ার (মূর্তির) সেই সাদৃশ্যগুলি আনার (মতা শয়তানের আছে যারা নাকি আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যারা এ(ণে যীশুতে নিদ্রাগত। এরূপ বোধ করানো হবে যেন তাহা হাজির ছিল, সেই সব কথা যা তারা ব্যক্ত(করে যখন ধরায় ছিল, যার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা বলা হবে, আর যে কণ্ঠস্বর তাদের ছিল যখন তারা জীবিত ছিল ঠিক তা-ই কর্ণে পতিত হবে। এর সব কিছু হচ্ছে জগৎকে প্রতারণা করতে, ও তাদেরকে এই প্রতারণাটিতে ফাঁসাতে।

আমি দেখি যে সেই সত্যের এক পূর্ণাঙ্গ বোধ ধার্মিকদের থাকতেই হবে, যা শাস্ত্রকলাপের থেকে তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে। মৃতগণের অবস্থা তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে(কারণ ভূতদের আত্মা তবুও আবির্ভূত হয়ে প্রিয় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে, যারা তাদের কাছে অ-শাস্ত্রীয় শি(াসমূহ বিবৃত করবে। সহানুভূতি উত্তেজিত করতে, ও তাদের সা(াতে আশ্চর্যকার্যসমূহ সাধন করে, তারা যা বিবৃত করে তা বহাল করতে, তাদের সাধ্যে সবকিছু তারা করবে। বাইবেলের সত্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকদেরকে এইসব আত্মাকে প্রতিরোধ করতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে, যে মৃতেরা কিছুই জানে না, ও যে তারা হচ্ছে ভূতরের আত্মা।

আমি দেখি যে আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি আমাদেরকে ভালভাবে আলোচনা-অনুসন্ধান করতে হবে, কারণ আমরা বিভ্রান্তি ছড়াতে দেখবো, আর তার সঙ্গে আমাদেরকে মুখোমুখি প্রতিযোগীতা করতে হবে। আর যদি না আমরা তার জন্যে প্রস্তুত না হই, আমরা ফেঁসে যাব ও পরাজিত হব। কিন্তু আমাদের সা(াতে যে সংঘর্ষ তার জন্যে আমাদের প(যা করার আমরা যদি তা করি, ঈশ্বর তাঁর ভূমিকা পালন করবেন, আর তাঁর সর্ব-শক্তি(মান বাহু আমাদেরকে র(া করবে। তিনি তার চেয়ে শ্রীঘ্র বিশ্বস্ত প্রাণীদের আশেপাশে বেড়া রচনা করতে মহিমা হতে প্রতিটি দূত প্রেরণ করবেন তারা যত শীঘ্র প্রতারিত হবে ও শয়তানের মিথ্যা অলৌকিক কার্যগুলির দ্বারা চালিত হবে। তিনি তার চেয়ে তাড়াতাড়ি বিশ্বস্ত প্রাণীদের আশেপাশে বেড়ারচনা করতে মহিমা হতে প্রতিটি দূতকে প্রেরণ করবেন।

আমি সেই বেগ (গতি) দেখি যদ্বারা বিভাস্তি ছড়াচ্ছিল। মটর গাড়ীর এক শ্রেণী আমাকে দেখানো হয় যা বিদ্যুতের বেগে যাচ্ছে। মনোযোগের সঙ্গে আমাকে তাকাতে দূত নির্দেশ দেন। আমি শ্রেণীটির ওপরে আমার স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করি। আমি দেখি যে সমগ্র জগৎ তাতে চড়া ছিল। তারপরে তিনি আমাকে দেখান নায়ককে (ব্যবস্থাপককে), যাকে এক জমকালো সুদর্শন ব্যক্তি(র ন্যায় দেখায়, যার ওপরে সকল যাত্রী নির্ভর করে ও শ্রদ্ধা করে। আমি হতবুদ্ধি হই ও আমার সঙ্গে থাকা দূতকে জিজ্ঞেস করি সে কে ছিল! তিনি বলেন, সে হচ্ছে শয়তান। এক আলোকের দূতরূপে সে-ই হচ্ছে ব্যবস্থাপক। জগৎকে সে বিমুগ্ধ করে নেয়। তাদেরকে প্রবল বিভ্রান্তিতে রাখা হয়, এক মিথ্যে বিশ্বাস করতে যে তারা নরকভোগের দন্ড পেতে পারে। তার প্রতিনিধি, তার পরে পর্যায়ে সর্বোচ্চ, হচ্ছে যন্ত্রচালক, ও তার প্রতিনিধিদের অন্যান্যরা, বিভিন্ন পদে (কর্তব্যে) নিযুক্ত(যেমনটি তাদেরকে তার দরকার, আর তারা সবাই বিদ্যুৎ বেগে সম্পূর্ণ মৃত্যুতে (চিরমৃত্যুতে) যাচ্ছে। আমি দূতকে জিজ্ঞেস করি কেউ বাকী ছিল কি না। তিনি আমাকে বিপরীত দিকে তাকাতে নির্দেশ দেন, আর আমি দেখি এক (দ্র দল এক সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথে যাত্রা করছে। সবাইকে একত্রিত, ও সত্যের দ্বারা একত্রে নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ বলে মনে হয়।

এই ছোট্ট দলটিকে চিন্তাক্লিষ্ট (উদ্বেগপূর্ণ) দেখায়, যেন তারা ভীষণ দুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষাদির মধ্য দিয়ে পার হয়েছিল। আর এটা মনে হয় যেন মেঘের পেছনে থেকে এইমাত্র সূর্যের আগমন হয়েছিল ও তাদের মুখমন্ডলে প্রকাশিত হয়, ও তাদেরকে সফলকাম দেখানো ঘটায়, যেন তাদের সাফল্য প্রায় লাভ হয়েছিল।

আমি দেখি যে ফাঁদটি আবিষ্কার করতে জগৎকে প্রভু সুযোগ দিয়েছিলেন। খৃষ্টানদের প(এই বিষয়টি যথেষ্ট প্রমাণ ছিল যদি আর অন্য প্রমাণ না থাকে। মহামূল্যের ও নীচ-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না।

থমাস পেইন, যার দেহ ধূলিতে ধীরে ধীরে (য়প্রাপ্ত হয়েছে, আর ১০০০ বছরের শেষেতে যাকে ডেকে আনা হবে, দ্বিতীয় পুন(ত্থানেতে তার পুরস্কার গ্রহণ করতে ও দ্বিতীয় মৃত্যু ভোগ করতে, তাকে শয়তানের দ্বারা বোধ করানো (বুঝানো) হয় স্বর্গে আছে বলে, আর সেখানে নাকি সম্ভ্রান্তভাবে সম্মানিত। শয়তান তাকে মর্তে ব্যবহার করে যত(ণ সে পারে। আর এ(ণে সে সেই থমাস পেইনকে রাখবার (পাবার) মিথ্যে দাবিগুলির মাধ্যমে এই কার্য চালিয়ে যাচ্ছে যে সে এমন প্রশংসিত ও সম্মানিত(আর যেমন সে মর্তে শেখায়, শয়তান এটা বোধ করাচ্ছে যে সে স্বর্গে শেখাচ্ছে। আর পৃথিবীতে কেউ কেউ যারা তার জীবন ও মৃত্যুর পানে, ও যখন সে জীবিত ছিল তার নীতিহীন শি(াসমূহের পানে ভীষণ ঘৃণা ও ভয়ের সাথে তাকিয়েছে, এ(ণে তার দ্বারা শি(াপ্রাপ্ত হতে সমর্পিত হচ্ছে, যে মনুষ্যদের সবচেয়ে নীচ ও নীতিহীনদের একজন ছিল(এমন একজন যে ঈশ্বর ও তাঁর ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করে।

সে যে হচ্ছে গিয়ে মিথ্যার আদিপিতা, প্রেরিতদের হয়ে কথা বলতে তার দূতগণকে প্রেরণ করার দ্বারা জগৎকে বিচার-বুদ্ধিহীন ও প্রতারিত করে ও এটা বোধ করায় যে পৃথিবীর ওপরে থাকাকালে তারা যা লেখেন, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা আদিষ্ট হয়, তা তারা প্রতিবাদ করেন। এই জীবন্ত দূতেরা প্রোতিতগণকে তাদের নিজ নিজ শি(া নীতিহীন করায় ও সেগুলিকে বিকৃত বলে বিবৃত করায়। তা করে সে ভান করা খৃষ্টানদেরকে, যাদের বাঁচবার জন্যে এক নাম আছে কিন্তু মৃত, আর সমগ্র জগৎকে ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে অনিশ্চয়তায় নি(প করে(কারণ তা সরাসরি তার পদচিহ্নে(র ভেতর দিয়ে যায়, ও সম্ভবতঃ তার পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করবে। তাই সে তাদেরকে বাইবেলের ঐশ্বরিক ব্যুৎপত্তি (মূল) সন্দেহ করায়, আর তখন সংশয়বাদী থমাস পেইনকে স্থাপন করে, যেন সে স্বর্গে অভ্যর্থিত হয় যখন সে মারা যায়, আর সেই পবিত্র প্রেরিতদের সঙ্গে পৃথিবীতে যাদেরকে সে ঘৃণা করে, মিলিত হয়, জগৎকে শি(া দিচ্ছে বলে মনে হয়।

তার দূতগণের প্রত্যেকজনকে শয়তান তাদের ভূমিকা পালন করতে নির্দিষ্ট করে। তাদেরকে দ(, ধূর্ত ও শঠ হতে তাদের ওপরে আদেশ দেয়। কেউ কেউকে সে প্রেরিতগণের ভূমিকা পালন করতে ও তাদের হয়ে কথা বলতে, যখন অন্যদেরকে, সেই সংশয়বাদী ও দুষ্টলোকদের ভূমিকা নির্বাহ করতে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরকে শাপান্ত করে মরে, কিন্তু এ(ণে খুবই ধর্মপ্রাণ বলে মনে হয়। পবিত্র প্রেরিতগণের ও নীচতম সংশয়বাদীর মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখা হয় না। তাদের উভয়কে একই বিষয় শি(া দেওয়ানো হয়। এটা কিছু ব্যাপার নয় কাকে শয়তান কথা বলায়, শুধু যদি তার অভিপ্রায় সম্পাদিত হয়। পৃথিবীর ওপরে পেইনের সঙ্গে সে এতই অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত(থাকেও এমনভাবে তাকে সাহায্য করে যে, ঠিক কোন কথাগুলি সে ব্যবহার করে ও তার অনুগত সন্তানদের একজন, যে বিশ্বস্তভাবে তার সেবা করে, ও এমন ভালভাবে তারা উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করে ঠিক তারই হাথে লেখা জানা তার প(এক সহজ ব্যাপার। শয়তান তার রচনাসমূহের অনেকটাই আদেশ করে, আর এ(ণে তার দূতগণের মাধ্যমে মত-ভাবপ্রবণতার যোগান দেয়া, ও তা সেই থমাস পেইনের মাধ্যমে আসছে বলে মনে করানো এক সহজ ব্যাপার, যে তার অনুগত দাস ছিল যখন জীবিত ছিল। অন্ততঃ এটা হচ্ছে শয়তানের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই সব শি(া প্রেরিতগণ ও ধার্মিকগণ ও দুষ্টগণের থেকে বলে বোধ করানো হয় যারা মরেছে, সরাসরি তার পৈশাচিক মহিমা থেকে আসে।

এটা শয়তানের সকল দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় কার্যগুলির প্রতি প্রত্যেক মানস থেকে পর্দা অপসারণ ও আবিষ্কারের গানে যথেষ্ট হওয়া উচিত(— যে সে এমন একজনকে পেয়েছে যাকে সে এত ভালবাসে, আর যে এত সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে, পবিত্র প্রেরিতগণ ও মহিমায় দূতগণ সহ ঘৃণা করে(কার্যতঃ জগতের ও সংশয়বাদিদের উদ্দেশে বলছে, তুমি কেমন দুষ্ট তা কোনো ব্যাপার নয়(কোনো ব্যাপারই নয় তুমি ঈশ্বরে বা বাইবেলে বিশ্বাস কর, কি অবিশ্বাস কর(যেমন খুশী জীবনযাপন কর, স্বর্গ হচ্ছে তোমার আবাস(— কারণ প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে যদি থমাস পেইন স্বর্গে থাকে, ও এমন প্রশংসিত থাকে, নিশ্চয়ই তারা সেখানে হবে। এটা এমনই ডাহা (স্পষ্ট) যে তারা চাইলে সকলেই দেখতে পারে। থমাস পেইনের মতন ব্যক্তি(বিশেষের মাধ্যমে তার পতনের পর থেকে সে যা করে এসেছে শয়তান এ(ণে তাই করেছে। সে তার (মতা ও মিথ্যা আশ্চর্য আশ্চর্য বস্তু, ব্যাপার বা ঘটনার মাধ্যমে, খৃষ্টানদের প্রত্যাশার ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ করছে, ও সূর্য নিবিয়ে দিচ্ছে যা স্বর্গের পানে সঙ্কীর্ণ পথে তাদেরকে দীপ্তি দেবে। সে জগৎকে বিশ্বাস করাচ্ছে যে বাইবেল কোনো অপ্রত্যাদিষ্ট গল্প-বইয়ের চেয়ে আদৌ উৎকৃষ্টতর নয়, যখন তার স্থান নিতে, কোনো কিছু অধিকারে রাখে(যথা **অশরীরী প্রদর্শনসমূহ!**

এখানে রয়েছে একটি গমনাগমনের প্রণালী যা সম্পূর্ণভাবে তার নিজের প্রতি অনুগত, তার নিয়ন্ত্রণে, আর সে যেমনটি চায় জগৎকে বিশ্বাস করাতে পারে। যে পুস্তকখানি তাকে ও তার অনুগামীদেরকে বিচার করবে, ঠিক যেখানে সে চায়, আংশিক অন্ধকারে (অজ্ঞতায়) পেছনে রাখছে। জগতের ত্রাণকর্তাকে সে একজন সাধারণ ব্যক্তি(র চেয়ে অধিক কিছু বলে প্রস্তুত করে না(আর যেমন রোমীয় চৌকি যা যীশুর কবরকে পাহারা দেয়, সেই মিথ্যে জ্ঞাপন ছড়ায় যা প্রধান পুরোহিতেরা ও প্রাচীনবর্গ তাদের মুখে রাখে, তেমনি করে ঐ ভান করা অশরীরী প্রদর্শনগুলির বিভ্রান্ত অনুগামীরা, পুনরাবৃত্তি করবে, ও এটা বোধ করাবার চেষ্টা করবে, যে ত্রাণকর্তার জন্ম, মৃত্যু ও পুন(থানে কিছুই অলৌকিক নেই(আর তারা বাইবেল সহ যীশুকে সেই প্রায়ান্ধকারে রাখে, যেখানে তিনি থাকেন বলে তারা চায়, তার তখন তারা জগৎকে তাদের পানে ও তাদের সেই অদ্ভুত অদ্ভুত কর্মের পানে নজর ফেরানো করায়, যা তারা বিবৃত করে খৃষ্টের কার্যগুলিকে অধিক পরিমাণে ছাড়িয়ে যায়। এভাবে জগৎকে ফাঁদে ফেলা হয়, ও নিরাপত্তায় ঘুম পাড়ানো হয়(তাদের ভয়ানক প্রতারণা খুঁজে বের না করতে, যাবৎ না সাত অন্তিম আঘাত ঢালা হয়। শয়তান হাসে যেমন সে দেখে তার পরিকল্পনা এত ভালভাবে সফল হতে, ও সমগ্র জগৎকে তার ফাঁদে রয়েছে।

উপদেশক ৯ঃ৫(যোহন ১১ঃ১-৪৫(২ থিষলনীকীয় ২ঃ৯-১২(প্রকাশিত বাক্য ১৩ঃ৩-১৪ দেখুন।

৩১শ অধ্যায়

লোভ

আমি দেখি শয়তান ও তার দূতেরা পরামর্শ করছে। তার দূতগণকে সে যেতে ও বিশেষভাবে তাদের জন্যে তাদের ফাঁদগুলি পাততে আদেশ দেয় যারা খৃষ্টের দ্বিতীয় আর্বিভাবের প্রতী(া করছিল, ও যারা ঈ(রের সকল আজ্ঞা পালন করছিল। শয়তান তার দূতগণকে বলে যে মন্ডলীগুলি সর্বতোভাবে ঘুমন্ত। সে তার (মতা ও মিথ্যা আশ্চর্যকার্যগুলি বৃদ্ধি করবে, আর সে তাদের ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু বিশ্রামদিন পালনকারী সম্প্রাদায়কে আমরা ঘৃণা করি। তারা অবিরত আমাদের বি(দ্ধে কাজ করছে, ও আমাদের কাছ থেকে আমাদের প্রজাগণকে নিয়ে নিচ্ছে, যারা ঈ(রের ব্যবস্থা ঘৃণা করে।

যাও, স্থাবর-সম্পত্তি ও টাকা-কড়ির মালিকদেরকে উদ্বেগাদির দ্বারা মাতাল কর। যদি তোমরা তাদেরকে ঐসব বিষয়ের ওপরে তাদের অনুরাগসমূহ স্থাপন করাতে পার, এখনো আমরা তাদেরকে পাব। তার যা ইচ্ছে করে প্রকাশ্যে মান্যতা দিতে পারে, শুধু তাদেরকে খৃষ্টের রাজ্যের সফলতার, কিম্বা যে সত্য আমরা ঘৃণা করি তা ছড়ানোর চেয়ে টাকা-কড়ির জন্যে অধিকতর উদ্বিগ্ন কর। তাদের সা(াতে জগৎকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় আলোকে উপস্থাপন কর, যাতে তারা তা ভালবাসে ও পূজো করে। যতদূর পারি সমস্ত উপায়গুলি আমাদের দলে রাখতে হবে। যত অধিকতর ভাবে তাদের সাধনসমূহ থাকবে, আমাদের প্রজাগণকে নিয়ে নেবার দ্বারা তত অধিকতর ভাবে তারা আমাদের রাজ্যের অনিষ্ট করবে। যেমন তারা বিভিন্ন স্থানে সভা নির্দিষ্ট করে, তা হলে আমরা বিপদের মধ্যে হব। তখন খুবই সতর্ক হও। যতখানি পার সমস্ত প্রকার চিত্তবি(াভ ঘটাও। পরস্পরের প্রতি প্রেম নষ্ট কর। তাদের ধর্মপরিচারগণকে হতোৎসাহ ও নি(ৎসহে কর(কারণ আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। তাদের পানে প্রতিটি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি(সংগত ওজর তুলে ধর যাদের সাধনসমূহ রয়েছে, পাছে তারা বিতরণ করে। যদি পার অর্থের ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রণ কর, ও তাদের ধর্মপরিচারকদেরকে অভাবে ও দুর্দশায় ঠেলে দেও। এটা তাদের সাহস ও উদ্যেগ দুর্বল করবে। প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্যে লড়াই কর। লোভ ও পার্থিব আমোদ-আ(াদের প্রীতি তাদের চরিত্রের প্রভুত্বকারী বৈশিষ্ট কর। যত(ণ এইসব বৈশিষ্ট প্রভুত্ব করে, পরিত্রাণ ও অনুগ্রহ পেছনে দাঁড়ায়। তাদেরকে আকর্ষণ করতে তাদের চারিপাশে যা কিছু পার জড়ো কর, আর তারা নিশ্চিতভাবে আমাদের হবে। কেবল তাদের বিষয়েই আমরা নিশ্চিত নই, কিন্তু অপর লোকদেরকে স্বর্গের দিকে চালিত করতে তাদের ঘৃণাজনক প্রভাব অন্যদের প্রতি ব্যবহৃত হবে না। আর যারা দেবার চেষ্টা করবে, তাদের মাঝে এক অনিচ্ছুক মেজাজ রাখ, যাতে তা মিতব্যয়ীভাবে হয়।

আমি দেখি যে শয়তান সুষ্ঠুভাবে তার পরিকল্পনা চালায়। আর যেমন ঈ(রের সেবকেরা সভা-সমিতি নির্দিষ্ট করে, শয়তান ও তাদের দূতেরা তাদের কাজ-কারবার বুঝতে পারে, ও ঈ(রের কার্য প্রতিরোধ করতে ময়দানে ছিল, আর সে নিয়ত ঈ(রের লোকদের মনের মাঝে প্রস্তাব রাখছিল। কিছুকে সে এক দিকে চালিত করে, আর কিছুকে অন্যদিকে। সবর্দা ভ্রাতৃগণ ও ভগ্নিগণের মন্দ বৈশিষ্টগুলির সুযোগ নিয়ে, তাদের স্বাভাবিক প্রলুব্ধকরণগুলিকে উত্তেজিত ও জাগ্রত করছিল। তারা যদি স্বার্থপর ও লোভী হতে ইচ্ছুক (প্রবর্তিত) হয়, তাদের পাশে তার অবস্থান নিতে, শয়তান বড়ই প্রীত, আর তারপরে তার সমস্ত (মতা দিয়ে তাদের প্রলুব্ধতারী পাপগুলি প্রকাশ করতে তাদেরকে চালিত করার চেষ্টা করে। যদি ঈ(রের অনুগ্রহ ও সত্যের আলোক কিছু(ণের জন্যে এইসব লোভী, স্বার্থপর অনুভূতিগুলি দ্রবীভূত করে, ও তারা তাদের ওপরে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ না করে, যখন তারা এক র(াকারী প্রভাবের অধীন নয়, শয়তান ভিতরে উপনীত হয় ও প্রতিটি উদারচেতা, দয়ালু মূলমন্ত্র নষ্ট (শুষ্ক) করে, আর তারা মনে করে যে তাদেরকে অনেক পরিমাণে করতে হবে। তারা সৎকর্ম করনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও শয়তানের (মতা ও আশাহীন দুর্দশা থেকে তাদেরকে মুক্ত(করতে, তাদের জন্যে যীশুর কৃত মহা বলিদানের (উৎসর্গের) বিষয়ে সব কিছু ভুলে যায়।

শয়তান যিহূতার লোভী, স্বার্থপর মেজাজের বিশেষ সুযোগ নেয়, ও যীশুর উদ্দেশে মরিয়মের উৎসর্গ করা সুগন্ধিদ্রব্যের বি(দ্ধে বচসা করতে চালিত করে। এক মহা অপচয় বলে যিহূদা তার ওপরে দেখে(তা বিত্র(ী করা যেতো ও দরিদ্রদের উদ্দেশে দিতে পারা যেতো। সে দরিদ্রদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয় নি। কিন্তু যীশুর উদ্দেশে উদার নৈবেদ্য অপব্যয় বিবেচনা করে। তার প্রভুকে যিহূদা কয়েক টুকরো রৌপ্য মুদ্রার জন্যে বিত্র(ী করার মতন যথেষ্ট মূল্য দেয়। আর আমি দেখি যে তাদের মাঝে কেউ কেউ যিহূদার মতন ছিল যারা তাদের প্রভুর জন্যে প্রতী(া করে বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করে। তাদের ওপরে শয়তান তার নিয়ন্ত্রণ রেখেছে, তবে তারা তা জানে না। লোভের বা স্বার্থপরের কোনো এক পরমাণু ঈ(রের অনুমোদন করতে পারেন না। তিনি তা ঘৃণা করেন, আর তিনি তাদের প্রার্থণাসমূহ ও উপদেশাদি অবজ্ঞা করেন, যারা তা ধারণ করেন। যেমন শয়তান দেখে তার সময় সং(প্ত, তাদেরকে সে আরো আরো বেশী স্বার্থপর, আরো আরো বেশী লোভী হতে চালিত করে চলে, আর তারপরে উল্লসিত হয়, যেমন সে দেখে তারা আপনাদের মাঝে গুটানো , কৃপণ, নীচও স্বার্থপর। যদি তেমন লোকদের চোখ উন্মুক্ত(হতো, তারা দেখবে শয়তান পৈশাচিক সাফল্যে, তাদের ওপরে উল্লসিত হচ্ছে, ও তাদের মুর্খতায় হাসছে যারা তার প্রস্তাব-ইঙ্গিত গ্রহণ করছে, ও তার ফাঁদে প্রবেশ করছে। তখন সে ও তার দূতেরা সেই ব্যক্তি(বিশেষদের নীচ ও লোভী কার্যগুলি নেয়, আর যীশু ও পবিত্র দূতগণের কাছে পেশ করে, এবং নিন্দাপূর্ণভাবে বলে, এরা হচ্ছে খৃষ্টের অনুগামী! তারা রূপান্তরিত হবার উদ্দেশে প্রস্তুত হচ্ছে! শয়তান তাদের বিচ্যুতিপূর্ণ কার্যপ্রণালী সৃষ্টি করে, আর তারপরে সেগুলি বাইবেলের সঙ্গে, সেই পরিচ্ছেদগুলির সঙ্গে তুলনা করে যা স্পষ্টভাবে তেমন তেমন বিষয় ভর্ৎসনা করে। আর

তারপরে স্বর্গীয় দূতগণকে উত্যক্ত(করতে তা এই বলে, পেশ করে, এরা খৃষ্ট ও তাঁর বাক্য অনুসরণ করছে! এরা হচ্ছে খৃষ্টের বলিদান ও মুক্তি(র দল! দৃশ্যটি থেকে দূতগণ অত্যন্ত ঘৃণায় মুখ ফেরান। তাঁর লোকদের প(থেকে ঈশ্বরের এক অবিরত কার্যকরণ দাবি করেন, আর যখন তারা সৎকর্ম-করণে ও দয়ালু কার্যকরণে ক্লান্ত হয়, তিনি তাদের সম্বন্ধে বিরক্ত(হন। আমি দেখি যে তাঁর সেই স্বীকৃত লোকদের তরফে স্বার্থপরতার সামান্যতম প্রকাশ নিয়ে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যাদের জন্যে যীশু তাঁর অমূল্য জীবন অব্যহতি দেন নি (বাঁচান নি)। প্রতিটি স্বার্থপর, লোভী ব্যক্তি(বিশেষ পথে বিবাদ করবে (পতিত হবে) । যিহূদার মতন, যে তার প্রভুকে বিক্রী করে, তারা পৃথিবীর লাভের সামান্য কিছুর জন্যে উত্তম উত্তম মূলনীতি, ও এক উদারচেতা, দয়ালু মেজাজ বিক্রী করবে। তেমন সবাই ঈশ্বরের লোকদের মধ্য থেকে ঝেড়ে (চেলে) ফেলা হবে। যারা স্বর্গ চায়, তারা, অবশ্যই ধারণ করা তাদের প্রতিটি কর্মশক্তি((উদ্যম) দিয়ে, স্বর্গের মূলনীতিসমূহ উৎসাহিত করবে। স্বার্থপরতা নিয়ে তাদের আত্মাসমূহ শুষ্ক হয়ে যাবার পরিবর্তে, তাদেরকে বদান্যতার দ্বারা প্রসারিত হতে হবে, এবং পরস্পরের প্রতি সৎকর্ম করার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে, এবং স্বর্গের নীতিসমূহের ভেতরে আরো আরো অধিকতরভাবে বৃদ্ধি পেতে ও বর্দ্ধিত হতে হবে। যীশুকে আমার কাছে এক সিদ্ধ নমুনা (আদর্শ) রূপে ধারণ করা হয়। তাঁর জীবন ছিল স্বার্থপর হিত ছাড়া, ও নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষায় দ্বারা চিহ্নি(ত ছিল।

মার্ক ১৪ঃ৩-১১(লূক ১২ঃ১৫-৪০(
কলসীয় ৩ঃ৫-১৬(১ যোহন ২ঃ১৫-১৭ দেখুন।

৩২শ অধ্যায়

বিচলিত হওন

আমি দেখি কেউ কেউ দৃঢ় বি(্বাস ও অত্যধিক যন্ত্রনাপূর্ণ অনুযোগসমূহ (ঘোষণাগুলি) নিয়ে, ঈ(্বরের সঙ্গে প(-সমর্থণে বাদানুবাদ করছে। তাদের মুখমন্ডল পান্ডুর, এবং গভীর উদ্বেগের দ্বারা চিহ্নি(ত ছিল, যা তাদের অভ্যন্তরীণ অত্যন্ত উদ্যাম (বিবাদ-যুদ্ধ) ব্যক্ত(করে। তাদের চেহারায় দৃঢ়তা ও মহা অকপটতা ছিল, যখন তাদের কপালে ঘামের বড় বড় ফোটা ওঠে, ও পড়ে। মাঝে মাঝে তাদের মুখমন্ডল ঈ(্বরের অনুমোদনের চিহ্(গুলি নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, আর আবার সেই একই আগ্রহান্বিত উদ্বিগ্ন ভাব তাদের ওপরে বিরাজ করে।

তাদের দৃষ্টিপথ থেকে যীশুকে বহির্ভূত করতে মন্দ দূতেরা তাদের চারিদিকে জড়ো হয়ে, তাদের ওপরে তাদের অন্ধকার চালায়, যাতে সেই অন্ধকারের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে যা তাদেরকে বেষ্টন করে, ও তারা ঈ(্বরে অবি(্বাস করে, ও পরে তাঁর বি(দ্ধে বচসা করে। তাদের একমাত্র নিরাপত্তা ছিল ঊর্দ্ধদিকে তাদের দৃষ্টি রাখায়। দূতগণ ঈ(্বরের লোকদের ওপরে তত্বাবধান রাখছিলেন, আর যেমন এই উদ্বিগ্ন লোকদের ওপরে এই মন্দ দূতগণের থেকে বিষাক্ত(বায়ুমন্ডল তাদের চারিদিকে চালিত করা হচ্ছিল, দূতেরা, তাদের ওপরে যাদের কার্যভার ছিল, তাদের ওপরে যে ঘন অন্ধকার বেষ্টন করে তা নানাদিকে তাড়িয়ে দিতে তাদের ওপরে তাদের প(সমূহ মৃদুভাবে সঞ্চালিত করছিলেন।

কেউ কেউ, আমি দেখি, ফলপ্রাপ্তির প্রাণপণ চেষ্টা করার ও প(-সমর্থনে বাদানুবাদ করার এই কার্যে অংশগ্রহণ করে নি। তাদেরকে উদাসীন ও অমনোযোগী মনে হয়। তাদের চারিদিকের অন্ধকারকে তারা প্রতিরোধ করছিল না, আর এক ঘন মেঘের ন্যায় তা তাদেরকে (দ্ধ করে। ঈ(্বরের দূতগণ তাদেরকে ছেড়ে যান ও সেই অকপট, প্রার্থনাকারী লোকদের সাহায্যার্থে যান। আমি দেখি ঈ(্বরের দূতগণ তাদের সকলের সাহায্যে ত্বরা করেন যারা ঐ মন্দ দূতগনকে প্রতিরোধ করতে তাদের সমস্ত কর্মশক্তি(দিয়ে চেষ্টা করছিল, এবং অধ্যাবসায় নিয়ে ঈ(্বরের কাছে প্রার্থনা করে আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিল। তবে দূতগণ তাদেরকে ছেড়ে যান যারা নিজেদের সাহায্য করতে কোনো প্রয়াস নেয়নি। আর আমি তাদের আর দেখতে পাই না।

যেমন এই নিবেদনকারীগণ তাদের অকপট ত্র(ন্দন চালিয়ে যায়, কখনো কখনো যীশুর কাছ থেকে এক আলোকের র(্মি তাদের পানে আসে, ও তাদের হৃদয়ে উৎসাহ দেয়, ও তাদের মুখমন্ডল উদ্ভাসিত করে।

যে বিচলিত হওন আমি দেখেছিলাম তার তাৎপর্য আমি জানতে চাই। আমাকে দেখানো হয় যে এটা ঘটিত হবে লায়দিকেয়াস্থ মন্ডলীর প্রতি সত্য সা(ীর উপদেশ-পরামর্শের দ্বারা আহ্বান করা নায্য সা(্যর দ্বারা। সা(্য প্রাপ্তকারীর হৃদয়ে তা তার প্রভাব রাখবে, আর তা তাকে আদর্শ প্রশংসিত করতে এবং নায্য সত্য ঢালতে (নিঃসারিত করতে) চালিত করবে। এই নায্য সা(্য কেউ কেউ বহন করবে না। তারা তার বি(দ্ধে উঠবে, আর এটা ঈ(্বরের লোকদের মাঝে এক বিচলিত হওন ঘটাবে।

আমি দেখি যে নায্য সা(ীর সা(্য অর্দ্ধাংশ অবধান করা হয় নি। পবিত্র সা(্য যার ওপরে মন্ডলীসমূহের নিয়তি ঝুলছে, হাল্কাভাবে শ্রদ্ধা করা হয়, যদি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য না করা হয়ে থাকে। এই সা(্যকে অবশ্যই গভীর অনুতাপ সাধন করতে হবে, আর যারা তা যথার্থ রূপে গ্রহণ করবে তা পালন করবে ও পবিত্রীকৃত হবে।

দূত বলেন, তোমরা ইচ্ছে কর! শীঘ্রই আমি এক কণ্ঠ শুনতে পাই যা অনেক মধুর বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় শব্দ করে, সবগুলি সিদ্ধ গীতে, মিষ্টি ও সমতানে বাজছে। আমি যে কখনো কোনো সঙ্গীত শুনেছি তা তার চেয়ে অধিকতর ভাল ছিল। তা ক(ণা, সহানুভূতিতে বড়ই পূর্ণ ও উদারভাবাপন্ন, পবিত্র আনন্দ মনে হয়। তা আমার সমগ্র অস্তিত্ব ব্যাপী শিহরণ জাগায়। দূত বলেন, তোমরা তাকাও! আমার মনোযোগ তখন সেই দলের দিকে ফেরে যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম, যারা প্রবলভাবে বিচলিত ছিল। আমাকে তাদেরকে দেখানো হয় যাদেরকে পূর্বে আমি দেখেছিলাম রোদন করছে, ও আত্মার মনস্তাপ নিয়ে বিনতি করছে। আমি দেখি যে তাদের চারিদিকে তত্বাবধায়ক দূতেরা দ্বিগুণ হয় এবং তাদের মস্তক থেকে পদদ্বয় পর্যন্ত এক বর্মে তারা পরিহিত ছিল। তারা ঠিক পদ্ধতিতে অবস্থান পরিবর্তন করে, সৈন্যদের এক দলের ন্যায় দৃঢ়ভাবে। তাদের মুখমন্ডল সেই ভীষণ সংঘর্ষ ব্যক্ত(করে যা তারা সহ্য করেছিল, যে যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে তারা অতিত্র(ান্ত হয়েছিল। তথাপি তাদের মুখাবয়ব, ভয়ানক অভ্যন্তরীণ মনস্তাপের দ্বারা চিহ্নি(ত হয়ে এ(ণে স্বর্গের আলোক ও মহিমা নিয়ে উজ্জ্বল হয়। তারা এক বিজয় লাভ করে। তা তাদের কাছ থেকে এক গভীরতম কৃতজ্ঞতা ও পবিত্র, পুত আনন্দ জাগায়।

দলটির সংখ্যা কমে গিয়েছিল। কেউ কেউ বিচালিত হয় ও পথে পরিত্যক্ত(হয়। অমনোযোগী ও উদাসীনেরা যারা তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি, যারা বিজয় ও পরিত্রানের জন্যে চেষ্টা করা, অধ্যবসায়ী হওয়া, ও তজ্জন্যে বাদানুবাদ করা যথেষ্ট মূল্যবান্ জ্ঞান করে, তারা তা প্রাপ্ত হয় নি, আর তারা পেছনে অন্ধকারে পরিত্যক্ত(হয়, আর তাদের সংখ্যা তখুনি অন্যদের দ্বারা পূরণ হয় যারা সত্য আকড়ে ধরে, ও

দলে আসে। তবুও মন্দ দূতেরা তাদের চারিপাশে ভীড় করে, কিন্তু তাদের ওপরে তারা কোনো (মতাই রাখতে পারে না।

বর্ম নিয়ে পরিহিতদেরকে আমি শুনি মহা (মতায় সত্যের কথা বলাবলি করে। তার প্রভাব পড়েছিল। আমি তাদেরকে দেখি যারা আবদ্ধ ছিল(কিছু পত্নীরা তাদের স্বামীদের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল, ও কিছু সন্তানেরা তাদের পিতামাতাদের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল। অকপটেরা যাদেরকে সত্য শোনা থেকে ধরে রাখা বা বাধা দেয়া হয়েছিল, এ(ণে বলা সত্যকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ধারণ করে। তাদের আত্মীয়-স্বজনের সমস্ত ভয় চলে যায়। শুধু সত্যই তাদের উদ্দেশে উন্নত করা হয়। তা জীবনের চেয়ে অধিকতর মহার্ঘ ও আরো বেশী মূল্যবান ছিল। তারা সত্যের জন্যে (ধিত ও তৃষ(ার্ত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি কিসে এই পরিবর্তন আসে। একজন দূত উত্তর দেন, তা হচ্ছে অন্তিম বর্ষা(প্রভুর কাছ থেকে সতেজকারক(তৃতীয় দূতের উচ্চশব্দবিশিষ্ট ঘোষণা।

ঐ মনোনীতদের সাথে মহা (মতা ছিল। দূত বলেন, তোমরা দেখ! আমার মনোযোগ দুষ্টদের বা অবি(াসীদের দিকে ফেরে। তারা ছিল একেবারে উত্তেজিত অবস্থায়। ঈ(রের লোকদের সাথে উদ্যোগ ও (মতা তাদেরকে জাগরিত ও ত্রু(দ্ধ করে। বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল প্রত্যেক দিকে। আমি দেখি এই দলের বি(দ্ধে উপযুক্ত(কর্মপন্থা (ব্যবস্থা) নেয়া হয়, যাদের ঈ(রের (মতা ও আলোক ছিল। অন্ধকার তাদের চারিদিকে ঘনীভূত হয়, তবুও তথায় ঈ(রের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে ও তাতে আস্থা রেখে তারা দাঁড়ায়। তাদেরকে আমি হতবুদ্ধি দেখতে পাই। পরে আমি তাদেরকে ঈ(রে পানে একাগ্রতার সঙ্গে ত্র(ন্দন করতে শুনি। দিন ও রাত ব্যাপী তাদের ত্র(ন্দন (ান্ত হয় না। আমি এই কথাগুলি শুনতে পাই, হে ঈ(র তোমার ইচ্ছা, সাধিত হউক! যদি তা তোমার নাম গৌরাবান্বিত করতে পারে, তোমার লোকদের জন্য মুক্তি(র এক উপায় কর। আমাদের চতুর্দিকে বিধর্মীদের থেকে আমাদিগকে উদ্ধার কর! তারা আমাদিগকে মৃত্যুর পানে নির্দিষ্ট করিয়াছে। পরন্তু তোমার বাহু পরিত্রাণ আনয়ন করিতে পারে। এই হচ্ছে সবকটি কথা যা আমি স্মরণ করতে পারি। তাদের অযোগ্যতার বিষয়ে তাদের এক গভীর অনুভূতি আছে, এবং ঈ(রের ইচ্ছের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ প্রকাশ করে বলে মনে হয়। তথাপি প্রত্যেকে, কোনো ব্যতিত্র(ম ছাড়া, একাগ্রচিত্তে বাদানুবাদ করছিল, উদ্ধারের জন্যে যাকোবের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করছিল।

তাদের আগ্রহান্বিত ত্র(ন্দন আরম্ভ করার অনতিবিলম্ব পরেই দূতগণ সহানুভূতিতে তাদের উদ্ধারে যেতে পারতেন, কিন্তু এক দীর্ঘকায়, (মতা-সম্পন্ন দূত যেতে দেন নি। তিনি বলেন, ঈ(রের ইচ্ছে এখনো পূর্ণ হয় নি। তাদেরকে পেয়ালা পান করতেই হবে। বাস্তিস্মের দ্বারা তাদেরকে বাপ্তাইজিত হতেই হবে।

শীঘ্রই আমি ঈ(রের কণ্ঠ শুনতে পাই, যা পৃথিবী ও স্বর্গ কম্পিত করে। এক মহা ভূমিকম্প হয়। ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে যায় ও চারিদিকে পতিত হয়। আমি তখন জয়ের সফল ঘোষণা শুনি, উচ্চশব্দবিশিষ্ট, মধুর ও স্পষ্ট। আমি এই দলটির ওপরে দৃষ্টি ফেলি যারা, অল্পকাল পূর্বে এমন দুর্দশায় ও বন্দিত্বে ছিল। তাদের বন্দিত্ব বদলে যায়। এক গৌরবময় আলোক তাদের ওপরে প্রকাশ পায়। কেমন সুন্দর তখন তাদেরকে দেখায়। সকল ক্লান্তি ও উদ্বেগের চিহ্(চলে যায়। প্রত্যেক চেহারায় সুস্থতা ও সৌন্দর্য দেখা যায়। তাদের শত্রুগণ, তাদের চারিপাশে বিধর্মীগণ মৃতের ন্যায় পতিত হয়। তারা সে আলোক সহ্য করতে পারে না যা সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত পবিত্রগণের ওপরে প্রকাশিত হয়। এই আলোক ও মহিমা তাদের ওপরে বজায় থাকে, যত(ণ না যীশুকে আকাশের মেঘে দেখা যায়। আর বি(স্ত, পরী(িত দল মুহূর্ত মধ্যে, চোখের পলকে, গৌরব থেকে গৌরবে পরিবর্তিত হয়। আর কবরসমূহ উন্মুক্ত(হয়। আর ধার্মিকগণ অমরত্ব পরিধান করে, মৃত্যু ও কবরের ওপরে বিজয় ঘোষণা করে বেরিয়ে আসে। আর জীবিত ধার্মিকগণের সঙ্গে একযোগে আকাশে তাদের প্রভুর সঙ্গে, সা(াৎ করতে মিলিত হয়, যখন প্রচুর গৌরব ও বিজয়ের সুললিত উচ্চধ্বনি প্রতিটি অমর জিহ্বায় ছিল ও প্রতিটি পবিত্রীকৃত, পুত ওষ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছিল।

গীতসংহীতা ৮৬ অধ্যায়(হোশেয় ৬ঃ৩(হগয় ২ঃ২১-২৩(মথি ১০ঃ৩৫-৩৯(২০ঃ ২৩(ইফিষীয় ৬ঃ১০-১৮(১ ১ থিষালনীকীয় ৪ঃ১৪-১৮(প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ ১৪-২২ দেখুন।

৩৩শ অধ্যায়

বাবিলের পাপরাশি

আমি বিভিন্ন মন্ডলীর অবস্থা দেখি তাদের পতন দ্বিতীয় দূতের ঘোষণা করার পর থেকে। তারা আরো আরো অধিক নীতিহীন হচ্ছিল(তথাপি তারা খৃষ্টের অনুগামী হবার নাম বহন করে। জগৎ থেকে তাদেরকে পৃথক করা কষ্টকর। তাদের ধর্মপরিচারকেরা বাক্য (বাইবেল) থেকে তাদের শাস্ত্রংশ নেয়, তবে স্নিগ্ধ-কোমল বিষয়সমূহ প্রচার করে। স্বাভাবিক হৃদয় এর প্রতি কোনো কর্তব্য অনুভব করে না। এটা শুধু সত্যের মনোভাব (আত্মা) ও (মতা, এবং খৃষ্টের পরিত্রাণ যা জাগতিক হৃদয়ের কাছে ঘৃণাজনক। প্রচলিত (জনপ্রিয়) পরিচর্যাকার্যে কিছুই নেই যা শয়তানের রোষ উত্তেজিত করে, পাপীকে কম্পিত করে, বা হৃদয়ে ও বিবেকে শীঘ্রই আগত এক বিচারের ভয়াবহ বাস্তবতা প্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকেরা সাধারণতঃ প্রকৃত ঈশ্বরে ভক্তি(ছাড়া এক প্রচালিত ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে সন্তুষ্ট, আর তারা তেমন এক ধর্ম সাহায্য ও সর্মথন করবে। দূত বলেন, ধার্মিকতার সমগ্র যুদ্ধসজ্জার থেকে কম কিছুই পরাজিত করতে পারে না, ও অন্ধকারের (মতাগুলির ওপরে জয় ধরে রাখতে পারে না। এক দলরূপে শয়তান মন্ডলীসমূহের পূর্ণ দখল নিয়েছে। মনুষ্যদের কথনগুলি ও কার্যকলাপের ওপরে ঈশ্বরের বাক্যের স্পষ্ট উগ্র সত্যসমূহের পরিবর্তে ধ্যান-চিন্তন করা হয়। দূত বলেন, জগতের মিত্রতা ও মনোভাব ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা! যখন সত্য তার সরলতায় ও সামর্থে, যেমনটি তা যীশুতে রয়েছে, জগতের মনোভাবের বি(দ্ধে বহন করতে আনিত হয়, তা অমনি তাড়নার মনোভাব জাগায়। অনেকে, অত্যন্ত অনেকে, যারা খৃষ্টান হওয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, ঈশ্বরকে জানে নি, স্বাভাবিক হৃদয়ের চরিত্র পরিবর্তিত হয় নি। আর মানুষের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা! তাদের আরেকটি নাম নেবার ভান করা সত্বেও তারা শয়তানের আপন বিশ্বস্ত সেবক।

আমি দেখি যে স্বর্গীয় ধর্মধামে যীশুর পবিত্র স্থান ত্যাগ করার, এবং দ্বিতীয় যবনিকার মধ্যে প্রবেশ করার পর থেকে মন্ডলীসমূহ পরিত্যক্ত(হয় যেমনটি যিহূদীরা ছিল(আর সেগুলি সর্বপ্রকার অশুচি ও ঘৃণাজনক লোকের দ্বারা পূর্ণ হচ্ছিল। আমি দেখি মন্ডলীগুলিতে মহা দুষ্টতা (পাপাচার) ও নীচতা(তবুও তারা খৃষ্টান হবার ভান করে। তাদের ভান করা, তাদের প্রার্থনাসমূহ ও তাদের উপদেশ-পরামর্শ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এক অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়। দূত বলেন, ঈশ্বর তাহাদের পর্ব-দিনগুলির আঘ্রান লইবেন না। স্বার্থপরতা, ছলনা ও প্রতারণা বিবেকের ভৎর্সনা ছাড়া তাদের দ্বারা চর্চা করা হয়, ও তাদের এই সব মন্দ বৈশিষ্ঠের ওপরে তারা ধর্মের আচ্ছাদন নি(প করে। আমাকে নামীয় মন্ডলীগুলির অহংকার দেখানো হয়। তাদের চিন্তনসমূহে ঈশ্বর ছিলেন না(পরন্তু তাদের জাগতিক মন আপনাদের ওপরে ধ্যান-চিন্তন করে। তারা তাদের বেচারা নস্বর দেহ অলঙ্কৃত করে, ও তারপরে আপনার ওপরে সন্তোষ ও আনন্দ নিয়ে তাকায়। যীশু ও দূতগণ ত্রে(াধের সঙ্গে তাদের ওপরে তাকান। দূত বলেন, তাদের পাপরাশি ও অহংকার স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছোয়। তাদের উত্তরাধিকার (যৌতুক) প্রস্তুত আছে। ন্যায়পরতা ও (ন্যায়) বিচার দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে আছে, তবে শীঘ্রই জেগে উঠবে। প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম, আমিই প্রতিফল দিব। ইহা প্রভু বলেন। তৃতীয় দুতের ভয়াবহ ভয়প্রদর্শনসমূহ বাস্তবে পরিণত হবে, আর তারা ঈশ্বরের রোষ পান করবে। মন্দ দূতগণের অসংখ্য বাহিনী আপনাকে সমগ্র দেশের ওপরে ছড়াচ্ছে। মন্ডলীসমূহ ও ধর্মীয় দলগুলি তাদের নিয়ে ভিড় করা। আর তারা উল্লাসের সঙ্গে ধর্মীয় দলগুলির ওপরে দেখে(কারণ ধর্মের আচ্ছাদন প্রধানতম অপরাধসমূহ ও পাপাচার ঢাকে।

সমগ্র স্বর্গ ঘৃণার সঙ্গে ঈশ্বরের নৈপুণ্য মনুষ্যজাতিকে দেখে, অবনয়নের নীম্নতম গভীরে নেমে গিয়েছে, ও তাদের সহ মানবদের দ্বারা পশুসদৃশ প্রাণীর স্তরে স্থাপিত হয়েছে। ও সেই প্রিয় ত্রাণকর্তার স্বীকৃত অনুগামীরা, যার অনুকম্পা সদাই বিচালিত হয় যেমন তিনি মানব দুঃখকষ্ট স্বচ(দেখেন, আন্তরিকতার সঙ্গে এই প্রচুর ও শোকাবহ পাপে ব্যাপৃত হয়, ও মনুষ্যদের আত্মাসমূহের ও ত্রীতদাসের কারবার করে। দূতগণ এর সবকিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। তা পুস্তকে লেখা হয়েছে। ধার্মিক বন্দি-লোকদের, পিতাদের মাতা ও সন্তানদের, ভ্রাতা ও ভগ্নিদের অশ্রু, সমস্তই স্বর্গে বোতলে পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। মনস্তাপ, মানব মনস্তাপ, স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়, কেনা হয় ও বিত্রী করা হয়। ঈশ্বর তাঁর রোষ দমন করবেন শুধু আর অল্প সময়ের জন্যে। তার ত্রে(াধ এই জাতির বি(দ্ধে জ্বলে, ও বিশেষভাবে সেই ধর্মীয় দলগুলির বি(দ্ধে যারা সমর্থন করেছে, ও আপনারা এই ভয়াবহ পণ্যে ব্যাপৃত হয়েছে। এমন অন্যায়, এমন উৎপীড়ন, এমন কষ্টভোগ, নম্র ও বিনীত যীশুর স্বীকৃত অনুগামীরা নির্দয় উদাসীনতায় স্বচ(দেখতে পারে। আর তাদের অনেক বিদ্বেষপূর্ণ সন্তোষে, নিজেরাই সব অবর্ণনীয় মনস্তাপ আরোপ করে, আর তবুও ঈশ্বরকে ভজনা করার স্পর্দ্ধা করে। এটা ভাবগম্ভীর বিদ্রূপ আর শয়তান এর ওপরে উল্লসিত হয়, ও যীশুকে এবং তাঁর দূতগণকে এমন অসামঞ্জস্যের জন্যে এই বলে নারকীয় সাফ্যলো, নিন্দা ভৎর্সনা করে, **এরূপ হচ্ছে খৃষ্টের অনুগামীরা!**

এই স্বীকৃত খৃষ্টানেরা শহীদদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগের বিষয়ে পাঠ করে, এবং তাদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে। তারা আশ্চর্য বোধ করে যে লোকেরা কখনো এমন হৃদয় ধারণ করতে পারে যা এতই কঠিন যে তাদের সহমানবদের ওপরে এমন অমানবীয় নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করতে পারে, যখন একই সময়ে তাদের সহমানবকে তারা দাসত্বে ধরে রাখে। আর এটাই সব নয়। তারা প্রকৃতির বন্ধনগুলি পৃথক করে, আর নিষ্ঠুরভাবে তাদের সহমানবদেরকে দিনের পর দিন অত্যাচার করে। তারা নির্দয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অত্যন্ত অমানবীয় উৎপীড়ন আরোপ করতে পারে, তা পোপবাদীরা ও বিধর্মীরা খৃষ্টের অনুগামীদের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা অনুশীলন করে তার সঙ্গে ভালভাবেই তুলনা হতে পারে। দূত বলেন, এমন লোকদের ব্যাপারের চেয়ে ঈশ্বরের বিচারের প্রাণদন্ডের দিনে বিধর্মী ও পোপবদিদের জন্যে অধিকতম সহনীয় হবে। তাড়িতদের ত্র(ন্দন ও

দুদর্শাভোগ স্বর্গের পানে পৌঁছেছে, আর যে কঠিন হৃদয় অবর্ণনীয়, অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক দৈহিক, মানসিক দুঃখ-কষ্ট, তার স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে, তার সহমানবকে ঘটায় তাতে দূতগণ বিস্মিত হন। তেমন লোকদের নাম রক্তে(, বেত্রাঘাতের দাগে আড়াআড়ি হয়ে, যন্ত্রণাভোগের অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তপ্ত অশ্রুর প্লাবনে লিখিত আছে। ঈশ্বরের ক্রোধ (ান্ত হবে না যাবৎ না আলোকের দেশকে তার রোষের পেয়ালার তলানিগুলি পান করানো না ঘটান, এবং যাবৎ না বাবিলের পানে দ্বিগুণ প্রতিফল দেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমরাও তাহার প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর(আর তাহার ক্রি(য়ানুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দাও, সে যে পাত্রে পেয় প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণ পেয় প্রস্তুত কর।

আমি দেখি যে ক্রীতদাস-মালিককে তার দাসের আত্মার জন্যে জবাবদিহি হতে হবে যাকে সে অজ্ঞতায় রেখেছে(আর দাসের সমস্ত পাপ মালিকের ওপরে বর্তাবে। দাসকে ঈশ্বর স্বর্গে নিতে পারেন না, ঈশ্বরের কিম্বা বাইবেলের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে তার প্রভুর চাবুক ছাড়া কিছুই ভয় না করে, এবং তেমন উন্নত এক অবস্থা না ধারণ করে, যাকে অবনয়ন ও অজ্ঞায় রাখা হয়েছে। তবে তিনি তার জন্যে সর্বোত্তম বিষয়টি করেন যা এক সদয় ঈশ্বরেই করতে পারেন। তিনি তার বিষয়ে এমন করেন যে সে ছিলই না, যখন মালিককে শত অন্তিম আঘাত ভোগ করতে হবে, ও তারপরে দ্বিতীয় পুন(ত্থানে উঠে আসতে হবে, ও দ্বিতীয়, সবচেয়ে ভয়ানক মৃত্যু ভোগ করতে হবে। তখন ঈশ্বরের ক্রোধ তুষ্ট হবে।

আমোষ ৫ঃ২১(রোমীয় ১২ঃ১৯(প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ৯,১০(১৮ঃ৬ দেখুন।

৩৪শ অধ্যায়

উচ্চ রব (ঘোষণা)

আমি দেখি দূতগণ স্বর্গে এদিক ওদিক ত্বরান্বিত হচ্ছেন। তারা মর্তের উদ্দেশে অবতরণ করছেন, আর আবার স্বর্গের পানে আরোহণ করছেন, কিছু গু(ত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্ণতার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তারপরে আমি দেখি আরেকজন পরাত্র(মী দূত মর্তে অবতরণ করতে ভারপ্রাপ্ত হন, ও তৃতীয় দূতের সঙ্গে তার কণ্ঠ মেলান, ও তার বার্তায় (মতা ও প্রভাব প্রদান করেন। মহা (মতা ও প্রতাপ দূতের কাছে জ্ঞাত করা হয়, আর যেমন তিনি অবতরণ করেন, পৃথিবী তার মহিমায় আলোকিত হয়। যে আলোক এই দূতের পূর্বে যায় ও পশ্চাতে অনুসরণ করে, সর্বত্র প্রবেশ করে, যেমন তিনি এক জোরালো কণ্ঠে, এই বলে পরাত্র(মের সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'পড়িল পড়িল মহতী বাবিল, সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও ঘৃণার্হ প(ীর কারাগার হইয়া পড়িয়াছে।' বাবিলের পতনের বার্তা, যেমনটি দ্বিতীয় দূতের দ্বারা প্রদত্ত হয়, আবার প্রদত্ত হয়, সেই ভ্রষ্টাচারগুলি যোগ করে যা ১৮৪৪ সালের পর থেকে মন্ডলীসমূহে প্রবেশ করছে। এই দূতের কার্যটি সঠিক সময়ে আসে, এবং তৃতীয় দূতের বার্তায় শেষ মহা কার্যে যোগ দেয়, যেমন তা এক উচ্চ রবে (ঘোষণায়) স্ফীত হয়। আর সর্বত্র ঈশ্বরের লোকদেরকে সেই প্রলোভনের (পরী(ার) সময়ে দাঁড়াতে উপযুক্ত(করা হয় যা শীঘ্রই তারা সা(াৎ করবে। আমি দেখি তাদের ওপরে এক মহা আলোক বিরাজ করছে, আর তারা বার্তায় মিলিত হয়, ও মহা (মতার সাথে তৃতীয় দূতের বার্তা ঘোষণা করে।

স্বর্গ থেকে পরাত্র(মী দূতকে সাহায্য করতে দূতগণকে প্রেরণ করা হয়, আর আমি কণ্ঠসমূহ শুনি যা মনে হয় সবত্রই রব তোলে, 'হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ সকলের ভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল প্রাপ্ত না হও। কেননা উহার পাপ আকাশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ স্মরণ করিয়াছেন।' এই বার্তা মনে হয় তৃতীয় বার্তার প্রতি এক সংযোজন, ও তাকে সংযুক্ত(করে, যেমন মধ্যরাত্রির ঘোষণা ১৮৪৪ সালে দ্বিতীয় দূতের বার্তাকে সংযুক্ত(করে। ঈশ্বরের প্রতাপ ধৈর্যশীল, প্রতী(াকারী ধার্মিকগণের ওপরে বিরাজ করে, আর তারা বাবিলের পতন ঘোষণা করে, তার মধ্য হতে ঈশ্বরের লোকদের বেরিয়ে আসতে আহ্বান করে, নির্ভয়ে শেষ ভাবগম্ভীর সতর্কীকরণ প্রদান করে(যাতে তারা তার ভয়াবহ নিয়তি এড়াতে পারে।

যে আলোক প্রতী(াকারীদের ওপরে পতিত হয় সবর্ত্র প্রবেশ করে, আর মন্ডলীসমূহে যাদের কোনো আলোক ছিল, যারা তিনটি বার্তা শোনেনি ও প্রত্যাখ্যান করেনি, আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়, ও পতিত মন্ডলীগুলি পরিত্যাগ করে। এই বার্তাসমূহ প্রদান করার ও তাদের ওপরে আলোক প্রকাশিত হবার পর থেকে অনেকেই বহুবছরের দায়বদ্ধতায় এসেছিল, আর তারা জীবন বা মৃত্যু বেছে নেবার বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত ছিল। কেউ কেউ জীবন মনোনয়ন করে, আর তাদের সঙ্গে তাদের অবস্থান নেয় যারা তাদের প্রভুর প্রতী(ায় ছিল, ও তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন করছিল। তৃতীয় বার্তাটি তার কাজ করবে(সকলেই তার ওপরে পরখপ্রাপ্ত হবে, আর বহুমূল্যেরা ধর্মীয় দলগুলির থেকে বেরিয়ে আসতে আহূত হবে। এক বাধ্য করা প্রভাব সৎ ব্যক্তি(গণকে চালিত করে, যখন ঈশ্বরের (মতার প্রকাশ (প্রদর্শন) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে ভয়ে আত্মসংযমে ধরে রাখে, আর তারা, তাদেরকে বাধা দিতে সাহস করে না, তা করতে তাদের সে (মতাও নেই, তাদেরকে যারা তাদের ওপরে ঈশ্বরের আত্মার কার্য অনুভব করে। শেষ আহ্বানটি এমন কি দাসদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, আর তাদের মাঝেকার ধার্মিকেরা, বিনীত বাক্যের ধারায়, তাদের ভাগ্যবান্ মুক্তি(র প্রত্যাশায় তাদের অতিরিক্ত(আনন্দের গীতসমূহ নিঃসারিত করে, আর তাদের মালিকেরা, এক ভয় ও বিস্ময়ে তাদেরকে চুপ করাতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে না। (মতাশালী অলৌকিক কার্যসমূহ সাধিত হয়, পীড়িতেরা সুস্থ হয়, আর চিহ্(কার্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত কার্যসমূহ বিশ্বাসীদের অনুগমন করে। ঈশ্বর কার্যটির মধ্যে আছেন, আর প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি(পরিণামাদির বিষয়ে নির্ভীক হয়ে, তার আপন বিবেকের দোষসিদ্ধি অনুসরণ করে, ও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত(হয় যারা ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করছে(আর তারা প্রভাবের সঙ্গে চারিদিকে তৃতীয় বার্তাটি প্রকাশিত করে। আমি দেখি যে মধ্যরাত্রির ঘোষণাকে বহুদূর ছাড়িয়ে প্রভাব ও দৃঢ়তায় তৃতীয় বার্তাটি সমাপ্ত করবে।

ঈশ্বরের দাসগণ ঊর্দ্ধ হতে (মতায় ভূষিত হয়ে, তার মুখমন্ডলের উদ্ভাষিত ভাব নিয়ে, এবং পবিত্র উৎসর্গীকরণে প্রকাশমান হয়ে, তাদের কার্য পূর্ণ করতে ও স্বর্গ হতে বার্তাটি ঘোষণা করতে এগিয়ে যায়। ধর্মীয় দলসমূহ ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আত্মাসমূহ আহ্বানটিতে সাড়া দেয়, আর বহুমূল্যদেরকে ভাগ্যনির্দিষ্ট মন্ডলীসমূহ থেকে ত্বরায় বের করে নেয়া হয়, যেমনটি তার বিনাশের পূর্বে লোটকে সদোমের থেকে ত্বরায় বের করে নেয়া হয়। ঈশ্বরের লোকদেরকে সেই চমৎকার মহিমার দ্বারা উপযুক্ত(ও শক্তি(মন্ত করা হয় যা যথেষ্ট প্রাচুর্যে তাদের ওপরে পতিত হয়ে, তাদেরকে প্রলোভনের (পরী(ার) দন্ড (মুহূর্ত) সহ্য করতে প্রস্তুত করে। এক বহুসংখ্যক জনতার কণ্ঠকে আমি বলতে শুনি, এস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।

আদি পুস্তক ১৯ অধ্যায়(প্রকাশিত বাক্য ১৪ঃ১২(১৮ঃ ২-৫ দেখুন।

৩৫শ অধ্যায়

তৃতীয় বার্তাটির সমাপ্তি

সময়ের সূত্র ধরে আমাকে সেই সময়ের দিকে নির্দিষ্ট করা হয় যখন তৃতীয় বার্তাটি সমাপ্ত হচ্ছিল। ঈশ্বরের (মতা তাঁর লোকদের ওপরে বিরাজ করে। তারা তাদের কার্যটি সম্পাদিত করে, ও তাদের সা(াতের কঠিন মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত থাকে। তারা প্রভুর উপস্থিতি থেকে অন্তিম বর্ষা, বা সতেজকারক প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং জীবন্ত সা(্য পুনর্জীবিত হয়েছিল। শেষ মহা সতর্কীকরণ সর্বত্র ঘোষিত হয়েছিল, আর তা জগতের সেই নিবাসীগণকে উত্তেজিত ও ত্রে(ধিত করেছিল, যারা বার্তাটি গ্রহণ করবে না।

আমি দেখি দূতেরা স্বর্গে এদিক ওদিক ত্বরান্বিত হচ্ছেন। তার পাশে এক লেখকের দোয়াত নিয়ে একজন দূত পৃথিবী থেকে ফিরে আসেন, ও যীশুর কাছে জ্ঞাপন দেন যে তার কার্য সাধিত হয়, ও যে ধার্মিকেরা গণিত ও মোহরপ্রাপ্ত হয়। তখন আমি দেখি যীশুকে, যিনি দশআজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত(সিন্দুকের সা(াতে পরিচর্যা করছিলেন, ধূপদানি নি(প করেন। তিনি উর্দ্ধমুখে তাঁর হস্তদ্বয় তোলেন, আর এক উচ্চ কণ্ঠে বলেন, 'হইয়াছে'। আর সমস্ত দূতীয় বাহিনী তাদের আপন আপন মুকুট খুলে রাখেন যেমন যীশু ভাবগম্ভীর ঘোষণা করেন, যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ ক(ক(এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক(এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ ক(ক(এবং যে পবিত্র সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক ।

আমি দেখি যে ঐ সময়ে প্রতিটি বিচার্য্য বিষয় (কেস) জীবনের জন্যে বা মৃত্যুর জন্যে স্থিরীকৃত হয়। তাঁর লোকদের পাপসমূহ যীশু মুছে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্য গ্রহণ করেছিলেন, ও তাঁর রাজ্যের প্রজাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছিল। যখন যীশু ধর্মধামে পরিচর্যাকার্য করছিলেন, মৃত ধার্মিকদের জন্যে বিচার চলছিল, আর তারপরে জীবিত ধার্মিকদের জন্যে। রাজ্যের প্রজাগণ গঠিত হয়। মেষশাবকের বিবাহ শেষ হয়। আর রাজ্যটি, আর সমগ্র আকাশের নীচে রাজ্যের মহত্ব ((মতা), যীশুর ও পরিত্রাণের উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, আর যীশু রাজাদের রাজা, ও প্রভুদের প্রভু রূপে রাজত্ব করবেন।

যেমন যীশু মহাপবিত্র স্থান থেকে ওপরে আসেন, আমি শুনি তাঁর বস্ত্রের ওপরে কিঙ্কিনীসমূহের টুনটুন শব্দ, আর যেমন তিনি প্রস্থান (স্থান ত্যাগ) করেন, পৃথিবীর নিবাসীগণকে অন্ধকারের এক মেঘ আচ্ছাদিত করে। তখন অপরাধী মনুষ্য, ও অসন্তুষ্ট ((ষ্ট) ঈশ্বরের মাঝে কোনো মধ্যস্থ ছিল না। যখন যীশু ঈশ্বর ও অপরাধী মানবের মাঝে দন্ডায়মান ছিলেন, লোকদের ওপরে এক বাধা ছিল(কিন্তু যখন যীশু মনুষ্য ও পিতার মধ্যে থেকে বাইরে পদ(প নেন, বাধাটি অপসারিত হয়, আর মনুষ্যের ওপরে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ ছিল। যখন যীশু ধর্মধামে কার্য করেন আঘাতসমূহ ঢালার প(তা অসম্ভব ছিল(কিন্তু যেমন সেখানে তাঁর কার্য শেষ হয়, যেমন তাঁর মধ্যস্থতা শেষ হয়, ঈশ্বরের রোষ স্থগিত করতে কিছুই থাকে না, ও তা সেই অপরাধি পাপীর আশ্রয়হীন মস্তকের ওপরে প্রচন্ডতার সঙ্গে প্রাদুর্ভুত হয়, যে পরিত্রাণ অবজ্ঞা করেছে, এবং ভর্ৎসনা ঘৃণা করেছে। সেই ভয়াবহ সময়ে ধার্মিকেরা, যীশুর মধ্যস্থতার পরে, এক পবিত্র ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বাস করেছিল, এক মধ্যস্থ ছাড়াই। প্রতিটি প((কেস) নিষ্পত্তি হয়, প্রতিটি রত্ন গণিত হয়, যীশু স্বর্গীয় ধর্মধামের বাইরের ক(এক দন্ড বিলম্ব করেন, আর যে পাপগুলি স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল যখন তিনি মহাপবিত্র স্থানে ছিলেন, তিনি ফিরে পাপের আদিকর্তার দিয়াবলের ওপরে স্থাপন করেন। এইসব পাপের শাস্তি তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

তখন আমি দেখি যীশু তাঁর যাজকীয় বস্ত্র খুলে রাখেন, ও আপনাকে তাঁর সবচেয়ে রাজকীয় বস্ত্রে সজ্জিত করেন - তাঁর মস্তকের ওপরে অনেক মুকুট ছিল, এক মুকুটের মধ্যে একটি মুকুট - আর দূতীয় বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, তিনি স্বর্গ ত্যাগ করেন। আঘাতসমূহ পৃথিবী-নিবাসীদের ওপরে পতিত হয়েছিল। কেউ কেউ ঈশ্বরের প্রকাশ্য নিন্দা-দোষারোপ করছিল, ও তাঁকে গালাগালি-শাপান্ত করছিল। অন্যান্যেরা ঈশ্বরের লোকদের দিকে বেগে ধাবিত হয়, ও তাদেরকে শেখাতে বিনতি জানায় কি করে তারা ঈশ্বরের দন্ডাজ্ঞা থেকে রেহাই পাবে। তবে তাদের জন্যে ধার্মিকগণের কিছুই ছিল না। পাপীদের জন্যে শেষ অশ্রু পাতিত হয়েছিল, শেষ যন্ত্রণাদায়ী প্রার্থনা উৎসর্গ করা হয়েছিল, শেষ বোঝা বহন করা হয়েছিল। অনুগ্রহের মধুর কণ্ঠ আর তাদেরকে নিমন্ত্রণ জানাবে না। সতর্কীকরণের শেষ নির্দেশ দেয়া হয়ে গিয়েছিল। যখন ধার্মিকেরা (সাধুগণ), আর সমগ্র স্বর্গ তাদের পরিত্রাণে মনোযোগী ছিল, নিজেদের জন্যে তাদের কোনো মনোযোগ ছিল না। জীবন ও মৃত্যু তাদের সামনে রাখা হয়েছিল। অনেকে জীবনের বাসনা করে(তবে তা লাভ করতে কোনো চেষ্টা করে নি। তারা জীবন মনোনয়ন করে নি, আর এ(ণে পাপীকে শুচি করতে কোনো প্রায়শ্চিত্তকারী রক্ত(নেই। কোনো দয়ালু ত্রাণকর্তা তাদের জন্যে বাদানুবাদ করতে, ও ত্র(ন্দন করতে আর নেই, অব্যাহতি দিন, পাপীকে আর কিছু(ণের জন্যে অব্যহতি দিন। সমগ্র স্বর্গ যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়, যেমন তারা ভয়াবহ কথাগুলি শোনে, হইয়াছে, সমাপ্ত হইল। পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অল্পলোকই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা মনোনয়ন করেছিল। আর যেমন অনুগ্রহের মিষ্ট কণ্ঠ ীণ হয়ে আসে, এক আতঙ্ক ও মহাভয় তাদেরকে জাপটে ধরে। ভীষণ স্পষ্টতায় তারা শোনে, বড় দেরী হয়ে গেছে! বড় দেরী হয়ে গেছে!

যারা ঈশ্বরের বাক্যের মূল্য দেয়নি এদিক্ ওদিক্ ইতস্ততঃ করে। তারা সাগর থেকে সাগরে, উত্তরদিক থেকে পূর্বদিকে ঘুরে বেড়ায়, সদাপ্রভুর বাক্য খুঁজতে। দূত বলেন, দেশে এক দুর্ভি(আছে(তাহা অন্নের দুর্ভি(কিম্বা জলের পিপাসা নয়, কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণের, ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুমোদনের একটি বাক্যের জন্যে তারা কিই বা দেবে না? কিন্তু না, তাদের (ধার্ত ও পিপাসার্ত থাকতে হবে।

দিনের পর দিন তারা পরিত্রাণ অবজ্ঞা করেছে, আর পার্থিব আমোদপ্রমোদ, ও পার্থিব ঐ(র্য(কোনো স্বর্গীয় উদ্দেশ্য ও ঐ(র্যের চেয়ে বেশী মূল্যজ্ঞান করে। তারা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করেছে, ও তাঁর ধার্মিকগণকে অবজ্ঞা করেছে। অধর্মাচারী চিরদিন অবশ্যই অধর্মাচারী থেকে যাবে।

দুষ্টদের এক বৃহৎ অংশ ভীষনভাবে ত্র(দ্ধ হয়, যেমন তারা আঘাতগুলির প্রভাবসমূহ ভোগ করে। সে ছিল এক ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণা। মাতাপিতাগণ তীব্রভাবে তাদের সন্তানদেরকে গালাগালি করছিল, আর সন্তানেরা তাদের মাতাপিতাগণকে নিন্দা-ভর্ৎসনা করছিল, ভ্রাতাগণ তাদের ভগ্নিগণকে, ভগ্নিগণ তাদের ভ্রাতৃগণকে। প্রত্যেক দিকে উচ্চ বিলাপের চিৎকার শোনা যায়, সে ছিলে তুমি যে আমাকে সেই সত্য গ্রহণ করা থেকে দূরে রেখেছিলে, যা আমাকে এই ভয়াবহ দন্ড (মুহূর্ত) থেকে র(া করতে পারতো। লোকেরা তীব্র ঘৃণা নিয়ে ধর্মপরিচারকদের ওপরে ফেরে, আর এই বলে, তাদেরকে গালাগাল দেয়, তোমরা আমাদেরকে সচেতন কর নি। তোমরা আমাদেরকে বল সমগ্র জগৎ মনপরিবর্তন করবে, ও ঘোষণা কর, শান্তি, শান্তি, প্রতিটি ভয় শান্ত করতে যা উঠেছিল। এই মুহূর্তের বিষয়ে তোমরা আমাদেরকে বল নি, আর যারা এর বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে তোমরা বল ধর্মোন্মত্ত ছিল(ও মন্দ লোক ছিল যারা আমাদেরকে নাশ করবে। কিন্তু ধর্মপ্রচারকেরা, আমি দেখি ঈ(রের রোষ এড়ায় নি । তাদের লোকদের দুর্দশাভোগের চেয়ে তাদের দুর্দশাভোগ দশগুণ ছিল।

যিহিষ্কেল ৯ঃ২-১১(দানিয়েল ৭ঃ২৭(হোশেয় ৬ঃ৩(
আমোষ ৮ঃ১১-১৩(প্রকাশিত বাক্য ১৬ অধ্যায়(১৭ঃ১৪ দেখুন।

৩৬শ অধ্যায়

যাকোবের সঙ্কট-সময়

আমি দেখি ধার্মিকেরা নগরগুলি ও গ্রামগুলি ছাড়ছে, ও দলে দলে একত্রে সংযুক্ত(হচ্ছে, ও অত্যন্ত নিভৃত স্থানে বাস করছে। দূতগণ তাদেরকে খাদ্য ও জল সরবরাহ করেন, কিন্তু দুষ্টেরা (ুধা ও তৃষ(ায় কষ্ট পাচ্ছে। তখন আমি দেখি পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় লোকেরা একত্রে পরামর্শ করছে, আর শয়তান ও তারা দূতেরা তাদের চারিপাশে ব্যস্ত। আমি দেখি এক লিখন, ও দেশের বিভিন্ন অংশ তার প্রতিলিপিগুলি ছড়িয়ে থেকে, লিখিত নির্দেশ দিচ্ছে, যে যদি না ধার্মিকেরা তাদের অদ্ভুত বি(্বাস ত্যাগ করে, বিশ্রামদিন ত্যাগ করে, ও প্রথম দিন পালন করে, তেমন এক সময়ের পরে, তাদেরকে মেরে ফেলতে, তারা স্বাধীন ছিল। তবে এই সময়ে সাধুগণ শান্ত ও সুস্থির থেকে, ঈ(্বরে আস্থা রাখছিল, ও তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপরে হেলান দিচ্ছিল, যে তাদের জন্যে মুক্তি(র এক পথ করা হবে। কোনো কোনো স্থানে, লিখিত আদেশ পালিত হবার সময়ের পূর্বে, তাদেরকে বধ করতে দুষ্টেরা ধার্মিকদের ওপরে মহাবেগে ধাবিত হয়, তবে যুদ্ধের লোকদের আকারে দূতেরা তাদের জন্যে লড়াই করেন। পরাৎপরের সাধুগণকে বিনষ্ট করার বিশেষ সুযোগ শয়তান পেতে চায়(কিন্তু তাঁর লোকদের ওপরে নজর রাখতে ঈ(্বর তাঁর দূতগণকে নির্দেশ দেন। কারণ ঈ(্বর তাদের সঙ্গে এক অঙ্গীকার করে সম্মানিত হবেন যারা তাদের আশেপাশে বিধর্মীদের সা(াতে তাঁর ব্যবস্থা পালন করেছিলেন(আর যীশু সেই বি(্বস্ত, প্রতী(াকারীদের রূপান্তরিত করে সম্মানিত হবেন, যারা দীর্ঘকাল ধরে তাদের মৃত্যু না দেখে, তাঁর প্রত্যাশা করেছিল।

শীঘ্রই আমি দেখি ধার্মিকেরা মহা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। জগতের দুষ্ট নিবাসীদের দ্বারা তাদেরকে বেষ্টিত মনে হয়। প্রতিটি উপস্থিতি (অপচ্ছায়া) তাদের বিপ(ছিল। দুষ্টদের হস্ত দ্বারা অবশেষে বিনষ্ট হতে ঈ(্বর তাদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন বলে কেউ কেউ ভয় করতে শু(করে। কিন্তু যদি তাদের চ(খোলা যেতো, তারা দেখতে পেত নিজেরা ঈ(্বরের দূতগণ দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে। পরে আসে ত্র(দ্ধ দুষ্টদের জনসমূহ, আর তার পরে মন্দ দূতগণের এক দল, দুষ্টদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সাধুগণকে বধ করতে। কিন্তু যেমন তারা তাদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে, তাদেরকে প্রথমে এই পরাত্র(মী, পবিত্র দূতগণকে পার হয়ে যেতে হবে, যা ছিল অসম্ভব। ঈ(্বরের দূতগণ তাদেরকে পিছু হটানো ঘটাচ্ছিলেন, তাছাড়া সেই মন্দ দূতগণকে যারা তাদের ওপরে এসে পড়ছিল হাটিয়ে দেয়া ঘটাচ্ছিলেন। ধার্মিকদের কাছে সে ছিল ভীষণ ভয়ানক যন্ত্রণার সময়। উদ্ধারের জন্যে তারা দিনে ও রাতে ঈ(্বরের কাছে ত্র(ন্দন করে। বাহ্যিক আপাতঃদৃষ্টিতে তাদের পলায়নের কোনো সম্ভবনা ছিল না। দুষ্টেরা ইতিমধ্যেই তাদের সাফল্যের আনন্দপ্রকাশ শু(করে, ও চিৎকার করে বলছিল, আমাদের হস্ত হতে তোমাদের ঈ(্বর কেন তোমাদেরকে উদ্ধার করছে না? কেন তোমরা ঊর্দ্ধ উঠে যাচ্ছ না ও তোমাদের জীবন র(া করছো না? ধার্মিকেরা তাদের বাক্যে কর্ণপাত করে না। তারা যাকোবের মতন ঈ(্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছিল। দূতগণ তাদেরকে উদ্ধার করার প্রবল ইচ্ছে করেন, কিন্তু তাদেরকে তখনো কিছু(ণ বিলম্ব করতে হবে, ও পেয়ালা থেকে পান করতে হবে, ও বাপ্তিস্মের দ্বারা বাপ্তাইজিত হতে হবে। দূতগণ তাদের জিম্মায় বি(্বস্ত থেকে, তাদের চৌকি রাখেন। সময় প্রায় আগত যখন ঈ(্বর তাঁর পরাত্র(মী (মতা প্রকাশ করবেন, ও গৌরবের সঙ্গে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। বিধর্মীদের মধ্যে তাঁর নাম ঈ(্বর-নিন্দিত হতে দেবেন না। তাঁর নামের গৌরবের জন্যে তাদের প্রত্যেক জনকে উদ্ধার করবেন যারা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর জন্যে প্রতী(া করে, ও যাদের নাম পুস্তকে লিখিত আছে।

আমাকে ফিরে নোহের দিকে নির্দেশিত করা হয়। বৃষ্টি নেমে আসে, প-াবন আসে। নোহ ও তার পরিবার জাহাজে প্রবেশ করেছিলেন, আর ঈ(্বর তাদেরকে ভেতরে আবদ্ধ করেন। নোহ বি(্বস্তভাবে প্রাচীন জগতের নিবাসীগণকে সতর্ক করেছিলেন, যখন তারা তাকে বিদ্রূপ ও পরিহাস করে। আর যেমন জল পৃথিবীর ওপরে নেমে আসে, আর যেমন একের পর এক লোক জলে ডুবছিল, তারা সেই জাহাজটিকে দেখে যার বিষয়ে তারা কতই কৌতুক তামাশা করে, জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলছিল, বি(্বস্ত নোহ ও তাঁর পরিবারকে র(া করছিল। তেমনি আমি দেখি যে ঈ(্বরের লোকেরা, যারা তার আগামী ক্রো(ধের বিষয়ে জগৎকে সতর্ক করেছিল, উদ্ধারপ্রাপ্ত হবে। তারা বি(্বস্তভাবে পৃথিবীর নিবাসীগণকে সতর্ক করেছিল। আর ঈ(্বর তাদেরকে বিনষ্ট করতে দুষ্টদেরকে অনুমতি দেবেন না যারা রূপান্তরে প্রত্যাশা করছিল, ও যারা পশুর আজ্ঞাপ্তির প্রতি মাথা নোয়াবে না, ও তার চিহ্(গ্রহণ করবে না। আমি দেখি যে যদি দুষ্টেরা ধার্মিকগণকে বধ করতে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, শয়তান ও তার সমস্ত মন্দ বাহিনী যারা ঈ(্বরকে ঘৃণা করে, তৃপ্ত হবে। আর ও, তার পৈশাচিক মহিমার জন্যে তা কি এক সাফল্যের সময় হবে, অন্তিম শেষের দ্বন্দ্বে, তাদের ওপরে (মতা রাখতে, যারা তাঁকে দেখতে এক দীর্ঘকাল প্রতী(া করেছিল যাঁকে তারা ভালবাসে। ধার্মিকগণের ঊর্দ্ধে গমনের বিষয়ের ধারণার (মতের) সম্বন্ধে যারা উপহাস করেছে, তারা তাঁর লোকদের জন্যে ঈ(্বরের তত্ত্বাবধান, ও তাদের গৌরবময় উদ্ধার স্বচ(দেখবে।

যেমন ধার্মিকেরা নগরগুলি ও গ্রামগুলি ত্যাগ করে, তারা দুষ্টদের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হয়। সাধুগণকে হত্যা করা জন্যে তারা তাদের তরোয়াল ওঠায়, কিন্তু সেগুলি ভেঙ্গে যায়, ও খড়ের ন্যায় শক্তি(হীন অবস্থায় পতিত হয়। ঈ(্বরের দূতেরা সাধুগণকে আচ্ছাদন করেন। যেমন তারা উদ্ধারের জন্যে দিন ও রাত ত্র(ন্দন করে, তাদের ত্র(ন্দন ঈ(্বরের কাছে পৌঁছোয়।

আদিপুস্তক ৬ ও ৭ অধ্যায়(৩২ঃ২৪-২৮(গীতসংহিতা ৯১ অধ্যায়(মথি ২০ঃ২৩(প্রকাশিত বাক্য ১৩ঃ১১-১৭ দেখুন।

৩৭শ অধ্যায়

ধার্মিকগণের উদ্ধার

সে ছিল মধ্যরাত্রি যে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে উদ্ধারের নির্বাচন করেন। যেমন দুষ্টেরা তাদের চারিদিকে উপহাস করছিল, সহসা সূর্য আবির্ভূত হয়ে, তার শক্তি(তে প্রকাশমান হয়, আর চন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়ায়। দুষ্টেরা বিস্ময়ের সঙ্গে দৃশ্যটি দেখে। চিহ্(কার্য ও অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা দ্রুত অনুক্র(মে অনুগমন করে। সবকিছু মনে হয় যেন তার স্বাভাবিক গতিপথ থেকে বহিস্কৃত হয়। পবিত্র আনন্দে সাধুগণ তাদের উদ্ধারের নিদর্শন দেখে।

স্রোতধারাগুলি প্রবাহিত হতে বিরত হয়। অন্ধকার, ভারী ভারী, মেঘ উঠে আসে, ও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। তবে অটল মহিমার একটি পরিস্কার স্থান ছিল, যেখান থেকে, বহু জলধির ন্যায় ঈশ্বরের কণ্ঠ আসে, যা স্বর্গ ও মর্ত কাঁপিয়ে দেয়। এক প্রবল ভূমিকম্প হয়। কবরগুলি নড়ে খুলে যায়, আর যারা তৃতীয় দূতের বার্তার বশে বিশ্রামদিন পালন করে, বিশ্বাসে মরেছিল, তাদের ধূলিময় শয্য থেকে, মহিমান্বিত হয়ে, সেই শান্তির চুক্তি(শুনতে বেরিয়ে আসে যা ঈশ্বর তাদের সঙ্গে করবেন যারা তাঁর ব্যবস্থা পালন করেছিল।

আকাশ খোলে ও বন্ধ হয়, ও আন্দোলনে (উত্তেজনায়) ছিল। পর্বতসমূহ বাতাসে এক খাগড়া নলের ন্যায় নড়ে, ও চারিদিকে এবড়োখেবড়ো শিলা নি(প করে। এক পাত্রের মতন সমুদ্র ফুটন্ত হয়, ও ভূমির ওপরে পাথর নি(প করে। আর যেমন ঈশ্বর যীশুর আগমনের দিন ও দন্ডের কথা বলেন, ও তাঁর লোকদের উদ্দেশে চিরস্থায়ী চুক্তি(অর্পণ করেন, তিনি একটি বাক্য বলেন, ও তারপরে (ণেকের জন্যে থামেন, যখন কথাগুলি পৃথিবীর মধ্য দিয়ে ঘুরতে থাকে। ঈশ্বরের ইস্রায়েলগণ ঊর্দ্ধমুখে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে, সেই কথাগুলির প্রতি কর্ণপাত করে যেমন সেগুলি যিহোবার মুখ থেকে নিগর্ত হয়, ও পৃথিবীব্যাপী বজ্রের উচ্চতম গজর্নের ন্যায় ঘুরতে থাকে। তা ভীষণভাবে ভাবগম্ভীর ছিল। প্রতিটি বাক্যের শেষে সাধুগন উচ্চৈঃস্বরে বলে, গৌরব! হাল্লেলুইয়া! তাদের মুখমন্ডল ঈশ্বরের মহিমার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়(আর সেগুলি মহিমার সাথে উজ্জ্বল হয় যেমন মোশির চেহারা হয়েছিল যখন তিনি সিনয় থেকে নেমে আসেন। প্রতাপের জন্যে দুষ্টেরা তাদের ওপরে দৃষ্টি রাখতে পারে না। আর যখন কখনো শেষ না হওয়া আর্শীবাদ তাদের ওপরে উচ্চারিত হয় যারা তাঁর বিশ্রামদিন পবিত্ররূপে পালন করে, ঈশ্বরকে সমাদৃত করেছিল, পশুর, ও তার প্রতিমূর্তির ওপরে বিজয়ের এক প্রবল চিৎকার হয়।

তারপরে আসে পঞ্চাশতম জয়ন্তীকালীন উৎসব-অনুষ্ঠান, যখন ভূমি বিশ্রাম করে। আমি দেখি ধার্মিক দাস সাফল্য ও বিজয়ের সঙ্গে ওঠে, ও সেই শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলে যা তাকে বেঁধে রাখে, যখন তার দুষ্ট মালিক বিভ্রান্তিতে থাকে, বুঝতে পারে না কি করবে, কারণ দুষ্ট ঈশ্বরের কণ্ঠের বাক্য বুঝতে পারে না। শীঘ্রই আবির্ভূত হয় মহা শুভ্র মেঘ। তার ওপরে উপবিষ্ট মনুষ্যপুত্র।

এই মেঘটি যখন তা প্রথম দূরে আবির্ভূত হয়, খুবই ছোট দেখায়। দূত বলেন যে তা ছিল মনুষ্য-পুত্রের চিহ্(। আর যেমন মেঘটি পৃথিবীর পানে আরো কাছে এগিয়ে আসে, আমরা যীশুর চমৎকার মহিমা ও প্রতাপ দেখতে পাই যেমন তিনি জয় করতে চড়ে আসেন। দূতগণের এক পবিত্র অনুচরবর্গ তাদের উজ্জ্বল, চকমকে মুকুট তাদের মাথায় নিয়ে, তাঁর পথে তাঁকে সাহচর্য দেন। দৃশ্যটির মহিমা কোনো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মহিমা ও অনতিক্র(ম্য গৌরবের জীবন্ত মেঘ, আরো অধিকতর নিকটে আসে, আর আমরা যীশুর সুন্দর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। তিনি এক কাঁটার মুকুট পরিধান করেন নি(কিন্তু এক গৌরবের মুকুট তাঁর পবিত্র কপাল ভূষিত করে। তাঁর পরিচ্ছদে ও ঊ(তে একটি নাম লেখা ছিল, **রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।** তাঁর চোখদুটি ছিল অগ্নির শিখাসম, তাঁর পদযুগল খাঁটি পিতলের সাদৃশ্য ছিল, আর তাঁর কন্ঠ শব্দ করে বহু সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্রের মতন। তাঁর মুখমন্ডল ছিল মধ্যাহ্(সূর্যের উজ্জলতার ন্যায়। পৃথিবী তাঁর সা(াতে কম্পমান হয়, আর আকাশমন্ডল গুটানো কাগজের ন্যায় প্রস্থান করে যখন তা একত্রে গুটানো হয়, আর প্রত্যেক পর্বত ও দ্বীপ তাদের স্ব-স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়। আর পৃথিবীর রাজাগণ ও মহান ব্যক্তি(গণ ও ধনী ব্যক্তি(রা, আর প্রধান সেনাধ্য(রা, ও পরাক্র(মী লোকেরা আর প্রত্যেক দাস, ও প্রত্যেক স্বাধীন লোক, গুহাসমূহে ও পর্বতসমূহের শৈলে আপনাকে লুকোয়। আর পর্বত ও শৈলসমূহকে বলে, আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রো(ধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ(কেননা তাঁহাদের ক্রো(ধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আর কে দাঁড়াইতে পারে?

যারা কিছু(ণ পূর্বে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সন্তানদেরকে পৃথিবী থেকে বিনষ্ট করতো, তাদেরকে, ঈশ্বরের মহিমা স্বচ(দেখতে হয়েছিল যা তাদের ওপরে বিরাজ করে। তাদেরকে তারা গৌরাবান্বিত দেখে। আর যাবতীয় ভয়ানক দুষ্ট দৃশ্যসমূহের মাঝে তারা আনন্দপূর্ণ সঙ্গীতে সাধুগণের কন্ঠকে বলতে শুনেছিল, এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর(আমরা ইহাঁরই অপে(ায় ছিলাম, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণে উল্লাসিত হইব। পৃথিবী প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠে যেমন ঈশ্বরের পুত্রের কন্ঠ ঘুমন্ত ধার্মিকগণকে আহ্বান করে। তারা আহ্বানে সাড়া দেয়, ও গৌরবময় অমরত্বে পরিহিত হয়ে, এরূপ ঘোষণা করে বেরিয়ে আসে, "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল"। "মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়?" তখন জীবিত ধার্মিকেরা, ও পুন(থিত ব্যক্তি(রা, এক দীর্ঘ, প্রবল আবেগে অভিভূত করা জয়ের আনন্দসূচক উচ্চধ্বনিতে কন্ঠ তোলে। সেইসব (গ্ন দেহ যা কবরে নেমে গিয়েছিল অ(য় সুস্থতা ও প্রাণশক্তি(তে উঠে আসে। জীবিত ধার্মিকেরা মুহূর্তের মধ্যে, চোখের

পলকে, রূপান্তরিত হয়, ও পুন(থিত ব্যক্তি(দের সঙ্গে মিলিত হয়, আর একত্রে তারা শূন্যে (আকাশে) তাদের প্রভুর সা(াৎ করে। ও কি এক গৌরবময় সা(াৎ (মিলন), বন্ধুগণ যাদেরকে মৃত্যু বিচ্ছিন্ন করেছিল, আর বিচ্ছিন্ন না হতে মিলিত হয়।

মেঘ রথের উভয় দিকে প(সমূহ ছিল, ও তার নীচে জীবন্ত চাকাসমূহ ছিল(আর যেমন মেঘের রথ ঊর্দ্ধদিকে গড়িয়ে চলে, চাকাসমূহ ঘোষণা করে, পবিত্র, আর মেঘ ঘোষণা করে, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সদাপ্রভু ঈ(রের সর্বশক্তি(মান। আর মেঘে ধার্মিকেরা ঘোষণা করে, গৌরব, হাল্লেলুইয়া। আর রথ ঊর্দ্ধমুখে পবিত্র নগরের দিকে গড়িয়ে চলে। পবিত্র নগরী প্রবেশ করার পূর্বে, ধার্মিকগণকে এক সিদ্ধ বর্গ(ত্রে বিন্যস্ত করা হয়, যীশুকে ভেতরে নিয়ে। তিনি স্কন্ধে ও মস্তকে সাধুগণের ওপরে উঁচা ছিলেন, এবং দূতগণের চেয়ে স্কন্ধে ও মস্তকে ওপরে ছিলেন। তাঁর গরিমাময় গঠন, ও সুন্দর মুখমন্ডল বর্গ(ত্রে সকলের দ্বারা দেখা যেত।

---

২ রাজাবলি ২ঃ১১(যিশাইয় ২৫ঃ৯(১ করিন্থীয় ১৫ঃ৫১-৫৫(১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৩-১৭(প্রকাশিত বাক্য ১ঃ১৩-১৬(৬ঃ১৪-১৭(১৯ঃ১৬ দেখুন।

৩৮শ অধ্যায়

সাধুগণের পুরস্কার

তখন আমি দেখি দূতগণের এক বৃহৎ সংখ্যা নগর থেকে গৌরবময় মুকুটসমূহ নিয়ে আসেন(একেক ধার্মিকের জন্যে একটি করে মুকুট যার ওপরে তার নাম লেখা রয়েছে(আর যেমন যীশু মুকুটের জন্যে বলেন, দূতগণ সেগুলি তাঁর কাছে উপস্থিত করে, আর সুন্দর যীশু, তাঁর আপন দ(ণ হস্ত দিয়ে, সাধুগণের শিরে মুকুটগুলি স্থাপন করেন। একই প্রকারে, দূতগণ বীণাসমূহ আনেন, আর যীশু তা ও ধার্মিকগণের প্রতি পেশ করেন। কর্তৃত্বসম্পন্ন দূতগণ প্রথমে সুর তোলেন, আর তখন প্রতিটি কণ্ঠ কৃতজ্ঞ, সুখী প্রশংসায় তোলা হয়, আর প্রতিটি হস্ত নিপুণভাবে বীণার তারগুলির ওপরে হস্তচালন করে। সমৃদ্ধ ও সিদ্ধ সুরঝঙ্কারে সুললিত সঙ্গীত সৃষ্টি করে। তখন আমি দেখি যীশু মুক্তি(প্রাপ্ত দলকে নগরীর দ্বারের দিকে চালিত করেন। তিনি দ্বার ধরেন এবং তার ঝকমক করা কব্জার ওপরে পেছনে ঠেলে দেন, আর সেই জাতিকে যারা সত্য পালন করেছিল নির্দেশ করেন ভেতরে প্রবেশ করতে। দৃষ্টি তৃপ্ত করতে নগরীতে সবকিছুই ছিল। প্রচুর মহিমা তারা সর্বত্র দেখতে পায়। তখন যীশু তার মুক্তি(প্রাপ্ত সাধুগণের ওপরে দৃষ্টি রাখেন(তাদের মুখমন্ডল মহিমায় উজ্জ্বল ছিল(আর যেমন তিনি তাদের ওপরে তাঁর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তার সুগম্ভির ভাবপূর্ণ মধুর কণ্ঠে, তিনি বলেন, আমি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখি, তৃপ্ত হই। অনন্তকাল ধরে উপভোগ করতে এই সমৃদ্ধ মহিমা তোমাদেরই। তোমাদের দুঃখসমূহ শেষ হয়। মৃত্যু আর হইবে না(শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না। আমি দেখি মুক্তি(প্রাপ্ত বাহিনী যীশুর পদে তাদের উজ্জ্বল মুকুটগুলি নি(প করে, আর তারপরে যেমন তাঁর সুন্দর হস্ত সেগুলি তুলে ধরে, তারা তাদের সুবর্ণ বীণাগুলি স্পর্শ করে, এবং তাদের সঙ্গীতের দ্বারা এবং মেষশাবকের উদ্দেশে গীতসমূহের দ্বারা সমগ্র স্বর্গ পূর্ণ করে।

তারপরে আমি দেখি মুক্তি(প্রাপ্ত বাহিনীকে যীশু জীবনবৃ(র পানে চালিত করেন, আর আবার আমরা, ন(্বর কর্ণে কখনো যে সঙ্গীত প্রবেশ করে তার চেয়ে মধুরতরে স্বরে, তাঁর কণ্ঠকে বলতে শুনি, সেই বৃ(র পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক। তার সবটুকু খাও। জীবনবৃ(র ওপরে বহুল পরিমাণ সুন্দর ফল ছিল, যা সাধুগণ অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারতো। নগরীতে ছিল এক অধিক পরিমাণ মহিমাময় সিংহাসন, আর সিংহাসনের নীচে থেকে সেই জীবন-জলের এক নির্মল নদী নির্গত হয়, যা ছিল স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল। নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃ(আছে যা এমন ফল উৎপন্ন করে যা খাদ্যের জন্যে উত্তম (উপাদেয়), স্বর্গের এক বর্ণনা দেবার চেষ্টায় ভাষা সম্পূর্ণরূপে একেবারেই অ(ম। যেমন দৃশ্যটি আমার সা(াতে ওঠে আমি বিস্ময়ে নি(দ্দিষ্ট হই, আর অনুপম প্রভা ও চমৎকার মহিমায় অভিভূত হয়ে, আমি কলম নীচে রাখি, ও বিস্ময় প্রকাশ করি, ও কেমন প্রেম! কেমন অদ্ভুত প্রেম! অতি উন্নত ভাষা স্বর্গের মহিমা, এক ত্রাণকর্তার প্রেমের অতুলনীয় গভীরতাও বর্ণনা করতে পারে না।

যিশাইয় ৫৩ঃ১১(প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৪(২২ঃ১,২ দেখুন।

৩৯শ অধ্যায়

পৃথিবী জনশূন্য হয়

আমি অতঃপর পৃথিবী দেখি। দুষ্টেরা মারা গেছে, ও তাদের দেহগুলি পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিতি করছে। সাত শেষ আঘাতে পৃথিবীর নিবাসীরা ঈ(রের রোষ ভোগ করেছিল। ব্যাথায় তারা তাদের জিহ্বা কামড়ে কামড়ে (ত-বি(ত করেছিল ও ঈ(রকে গালাগালি দিয়েছিল। ভ্রান্ত মেষপালকেরা ঈ(রের ত্রে(াধের বিশিষ্ট বস্তু ছিল। তাদের চ(ুগুলি সেগুলির গর্তে ও তাদের জিহ্বা তাদের মুখে গ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল যখন তারা তাদের পায়ের ওপরে দাঁড়ায়। ঈ(রের কণ্ঠের দ্বারা সাধুগণ উদ্ধারপ্রাপ্ত হবার পরে, দুষ্ট জনসাধারণের ত্রে(াধ পরস্পরের ওপরে ফেরে। পৃথিবী রক্তে(প-াবিত, আর মৃত দেহগুলি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রয়েছে বলে মনে হয়।

পৃথিবী এক অতি নির্জন অবস্থায় ছিল। নগর ও গ্রামগুলি ভূমিকম্পের দ্বারা বিচলিত হয়ে স্তূপে স্তূপে ছিল। পর্বতগুলি তাদের স্থান থেকে সরে গিয়ে বৃহৎ বৃহৎ গর্ত রেখে যায়। সমুদ্র পৃথিবীর ওপরে এবড়ো খেবড়ো শিলারাশি নি(প করে, ও তার পৃষ্ঠদেশের সবর্ত্র ছড়িয়ে ছিল। পৃথিবী এক জনশূন্য প্রান্তর দেখায়। বড় বড় বৃ(উৎ(প্ত হয়, ও ভূমির ওপরে ছড়ানো ছিল। ১০০০ বছর ব্যাপী, তার মন্দ দূতগণ নিয়ে এখানে শয়তানের আবাস হয়। এখানে তারা অব(দ্ধ হবে, এবং পৃথিবীর ভগ্ন পৃষ্ঠভাগের ওপরে নীচে বিচরণ করবে ও ঈ(রের ব্যবস্থার বি(দ্ধে তার বিদ্রোহের প্রভাবগুলি দেখবে। সেই অভিশাপের সেই প্রভাবগুলি যা সে ঘটিয়েছে, সে ১০০০ বছর ধরে উপভোগ করতে পারে। একাকী পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ হয়ে, যারা পতিত হয় নি তাদেরকে প্রলোভিত ও উত্যক্ত(করতে, অন্যান্য গ্রহে পরিভ্রমণ করে বেড়াবার তার কোনো বিশেষ সুযোগ হবে না। শয়তান এ সময়ে চরমভাবে ক্লেশভোগ করে। তার পতনের পর থেকে তার মন্দ বৈশিষ্টগুলি অবিরত চর্চিত হয়ে এসেছে। তখন সে তার (মতা থেকে বঞ্চিত ও তার পতনের সময় থেকে যে ভূমিকা, সে অভিনয় করেছে তার ওপরে পূর্ণভাবে বিবেচনা করতে, ও সেই ভয়াবহ ভবিষ্যতের পানে কম্পন ও মহাভয়ের সঙ্গে তাকাতে সে পরিত্যক্ত(হয়, আর সে যা করেছে যখন তাকে সেই সকল অনিষ্টের জন্যে অবশ্যই ক্লেশভোগ করতে হবে, এবং সেই সমস্ত পাপ যা সে করা ঘটিয়েছে তার জন্যে শাস্তিপ্রাপ্ত হতে হবে।

তখন আমি দূতগণের থেকে, ও মুক্তি(প্রাপ্ত ধার্মিকদের থেকে বিজয়ের আনন্দসূচক উচ্চধ্বনি শুনি, যা দশ হাজার মধুর বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় বাজে, কারণ তারা আর দিয়াবলের দ্বারা উত্যক্ত(ও প্রলোভিত হবে না, আর অন্যান্য জগতের নিবাসীগণ তার উপস্থিতি ও তার প্রলোভনগুলি থেকে মুক্ত(ছিল।

তখন আমি দেখি সিংহাসনসমূহ, এবং যীশু ও মুক্তি(প্রাপ্ত সাধুগণ সেগুলির ওপরে উপবিষ্ট ছিল(এবং সাধুগণ ঈ(রের প্রতি রাজা ও পুরোহিত রূপে রাজত্ব করে, এবং মৃত দুষ্টেরা বিচারিত হয়, আর তাদের কার্যগুলি সংবিধি পুস্তকের, ঈ(রের বাক্যের সঙ্গে তুলনা হয়, এবং দেহে কৃত কার্যসমূহ অনুসারে তারা বিচারিত হয়। যীশু, সাধুগণের সংযোগ নিয়ে, তাদের কার্য অনুসারে, দুষ্টদের উদ্দেশে প্রদান করে যা তাদেরকে ভোগ করতে হবে(আর তা মৃত্যু পুস্তকের লিখিত ছিল, ও তাদের নামের বি(দ্ধে নির্দ্ধারিত ছিল। শয়তান ও তার দূতেরাও যীশু ও সাধুগণের দ্বারা বিচারিত হয়। শয়তানের শাস্তি তাদের চেয়ে অনেক অধিকতর হবে যাদেরকে সে প্রতারিত করেছিল। তা এত অধিক ভাবে তাদের শাস্তি ছাড়িয়ে যায় যে তা তাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না। যাদেরকে সে প্রতারিত করেছিল তাদের নাশ হয়ে যাবার পরে, তখনো শয়তান জীবিত থাকে, ও অনেক দীর্ঘকাল ক্লেশভোগ করবে।

এক সহস্র বছরের শেষে, মৃত দুষ্টদের বিচার হয়ে যাবার পরে, যীশু নগরটি পরিত্যাগ করেন, আর এক দূতীয় বাহিনীর অনুচরবর্গ তাঁকে অনুসরণ করে। ধার্মিকেরাও তার সঙ্গে যান। যীশু এক মহৎ পর্বতের ওপরে অবতরণ করেন, যা তাকে তাঁর পা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই টুকরো টুকরো হয়ে ভাগ হয়ে যায়, ও এক মহৎ সমভূমিতে পরিণত হয়। তখন আমরা ঊর্দ্ধে তাকাই ও দ্বাদশ ভিত্তি সহ, দ্বাদশ দ্বার সহ, প্রত্যেক দিকে তিনটি করে, ও প্রত্যেক দ্বারে একজন করে দূত সহ অদ্ভুত ও সুন্দর নগরীটি দেখি। আমরা উল্লাসের সঙ্গে উচ্চরবে বলি, নগরী! মহৎ নগরী! স্বর্গ থেকে সেটি নেমে আসছে! আর তার সমস্ত প্রভায়, ও উজ্জ্বল মহিমায় তার জন্যে যীশু যা প্রস্তুত করেছিলেন সেই মহৎ সমভূমিতে স্থাপিত হয়।

সখারির ১৪ঃ৪-১২(প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ২-৬(২০ঃ১২(২১ঃ১০-২৭ দেখুন।

৪০শ অধ্যায়

দ্বিতীয় পুন(োত্থান

অতঃপর যীশু ও দূতগণের সমগ্র পবিত্র অনুচরবর্গ, এবং সমস্ত মুক্তি(প্রাপ্ত সাধুগণ নগরীটি ত্যাগ করেন। পবিত্র দূতেরা যীশুকে ঘিরে ধরেন, আর তাঁর পথে তাঁকে সাহচর্য দেন, এবং মুক্তি(প্রাপ্ত ধার্মিকদের অনুচরগণ অনুগমন করেন। তখন যীশু ভীষণ অতি ভয়ানক মহিমায় মৃত দুষ্টগণকে আহ্বান করেন(আর যেমন তারা একই দুর্বল, (গ্ন দেহ নিয়ে উঠে আসে যা কবরের মধ্যে গমন করে, কি এক দৃশ্য! কি এক ঘটনা! প্রথম পুন(োত্থানেতে সবাই অমর চরম উৎকর্ষে বেরিয়ে আসে(কিন্তু দ্বিতীয়টিতে, সকলের ওপরে অভিশাপের চিহ্(গুলি আপাতদৃষ্ট। পৃথিবীর রাজাগণ ও সম্ভ্রান্তলোকেরা, নীচ ও নিকৃষ্টদের, বিদ্যান ও মূর্খদের সঙ্গে একত্রে রয়েছে। সবাই মনুষ্যপুত্রকে দেখে(আর সেই লোকেরাই যারা যীশুকে উপহাস ও নিন্দে করে, এবং খাগড়ার নল দিয়ে তাকে আঘাত করে, ও যারা তাঁর পবিত্র কপালে কাঁটার মুকুট রাখে, তাঁর সমস্ত রাজকীয় প্রতাপে তাঁকে দেখে। যারা তাঁর বিচারের কালে তাঁর ওপরে থুথু ফেলে, এ(ণে তাঁর মর্মভেদী স্থিরদৃষ্টি থেকে, এবং তাঁর মুখমন্ডলের প্রতাপ থেকে মুখ ফেরায়। যারা তাঁর হাত দুটির ও পদদ্বয়ের মধ্য দিয়ে পেরেক ঢোকায়, এ(ণে তাঁর ত্রু(শারোপণের চিহ্(গুলির ওপরে তাকায়। যারা তাঁর কু(দেশে সজোরে ঠেলা মেরে বর্শা ঢোকায়, তাঁর দেহের ওপরে তাদের নিষ্ঠুরতার চিহ্(গুলি দেখে। আর তারা জানে যে তিনিই ঠিক সেই ব্যক্তি(যাঁকে তারা ত্রু(শে দেয়, ও তাঁর মরনকালীন মৃত্যুযন্ত্রণায় উপহাস করে। আর তখন এক দীর্ঘ বিলম্বিত মনের দুঃসহ যন্ত্রণার উচ্চ কণ্ঠের ত্র(ন্দন (বিলাপ) ওঠে, যেমন তারা রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুর উপস্থিতি থেকে লুকোবার চেষ্টা করে।

সকলেই শৈলে লুকোবার, ও তাঁর ভয়ানক মহিমা থেকে আচ্ছাদন করার চেষ্টা করছে যাঁকে তারা একদা অবজ্ঞা করে। যেমন সবাই তাঁর প্রতাপে ও তাঁর অত্যধিক মহিমায় বিহ্বল ও ব্যথিত, তারা সর্বসম্মতভাবে তাদের কণ্ঠ তোলে, ও ভীষণ স্পষ্টতায় ঘোষণা করে, ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসেন।

তখন যীশু ও পবিত্র দূতগণ, সমস্ত সাধুদের সাহচর্যে, আবার নগরীর পানে যান, এবং কষ্টভোগ করতে ভাগ্যনির্দিষ্ট দুষ্টদের তীব্র বিলাপ ও রোদন বাতাস পূর্ণ করে। তখন আমি দেখি শয়তান আবার তার কার্য আরম্ভ করে। সে তার আশেপাশের প্রজাদের মধ্য দিয়ে চলে, এবং ীণ ও দুর্বলকে সবল করে, আর তখন যে তাদেরকে বলে যে সে ও তার দূতেরা শক্তি(শালী। সে তখন অগণিত অযুতের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করে যাদেরকে ওঠানো হয়েছিল। সেখানে ছিল পরাত্র(মী যোদ্ধাগণ ও রাজাগণ যারা যুদ্ধে নিপুণ ছিল, আর যারা রাজ্যসমূহ জয় করেছিল। আর সেখানে ছিল বিত্র(মী অসাধারণ শক্তি(সম্পন্ন ব্যক্তি(গণ (অসুর/দৈত্য), ও সেইসব লোক যারা ছিল নির্ভীক, ও কখনোই কোনো যুদ্ধ হারেনি। সেখানে ছিল উদ্ধত, উচ্চাকাঙ্খী নেপোলিয়ন যার নিকটে আগমন রাজসমূহকে কম্পিত হওয়া ঘটায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল অতি উঁচু আকারের লোকেরা, এবং মর্যাদাসম্পন্ন ও গর্বিত আচরণের লোকেরা, যারা যুদ্ধে পতিত হয়েছিল। তারা পতিত হয় যখন জয় করতে লালয়িত। আর তারা তাদের কবর থেকে বেরিয়ে আসে, তারা তাদের চিন্তনগুলির গতি পুনর্গ্রহণ করে মৃত্যুতে তা যেখানে (ান্ত হয়। জয় করতে সেই একই মনোভাব তারা ধারণ করে যা প্রভুত্ব করে যখন তারা পতিত হয়। শয়তান তার দূতদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে, আর তৎপরে সেই রাজা ও বিজেতা ও পরাত্র(মী লোকদের সঙ্গে। তারপরে সে বিশাল সেনার ওপরে তাকায় ও তাদেরকে বলে যে নগরীতে দলটি (ুদ্র ও দুর্বল ও তার নিবাসীগণকে বের করে দিতে পারে, আর তারা উঠে যেতে পারে, ও নিজেরাই ঐশ্বর্য ও মহিমা দখল করতে পারে।

তাদেরকে প্রতারিত করতে শয়তান সফল হয়, আর সকলে তখুনি যুদ্ধের জন্যে তাদেরকে উপযুক্ত(করতে শু(করে। তারা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে(কারণ সেই বিপুল সেনাবাহিনীতে অনেক নিপুণ লোক রয়েছে। আর তারপরে শয়তান তাদের নায়কত্বে (নেতৃত্বে), জনতা এগিয়ে যায়। রাজাগণ ও যোদ্ধারা শয়তানের পরেই কাছাকাছি থেকে চলে, আর জনতা দলে দলে তার পরে অনুগমন করে। প্রত্যেকটি দলে একজন করে নেতা আছে, আর যেমন তারা পবিত্র নগরীর দিকে পৃথিবীর ভগ্ন পৃষ্ঠদেশের ওপর দিয়ে নিয়মিত পদ(েপে চলে, শৃঙ্খলা পালন করা হয়। যীশু নগরীর দ্বারগুলি বন্ধ করেন। আর এই বিপুল সেনাবাহিনী তা বেষ্টন করে ও আপনাকে যুদ্ধের শৃঙ্খলায় স্থাপন করে। তারা যুদ্ধে সমস্ত প্রকার অস্ত্র-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে, এক প্রচন্ড সংঘর্ষ প্রত্যাশা করছিল। নিজেদেরকে তারা নগরীর চারিদিকে বিন্যস্ত করে। যীশু ও সমগ্র দূতীয় বাহিনী উজ্জ্বল মুকুট তাদের মাথায় নিয়ে, এবং সমস্ত ধার্মিকেরা তাদের উজ্জ্বল মুকুট নিয়ে, নগরীর প্রাচীরের মাথায় আরোহণ করেন। যীশু প্রতাপের সঙ্গে কথা কহেন ও বলেন, তোমরা পাপীরা, ধার্মিকদের প্রতিফল (পারিশ্রমিক) ! আর দেখ তোমরা আমার মুক্তি(প্রাপ্তেরা, দুষ্টদের প্রতিফল! বিশাল জনতা নগরীর দেয়ালগুলির ওপরে গৌরবময় দলটিকে দেখে। আর যেমন তাদের উজ্জ্বল মুকুটগুলির প্রভা স্বচ(দেখে, ও তাদের চেহারা মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে, যীশুর প্রতিমূর্তি ব্যক্ত(করে, আর তারপরে রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুর অনতিত্র(ান্ত মহিমা ও প্রতাপ দেখে, তাদের সাহসে কম পড়ে। ঐশ্বর্য ও গৌরবের অনুভূতি যা তারা হারিয়েছে, তাদের ওপরে বেগে ধাবিত হয়, আর তাদের এক উপলব্ধি করা অনুভূতি হয় যে পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। তারা পবিত্র সুখী দলটি দেখে যাকে তারা অবজ্ঞা করেছে, মহিমা, মর্যাদা, অমরত্ব জীবনের দ্বারা সজ্জিত ও অনন্ত, যখন তারা প্রতিটি নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য বস্তু নিয়ে নগরীটির বহির্দেশে।

মথি ২৩ঃ২৯(প্রকাশিত বাক্য ৬ঃ১৫,১৬(২০ঃ৭-৯(২২ঃ১২-১৫ দেখুন।

৪১শ অধ্যায়

দ্বিতীয় মৃত্যু

শয়তান মধ্যস্থলের ভেতরে বেগে ধাবিত হয়, এবং কার্য সম্পাদনে জনতাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ হতে তাদের ওপরে অগ্নি বর্ষণ করা হয়, আর পরাত্র(মী লোকেরা, মর্যাদাসম্পন্ন, এবং দরিদ্র ও শোচনীয় লোকেরা, সবাই একত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংস (দগ্ধ) হয়। আমি দেখি যে কেউ কেউ তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়, যখন অন্যেরা অধিকতর দীর্ঘ(ণ শাস্তিভোগ করে। দেহে কৃত কর্মগুলি অনুসারে তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। কিছু লোকেরা অনেকদিন দগ্ধ হতে থাকে, আর ঠিক যত(ণ তাদের কোনো অংশ অ-দগ্ধ থাকে, কষ্টভোগের সমস্ত অনুভূতি সেখানে থাকে। দূত বলেন, জীবনের (আয়ুর) কীট মরবে না(তাদের অগ্নি নির্বাপিত হবে না যত(ণ তার জন্যে শিকার (লুট) করতে সামান্যতম (ুদ্র খন্ড রয়ে যায়।

তবে শয়তান ও তার দূতেরা দীর্ঘকাল শাস্তিভোগ করে। শয়তান শুধু তার পাপের বোঝা ও শাস্তি বহন করবে না, কিন্তু সমস্ত মুক্তি(প্রাপ্ত বাহিনীর পাপরাশি তার ওপরে স্থাপন করা হয়েছিল(এবং তাকে আত্মাসমূহের সেই নাশের জন্যেও শাস্তিভোগ করতে হবে যা সে ঘটিয়েছিল। তখন আমি দেখি যে শয়তান ও দুষ্ট বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়, এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচার তুষ্ট হয়, আর সমগ্র দূতীয় বাহিনী, আর সমস্ত মুক্তি(প্রাপ্ত ধার্মিকেরা, এক উচ্চ কণ্ঠে বলেন, আমেন!

দূত বলেন, শয়তান হচ্ছে মূল, তার সন্তানেরা শাখাপ্রশাখা। তারা এ(ণে আগাগোড়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট। তারা এক চিরস্থায়ী মৃত্যু মরেছে। তাদের কখনো এক পুন(থান হবে না, আর ঈশ্বরের এক নির্মল বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড থাকবে। আমি তখন তাকাই, ও সেই অগ্নি দেখি যা দুষ্টদেরকে দগ্ধ করে, জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলেছিল ও পৃথিবীকে পবিত্র (শোধন) করেছিল। অভিশাপের কোনো একটি চিহ্(ছিল না। পৃথিবীর ভগ্ন হওয়া, ও অসমতল উপরিভাগ এ(ণে সমতল, বৃহৎ সমভূমি দেখায়। ঈশ্বরের সমগ্র বিশ্ব নিষ্কলঙ্ক ছিল, ও মহা বিবাদ চিরকালের জন্যে শেষ হয়। সর্বত্র আমরা তাকাই, সবকিছুর ওপরে যথায় দৃষ্টি থাকে, সুন্দর ও পবিত্র ছিল। আর সমস্ত মুক্তি(প্রাপ্ত বাহিনী, প্রবীন ও নবীন, মহৎ ও (ুদ্র, তাদের মুক্তি(দাতার পদে তাদের উজ্জ্বল মুকুট নি(েপ করে, এবং তাঁর সা(াতে আপনাদেরকে ভক্তি(-আরাধনায় ভূমিতে শায়িত করে, ও তাঁর ভজনা করে যিনি যুগে যুগে জীবিত আছেন। সুন্দর নতুন পৃথিবী, তার সকল মহিমা নিয়ে, সাধুগণের সনাতন উত্তরাধিকার হয়। রাজ্য, আধিপত্য, ও সমগ্র আকাশের নীচে রাজ্যের (মতা (প্রাধান্য), তখন পরাৎপরের সেই সাধুগণের উদ্দেশে দেয়া হয় যারা তা চিরকাল, এমন কি যুগে ও যুগে দখলে রাখবে।

যিশাইয় ৬৬ঃ২৪(দানিয়েল ৭ঃ২৬, ২৭(প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১৫(২১ঃ১(২২ঃ ৩ দেখুন।